প্রথম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

প্রকাশক :
অনুপ সাহা
মডার্ণ কলাম
৭ই, শীতলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৫

মুদ্রাকর :
বি. এন. শীল
ইম্প্রেসন কনসালটেণ্ট
২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৫

প্রচ্ছদ :
কুমারঅজিত

যৌনতা, রহস্যময়তা, মনস্তত্ত্ব, কাব্যিক সুষমা—লরেন্স প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'দি ফক্স' এই প্রথম বাংলায়, বাঙালী পাঠক/পাঠিকাদের জন্য।

দীপ্তি সেনগুপ্ত
কল্যাণীয়াষু

দুটি মেয়েরই সাধারণ পরিচিতি তাদের উপাধিতে, বেনফোর্ড এবং মার্চ। বুকে-বেঁধানো মমত্বে তারা যূথবদ্ধ একটি ফার্ম চালাবার উদ্দেশ্যে। নিজেদেরই প্রতিষ্ঠান, নিজেদেরই কায়িকশ্রমে সব কিছু ঠিকঠাক ক'রে রাখে অর্থাৎ কিনা, ঐ ফার্মের নীতিদীর্ঘ দরিয়ায় একপাল মোরগ-মুরগীর রক্ষণাবেক্ষণ—ছিরিছাঁদে গড়ে তোলা যে পোলট্রি তাদের জীবিকা। মোরগ-মুরগী ছাড়াও তাদের রয়েছে একটি দুধেলা গাভী এবং গুটি কয়েক ভিন্নস্তরের গৃহপালিত।

দুর্ভাগ্য, নিষ্ঠা ও প্রয়াস যতই থাক, প্রাচুর্যকে তারা এখনো দাঁতে কাটতে পারছে না; উজান নদীর জল ঠেলে কারবারে যে রমরমা আবেশ কস্মিনকালেও আসতে পারে, এমত সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

বেনফোর্ড মাথায় এতটুকুন, কৃশতনু, ক্রমাগত ছটফটানি আশা করা যায় না, চশমাচোখে নরম যুবতী। তদারকির কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, এই কারবারের বেশির ভাগ মূলধনই তার, যেহেতু মার্চের নিজস্ব অর্থভাগ্য বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না।

বেনফোর্ডের বাবা, ইসলিংটনের এক ব্যবসায়ী, মেয়েকে তার কারবারী ভিৎ গড়তে টাকাটা দিয়েছিলেন সম্ভাব্য গুটি কয়েক কারণে। হয়তো তাঁর আশা ছিল, এই স্বাধীন ও আশা-মেটানো অর্থ তাঁর রোগা মেয়ের মনে ও শরীরে জেল্লা এবং উচ্ছ্বাস আনবে; কিংবা, টাকাটা তাঁর নিছক পিতৃসুলভ স্নেহগত অনুদানও হতে পারে; অথবা, তিনি হয়তো উপলব্ধি করে থাকবেন, বেনফোর্ড কোনদিন বিয়ে-শাদি ক'রে সংসারী হবে না।

মার্চের শরীর তুলনায় অনেক মজবুত, যেন একটি জ্যান্ত পুরুষ লুকিয়ে আছে তার ভেতর। ইসলিংটনের সান্ধ্যস্কুলে একদা শিখতে যেতো আসবাবপত্র তৈরীর ছুতোরী কারিগরী। এখন, এই উদ্ভট স্বপ্নের দেশে, সে প্রকৃতই এক লক্ষ্যনীয় ব্যক্তিত্ব।

এছাড়া, এ কারবারের একেবারে গোড়া থেকেই লেপ্টে ছিলেন বেনফোর্ডের বুড়ো ঠাকুরদা, যিনি বরাবরের অভিজ্ঞ চাষী। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই বেইলি ফার্মে মাত্র এক বৎসর টিকে থাকবার পর তিনি বয়সের অনিবার্যতায় টেঁসে গেলেন। সেই থেকে এই দুই যুবতী বিচ্ছিন্নতায় অভিষিক্ত; যা কিছু পরিশর তথা পরিবেশ, তা দু'জনের মধ্যেই সীমায়িত।

দু'জনের একজনও আর কচি খুকীটি নয়। ত্রিশ ছুই ছুঁই তো বটেই, বয়স তার কাঠিন্যের আভাস দিতে শুরু করেছে। অবিশ্যি বুড়িও নয়, যৌবনের সব ক'টি পরিণত লক্ষণে টইটুম্বুর। যে প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে দুটি যুবতী কারবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তা প্রায় কিংবদন্তীর সামিল। টার্কিপাখিদের থিক থিক মেলা লেগে গেল তাদের ফার্মে, সব তরতাজা, জরাগ্রস্ত নয়; অকুলীন মোরগ-মুরগীদের পাশাপাশি কৌলিন্যে ডগমগ ব্ল্যাক লেগহর্ণ, হোয়াইট লেগহর্ণ, প্লাইমাউথ এবং ওয়েনডটদের অসঙ্কোচ সহঅবস্থান। আছে কিছু পাতিহাঁসও। দুটি বকনা বাছুরও এক সময় তাদের সম্পত্তিরূপে গণ্য হতো, দুই যুবতীর কুশলী পরিচর্যায় পরিপুষ্ট।

কিন্তু একটি বাছুর, যে ইচ্ছানুচালিত হতে চাইতো, প্রথমাবধি বড় বেয়াড়া; বেইলি ফার্মের বাইরে যে সবুজ পৃথিবী তা তাকে অহরহ উদ্বোধিত করে, সে পলায়ন পথ অন্বেষণ করে। এবং বেড়া নির্মাণে মার্চের যতই গোঁড়ামি ও সতর্কতা থাকুক না কেন, সেই তেজোময় তাগড়াই বাছুরটা একদিন খোঁয়াড় ভেঙ্গে পালালো। সঙ্গে সঙ্গে মার্চ ও বেনফোর্ডের তীব্র দুশ্চিন্তা, প্রখর অনুসন্ধান—

খোঁজ খোঁজ, কোথায় যেতে পারে হতভাগা? বন-বনানী ও সবুজ মাঠ সমেত প্রকৃতির প্রভাব যেখানে প্রায় অতীন্দ্রিয়, তুই নিঃসঙ্গ যুবতী সেখানে তাদের গৃহপালিতটির সন্ধানে দিশেহারা। এ মাঠ সে-মাঠ, দীর্ঘতর বনভূমি, ইতি-উতি দূরে-অদূরে গৃহস্থদের বাসস্থান—এ জাতীয় স্থান-মাহাত্ম্যে বিবাগী বাছুরটাকে আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে কি না, সন্দেহ ছিল। তা খুঁজে তারা পেয়েছিল। কৈশোরের গতিতে ছুটতে ছুটতে তুই যুবতীর আয়ুক্ষয়, তারা ঘর্মাক্ত, বিরক্ত, বাছুরটাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল খোঁয়াড়ে। কিন্তু এক ধরণের ভীতি ডেরা গেড়ে বসায় তারা কয়েকদিনের মধ্যেই গরুটাকে বেচে দিলো।

তারপর দ্বিতীয় গাভীটি, যে একফালি স্পষ্ট ছবির মতন সরল ছিমছাম, যার আচরণে কোন বিস্ময় বা বিরক্ত ছিল না, গর্ভবতী হলো। গাভী যখন গর্ভবতী হয়, নিরবধি সুখ ও আনন্দ; তুধ ও বাছুর—তুটোই মূল্যবান শিরোপা।

কিন্তু বেনফোর্ড ও মার্চের খোঁয়াড়ে তুর্ভাগ্যের অন্তঃসত্ত্বা ভীষণ নিষ্ঠুর। গাভী যখন আসন্ন প্রসবা, ম ম উঠানে যুবক লেগহর্ণের টুঙ-টাঙ কথা, বেনফোর্ডের বুড়ো ঠাকুরদা সান্ধ্য অবকাশে হিক্কা তুলতে লাগলেন এবং রাত শেষ হবার আগেই আর নিঃশ্বাস ত্যাগের ক্ষমতা রইলো না তাঁর। আকস্মিক বিপর্যয়! বিগত বর্ষায় যিনি এই ফার্মটাকে গড়ে তুলতে নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ঢেলে দিয়েছিলেন, তিনি এখন নিথর, পরম শূন্যময়।···কী যে আতঙ্ক! গতায়ু মানুষটার হুঁশিয়ারী ভোরের মোরগের ডেকে-হেঁকে কথা বলার মধ্যে। এদের সন্দেহ এবং ভয় কেন্দ্রীভূত হয় আসন্নপ্রসবার উপর। কুসংস্কারগুলি, সময়ের বালুচর পেরিয়ে যা সমান শক্তিশালী, তুই যুবতীকে প্ররোচিত করতে থাকে—তারা সেই আসন্নপ্রসবা তুগ্ধবতীকে বিক্রী করে দিলো।

দরকার নেই অন্য কোন জীব-জন্তুর, বেঁচে থাকুক আমাদের মোরগ ও হাঁসগুলি। হাঁসগুলি হেলতে দুলতে জলাশয়ে যায়, যুবতীরা মুরগীর পেটের তলা থেকে গরম ডিম বের করে আনে···বেশ নির্বিরোধ জীবনযাত্রা, অন্ততঃ তটস্থ হ'য়ে থাকবার মতন, অবস্থা তো নয়।···

কিন্তু এমত স্বস্তি ও সুখ কখনো ধারাবাহিক হয় না, বরং এই কাঠ কাঠ জীবনে শাদা পাঁশুটে মুখ-চোখ নিয়েই অনেক উৎকণ্ঠাময় মুহূর্ত পার ক'রে আসতে হয়। মোরগ-মুরগীদের নিয়ে কী ঝুট-ঝামেলা কিছু কম! ঐ যে ওরা হলুদ আলোয় ছট-ফটে, হঠাৎ কোন রহস্যময় রোগ এসে তাদের আচ্ছন্ন ক'রে দেয়! মার্চের খর চোখে উদ্বেগ ও অসহায়তা ফুটে ওঠে, যেহেতু খামারের একাধিক মুরগী ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়ছে এবং দু'টি-একটি মারাও যাচ্ছে কোনপ্রকার শব্দোচ্চারণ না করেই।·· তবে এই সব জন্ম-মৃত্যুর মতন স্বাভাবিক, যার তাড়নায় ফার্মটাকেই বাতিল করে দেবার নির্বুদ্ধিতায় তারা নেই। ফার্ম-লাগোয়া খোলা শেডের তলায় যেন আর একটা কারখানা, হুঁ, একটা নির্ভেজাল কারখানাই বটে, যেখানে বলিষ্ঠ মার্চ নিজের হাতে কাঠের চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ বানাচ্ছে: অলঙ্ঘনীয় কুশলতায় ও উৎসাহে আরো অনেক কিছু যে তৈরী করে—দরজার পাল্লা, শেলফ, টুকিটাকি। কোন রকম ঝগড়া-কাজিয়ার নজীর নেই, কেবল কাজ-কাজ···।

দুই যুবতীর আবাস চিত্রবৎ। কোন ঝাঁঝ নেই, স্বপ্ন আছে এবং সেই হেতু মনে হতে পারে, নিজেদের সুখ অনুভব নিয়ে বেনফোর্ড ও মার্চ সুখী।

সুখ কেমন?

জীবনের অন্তঃস্থলে আর কি আছে কোন রহস্যময়তা? পুরুষ-হীন পরিশরে দুটি নারী স্বাধীনভাবে এগিয়ে চলেছে—এমন একটি

চিত্র সুবিদিত নয়। পেশলদেহী মার্চ অসম্ভব পরিশ্রমী। ব্যবসায়ে প্রাণ ও সম্ভাবনা যুগিয়ে চলেছে। লঘু এবং গুরু উভয় বিষয়ে আউটডোর ওয়ার্ক বলতে যা বোঝায়, সবটুকুই তার।

পরণে ঢোলা প্যাণ্ট, বুকের ওপর চোস্ত বাধন, কোমরে চওড়া বেল্ট সমেত একটা কোট, মাথায় একটি আলগা টুপি—এই পোশাকে মার্চ যখন পুরুষালী ভঙ্গিমায় হাঁটতে থাকে, আচমকা তাকে একজন সুবেশ সুদর্শন বেপরোয়া যুবক বলেই ভ্রম হয়। কাঁধ দুটো সরল ছড়ানো, পিঠ চওড়া, মেদহীন সমর্থ দুই পা—কোনটাই নারীসুলভ নয়, যার প্রতিটি পদক্ষেপেও মনে হয়, বুঝি সে জীবনের একাধিক সংশয়কে চূর্ণ করবার এক শপথ। ঘর-গেরস্থালির স্বপ্ন বুঝি তাকে নিয়ে কোন পুরুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়; এমনও মনে হয়, তার বাজুবন্ধে অহমিকা, সমকক্ষ কাউকে সে সহজে গ্রহণ করবে না।

কিন্তু যদি কখনো ওর মুখাবয়ব দেখেন, আপনি হতচকিত হবেন, আপনার ভাবান্তর ঘটবে। এ যে একান্তই সুচারু নারীত্বের বিমর্ষ অবয়ব! নিঃসঙ্গ ভ্রমণকালে তার ঘন কালো চুল উপরি জায়গা হিসেবে দখল করে নেয় নাতিপ্রশস্ত কপাল, বড় বড় চোখ দুটি কালো এবং গভীর, সমস্ত মুখময় ছড়িয়ে আছে কোমল বিষণ্ণতা।

একটা কথা কিন্তু গুরুত্ব না দিয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না এবং তা হলো এই যে, মার্চের মুখ-চোখ চলন-বলন খেয়াল করলেই বুকের মধ্যে খচ্ করে একটা আশঙ্কা বিঁধে যায়—এই মেয়েটি এক অনিবার্য দুর্ভাগ্যকে বহন ক'রে চলেছে। কেন যে এমন মনে হয়, তার কোন ব্যাখ্যা নেই।

সে তার সমর্থ জানুদ্বয়ের একটিকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মুরগীর খোঁয়াড়ে উঁকি মারে, যেখানে অসহ্য দুর্গন্ধ, মার্চ ছাড়া অন্য কেউ রাস্তা মাড়ায় না, ঢালু পিচ্ছিল কর্দমাক্ত বদখত ছাউনীতে বিরক্তিকর মচমচানি শব্দ ওঠে এবং বিন্দুমাত্র ভারসাম্য না হারিয়ে মার্চ কাকতাড়ুয়ার মতন কিছুক্ষণ নিথর, চারদিকটা চেয়ে চেয়ে দেখে,

তারপর তার সবচেয়ে প্রিয় শাদা টার্কি পাখিটির নাম ধরে ডাকে, যে সঙ্গে সঙ্গে ডাকে সাড়া দিয়ে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ডাম্পিংগ্রাউণ্ড পিছনে রেখে মালিকিনীর পায়ের কাছে উড়ে আসে। ওটার পিছন পিছন আরো অনেকে, অনেকে···।

কিন্তু সেই মুহূর্তে পোষাপাখিদের কলধ্বনি শুনতে শুনতে মার্চের বড় বড় কালো চোখে বিদ্রূপ ঝিলিক দিয়ে ওঠে; সেই উপেক্ষা মিশ্রিত কর্কশ কৌতুক বেজে ওঠে তার স্বরেও, যদিও যত্রতত্র থেকে ছুটে-আসা মোরগ-মুরগীগুলি সোহাগে-পুলকে তার বুটের ফিতে ঠোকরাতে থাকে।

বেইলি ফার্মে মার্চ-বেনফোর্ডের প্রয়াস যতই পোক্ত হোক, মোরগ-মুরগী নিয়ে মেঠো ব্যবসাটা তেমন লাভজনক হচ্ছে না; মুরগী পালনের বিজ্ঞানসম্মত যাবতীয় বিধিই তো অক্ষরে অক্ষরে মান্য করা হচ্ছে। তবু কেন যে এমন শিথিল ফলশ্রুতি! এইগুলি কি তবে বাস্তবতার লেশশূন্য নিছকই তথ্য?

বইয়ের নির্দেশ মেনে সকালে ওদের গরম খাবার খাইয়ে মার্চ লক্ষ্য করেছে, মুরগীগুলি দিনে দিনে অনাকাঙ্খিত মেদে মুটিয়ে যাচ্ছে এবং তন্দ্রালু হ'য়ে থাকছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ইত্যাকার বিবর্তন সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করে এবং তার মুখের ভাব প্রায় নিমেষে নিমেষে বদলে যায়।

আবার সাতসকালে ঐ রকম গরম খাবার না খাইয়েও যে ভালো ফল পাওয়া গেছে, এমন নয়। সে অবস্থায় মোরগ-মুরগীরা দিনে-কে-দিন কৃশ এবং ক্রমাগত নিস্তেজ। বড় ঝকমারি, খুব অখুশি পারিপার্শ্বিকতা।

অধিকন্তু বহির্বিশ্বে যুদ্ধ এবং সালিসী-শূন্য সেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি আশঙ্কার ছায়া ফেলেছে সর্বত্র, এমন কি এই পোলট্রি ব্যবসায়ের

ওপরও। মুরগীদের খাবার এখন দুষ্প্রাপ্য ; যাও বা মেলে, গুণগত বিচারে অতি নিকৃষ্ট। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, সকলেই নিজের কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত। মুনাফার লোভে রাতারাতি লোকগুলি বকরাক্ষস, কেবলই গোলমাল পাকাবার চেষ্টায়। এবং এরপর যখন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বাঁচাবার জন্য সরকার বাহাদুর "ডে লাইট সেভিং বিল" পাশ করালেন, পোলট্রি-ব্যবস্থাপনায় যাবতীয় বিপত্তি উচ্চগ্রামে বাজতে থাকে। দিনের বেলাতেই ঝুপড়ি মুরগী-খোঁয়াড়ে ঝুল ঝুল স্থূল অন্ধকার, আলো নিষিদ্ধ, সিড়িঙ্গে চেহারার পাখিরা খুব অস্বস্তি অনুভব করছে, অন্ধকারকে চিরায়ত মনে করে বিশ্রাম নিতে নারাজ। অধঃপাতের দিনগুলি হ্যাঁচকা মেরে মেরে তুড়ুক লাফ দিচ্ছে, সকাল থেকে শুরু, রাতে বিছানায় চিৎপাত না হওয়া অব্দি নিরুত্তেজ শান্তি নেই। এইসব জগাখিচুড়ির মধ্যেই বিরাম কথঞ্চিৎ যদি মেলে, মার্চ এবং বেনফোর্ড চক্কর কাটে মুরগী-নিবাসের চারদিকে, মোরগ-মুরগীদের তড়পানি দেখতে দেখতে তখন এক জাতের সুখ ও আনন্দ। রোদের রং পাকা গম। তারপর ধোঁয়াটে সন্ধ্যা। তারপর রাত ন'টা কিংবা দশটা অব্দি কুচকুচে অন্ধকার। তারপর ঘুম গড্ডালিকা প্রবাহ। কেবলমাত্র কাজের জন্যই তো এই হেদিয়েপড়া জীবন নয়, জীবনের জন্যই কাজে-কাজে নাজেহাল হওয়া।

নির্জলা কাজের মাঝে ভাল মতন হাঁপ ছেড়ে উঠবার তাগিদে, বৈচিত্র্যের সন্ধানে মার্চ ও বেনফোর্ড পরিকল্পনা ফাঁদে, খুটিনাটি টুকিটাকির পর বই পড়ে, সন্ধ্যায় সাইকেলে চেপে দ্বিধাহীন বোঁ বোঁ, নেহাৎই প্রবৃত্তির প্রশ্ন যেন···প্রকৃতি অহরহ আগাপাশতলা পোশাক বদলায়, ধুলোর মোড়ক ভাঙ্গে···হলুদ ছিল, হালফিল সবুজ, খোঁচা-খাওয়া জন্তুর মতন প্যাডেলের ঘূর্ণন বাড়ছে, মার্চের তখন সমস্ত শরীর জুড়ে গোঁয়ার্তুমি, যে কখনো কোন অবস্থাতেই সুখী

নয়—ঐ মোরগ-মুরগীর পাল, যারা অনিবার্য, তাকে সুখী ও স্বাধীন করতে পারছে না।

মোরগ-মুরগীরা মার্চকে যতই বিগলিত অভ্যর্থনা জানাক,না কেন, ফার্মের পরিশরটা প্রয়োজনেব তুলনায় ছোট ; কেবল ছোট নয়, অনেক দিনের পুরণো ; কয়েকটা পুরণো কাঠের থাম তেরছাভাবে হেলে আছে : ছাদটা তো এমন নীচু যে পোড়াঘাস মাড়িয়ে ওর ওপর উঠে পড়া এবং সাকরেদদের টেনে তোলা অবাস্তব নয়।

যুদ্ধের সময় থেকে ভয় ভয় নির্জনতা আরো জমাট, অন্ধকারে দুই বোবা মাথা আর কাঁহাতক উঁচু হ'য়ে থাকতে পারে! এবং তখন থেকেই কোত্থেকে উজিয়ে আসা শেয়ালের শয়তানী বাড়তে বাড়তে একেবারে চূড়ান্ত! শেয়াল বড় ধূর্ত জীব, লোভেরও সীমা নেই। এখানে এমন কোন প্রশাসক নেই, যাঁর কাছে শেয়ালের বিরুদ্ধে আর্জি পেশ করা চলে। মার্চ এবং বেনফোর্ডের নাকের ডগা থেকে এরা মুরগীর টুঁটি কামড়ে প্রায়ই চম্পট দেয়। পাখিদের কলরব শুনে বেনফোর্ড ছুটে আসে, একটা বুনো গন্ধের হদিশ, চশমার ভেতর তার বড় বড় চোখ দুটো কাঁপতে থাকে। মার্চের তৎপরতা অনেক বেশী, বড় বড় পা ফেলে সে শেয়াল-শয়তানকে অনেকটা তাড়িয়ে আসে, কিন্তু বনের যেখানে শুরু শেয়াল তো সেখানে মুরুব্বী, পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়ায় হতাশ মার্চ—আর একটা শাদা লেগহর্ণ শেষ হয়ে গেল! পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে বেনফোর্ড। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে— দুর্বল এবং সজীব ভাষা।

শয়তানকে ঠেকাতে তারা সম্ভাব্য সমস্ত রকম ব্যবস্থাই নিয়েছিল। কেবল নির্ঘুম ছটফটানি নয়, আয়ুধ শানানো অব্দি। শেয়াল-মারা যখন আইনসিদ্ধ হলো তারা একজোড়া বন্দুকের আমদানি করেছিল।

অন্ধকারের কঠিন ভ্রূকুটি ঘনাবার মুহূর্ত থেকে বন্দুক হাতে তারা পালা করে পাহারাদার। নতি স্বীকার না করবার সেটাই শেষ প্রয়াস। কিন্তু একটা বা, একাধিক বন্দুক কখনো আস্থাহীনতা দূর করতে পারে না। চারদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। মুরগী মহলে সামান্য চঞ্চলতার আভাস পেলেই ট্রিগার তাদের বুড়ো আঙ্গুলের খপ্পরে।

কিন্তু শেয়াল শয়তান: সে অনুভব করে, গরমিলে ভরা মানুষের অসংলগ্ন চেহারাটা ; সে বোঝে, বারুদের ঘ্রাণ এবং তার তাৎপর্য।

শিকারীরা গলদঘর্ম হয়, বাতাস বুক ভরে নেয়, সতর্ক চোখে ক্লান্তি নামে, গম্ভীর মুখে মাটির দিকেই চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

তারপর হঠাৎ-হঠাৎ এক-এক দিন হানাদার ঝাঁপিয়ে পড়ে, বন্দুক গর্জায়, কিন্তু শয়তানের কাজ ঠিকই হাসিল। পরদিন রোদ-গড়ানো মাঠ-প্রান্তরে নিহত মুরগীর পালক উড়তে থাকে।··

এইভাবে বনবাদাড়ে রহস্যময় শয়তানের সঙ্গে দুই কুমারীর শূন্য গর্ভ লড়াই চললো এক বৎসর, দু' বৎসর এবং···।

অবসন্ন বেনফোর্ড বন্দুকটাকে তো পায়ের কাছে নামিয়েই রাখে বেশিরভাগ সময়, কেবল কানপেতে যেন শুনতে থাকে ঝিমঝিমে কোরাস। তৃষিত জমি আহত মুরগীর টপ্ টপ্ রক্ত চুষে খায়। পরাভূত বেনফোর্ড বলে : এই ক্রমান্বয় ক্ষতি আমাদের ভাগ্য, স্বীকার ক'রে নিতেই হবে!

একদা গ্রীষ্মে হরেক বিড়ম্বনায় তিতিবিরক্ত দুই কন্যা ঐ ময়দানের প্রান্তে মরচে-ধরা লাইনে একটি পরিত্যক্ত রেলকেবিনে উঠে এলো। এটাই আমাদের বাসস্থান হোক, লোহার কাঠামোটার দিকে সমীহের দৃষ্টিতে তাকায় তারা। যথেষ্ট নিরাপদ, সহজে কেউ হেনস্থা করতে আসবে না। এখান থেকে তারা দু'জনে পালা করে করে খামার-বাড়িতে যায়, পাহারা দেয়, তদারকি করে।

মিঠে সবুজ ছায়ার নিচে বেনফোর্ড এবং মার্চ স্বভাবতই নিবিড় বন্ধুত্বে মাখামাখি। কারণ, তারা তুই ভিন্ন ছাঁচের চরিত্র। পত্র-পল্লবে বেনফোর্ড কমনীয় এবং ভীত, বুকের মধ্যে বহু প্রগলভ্ মন্তব্যকে চেপে রেখেছে যেন। অপর পক্ষে মার্চ বলিষ্ঠ, চৌকস ভঙ্গিতে সাহসী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্না। তবু ঐ দীর্ঘ—দীর্ঘ অন্ধ ছায়ায় অস্বাভাবিক নীরবতা তথা বিচ্ছিন্নতাবোধ তাদের মনে বিরক্তি ও সন্দেহ জাগায়। বছরের পর বছর তারা কেবল তু'জন—কোন অতিথির অনাস্বাদিত স্বাদ নেই। ফলে, যতই বন্ধুত্ব থাক, নীরবে কখনো কখনো বেনফোর্ড এবং মার্চ একে অপরকে সহ্য করতে পারে না।

কাজের সর্বোচ্চ পরিমাণ মার্চকেই বহন করতে হয়, নিদেনপক্ষে পাঁচ ভাগের চারভাগ। যদিও শ্রমের সাহচর্যই তার পছন্দ, এবং বান্ধবীর শ্রম-তুর্বলতাকে সে অসহ্য মনে করে না, তবু সময় সময় তার হাঁপ ধরে যায়, তীব্র দৃষ্টি নিয়ে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে বেনফোর্ডের দিকে।

সেই দৃষ্টির তীক্ষ্নতা বনফোর্ডকে বিদ্ধ করে, সে কুঁকড়ে অন্যদিকে মুখ ঘোরায়। মার্চের কথাগুলি কর্কশভাবে তার কানে বাজে। মার্চের শরীর থেকে এক ধরণের নেশারু গন্ধও সে টের পায়।

মোদ্দা কথা, অনেক সময়ই তারা নিজেদের পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায় না। অদৃশ্য সম্বলের দিকে কতকাল আর মেয়েরা মূক চেয়ে থাকতে পারে? ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে সমস্ত সংলাপই শেষ হয়ে গেছে, নিছক প্রতিক্রিয়াহীন মৃত সময়।···চারদিকে বন-বাদাড়ের মজলিস, কোথাও কোথাও ফাঁকা ময়দান, তাবৎ খানা-খন্দ, পরিত্যক্ত রেলপথ রূপকথার ঘুমন্ত সরীসৃপ, বহু দূরে 'হোয়াইট হাউস' পাহাড়-শ্রেণী, বাতাসের কোন্দল এবং চটুল নৃত্য—এই যে পরিবেশ, সেখানে মানুষ সাময়িক বিরতিতে প্রাণশক্তি পায়; কিন্তু বছরের পর বছর

একই ছন্দে এখানে দিনাতিপাত করা অত্যন্ত কঠিন, যে কাঠিন্যের করাঙ্গুলিস্পর্শে মার্চ ও বেনফোর্ডের হাহাশ্বাস ধ্বনিত হয়ঃ আমরা দুই ভবিষ্যৎহীন নিরানন্দ যুবতী, সকলের কাছ থেকে বৃন্তচ্যুত।

শেয়াল তাদের যাচ্ছেতাই ভাবে উত্যক্ত করেছে, উদ্বেলিত করেছে। শেয়ালের পাল, তাদের উজির-নাজীর-কোটালরা, কখন যে কোন ছকে আক্রমণ শানাবে, বুঝতে পারা যায় না।

কোনভাবেই দুই যুবতী ওদের মোকাবেলা করতে পারেনি, যদিও প্রস্তুতির কোন খামতি ছিল না। শিকার ধরতে এসে শেয়াল তো কোন রকম গম্ভীর গুঞ্জরণ তোলে না।

বেনফোর্ড এবং মার্চের বিলকুল নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ। এমন কি, সকালে সূর্যের আলোয় মুরগীগুলো যখন খামার থেকে বেরিয়ে এসে কুৎ কুৎ ঘুরে বেড়ায়, মার্চ অথবা, বেনফোর্ড বন্দুক হাতে তাদের পাহারা দেয়। তারপর দিনের আলো মরে গিয়ে স্নিগ্ধ অন্ধকার যখন নামে, মুরগীদের খামারে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের সতর্কতা আরো বৃদ্ধি পায়।

তবু বিপত্তি ঘটে। মাঝে মাঝেই।

শেয়ালের ধূর্তমি দেখে বিস্ময় না মেনে উপায় নেই। ঘন ঘাসের মধ্য দিয়ে পারিপার্শ্বিক নীরবতার সঙ্গে অনির্বচনীয় সামঞ্জস্য বজায় রেখে সে বুঝি গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। অবিকল সাপের মতন।

হরেক জায়গায় মেয়ে দুটোকে তারা ধোঁকা দেয়।...

কখনো ক্বচিৎ ঘন ঘাসের আড়ালে শয়তানটাকে আবিষ্কার করে ফেলেছে মার্চ—হয়তো একটি খাড়া ধূসর কান কিংবা একজোড়া আগুন-দৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠেছে হাতের বন্দুক। বৃথা। শয়তান বুঝি অমর।

সেদিন সন্ধ্যায় মার্চ দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে অস্তমিত সূর্য। সামনেটা কালিবর্ণ। বন্দুকটা হাতেই ধরা আছে, টুপির নীচে চুলগুলি টানটান। বহুক্ষণ তার কোন সাড়া নেই, এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো মেজাজ বিগড়েছে—মেজাজ বিগড়ালে মার্চ, আরো গম্ভীর, আরো অনুত্তেজ। অথবা, কোন গভীর শূন্যতাবোধ তাকে নামাচ্ছে হতাশার রুদ্ধ আক্রোশে। ওর চোখের দৃষ্টি এখনো তীক্ষ্ণ ও সতর্ক; কিন্তু তার মনে অবচেতনার প্রভাব এখন এত বেশী যে তার দৃষ্টিতে প্রকৃতই কোন শেয়ালের গমনভঙ্গি ফুটে উঠলেও সে হয়তো সক্রিয় হয়ে উঠবে না। কিন্তু অন্য সময় মার্চের সতর্কতা অতুলনীয়, চোখের কোলে সূক্ষ্ম স্নায়ু তির তির কাঁপে, অমনিতেই বিলকুল টের পেয়ে যায়।

আশঙ্কা, এমন নির্বান্ধব নিস্তরঙ্গ দিনগুলি তার মনকে একদিন বিকল করে দেবে। সেদিন সে কোন আওয়াজ তুলতে পারবে না, অপরের কার্যকলাপ শুড়শুড়ি দেবে না তার মনে। অনেক সময় সেই আশঙ্কাভরা সম্ভাবনাটা সে দেখতে পায়। তার চারপাশে নিত্য-প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র ছড়ান থাকলেও সে বিচলিতবোধ করছে না। মুখ সামান্য হাঁ হ'য়ে আছে, জীবন ও শ্রমের বাঁধন সেই মুহূর্তে তার ভেতর বৈরাগ্য এনেছে; ঠিক অজ্ঞান নয়, উদাসী; বেনফোর্ড লক্ষ্য করলে বান্ধবীর জন্য উদ্বিগ্ন হতো ঠিকই—আচ্ছা, ফ্যাসাদ!

সূর্য ডুবছে, ডুবন্ত সূর্যের প্রভাব চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত; বনের প্রসারতা ক্রমশঃ সীমায়িত, আরো ছায়া, দীর্ঘতর ছায়া; তবু তো আগষ্টের শেষ, তাই অন্ধকার এখনো সবটুকু আলোকে চেটেপুটে খেয়ে নিতে পারেনি। তীক্ষ্ণমুখ শাখা-প্রশাখা সমেত উলঙ্গ পাইনগাছগুলি অপ্রসন্ন, ফুঁসছে। লম্বা লম্বা বুনো ঘাসের পাঁজা থৈ থৈ, যেখানে এই পড়ন্তি বেলার আলোর রেখাগুলি অদ্ভুত জীবন্ত। মোরগ-

মুরগীরা ঘুর ঘুর করতে করতে খোঁয়াড়ে ঢুকছে, কিন্তু পাতিহাঁসেরা এখনো পাইনের ছায়া-বুক পুকুরের তির তির জলে তর তর।

কপালে ত্রিবলী তুলে মার্চ এদের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছে সবই।

কিন্তু দেখেও দেখছে না।

শুনতে পাচ্ছে বেনফোর্ডের স্বর—সুরেলা গলায় কথা কইছে মুরগীদের সঙ্গে তাদের স্থান সঙ্কুলান নিয়ে।

কিন্তু শুনেও মাচ কিছুই শুনছে না।

কি ভাবছে সে? ঈশ্বর জানেন। তার বিগড়ে-যাওয়া চেতনা, হয়তো তার ঢের দুঃখময় অতীত পিছলে পিছলে এগিয়ে যায়, পিছিয়ে আসে।

সে তার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করলো বুনো ঘাসগুলির ওপর, যেখানে মরা আলোর শেষ চাকচিক্য এবং তখনই দেখতে পেল—শেয়াল! শেয়াল!

শেয়ালটা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

জন্তুটার থুতনি ঝুলে পড়েছে, কিন্তু চোখ দুটো উপরের দিকে তুলে সরাসরি চেয়ে আছে মার্চের চোখের দিকে।

দু'জোড়া দৃষ্টি একই বিন্দুতে মিলিত হলো।

শেয়াল এই মার্চকে চেনে। মার্চ নীরব, একেবার কাঠপুতুলি—সে জানে, ঐ শেয়ালটার কাছে সে অপরিচিত নয়।

তাই শয়তান অমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে জরীপ করছে তাকে, তার আত্মাঅব্দি স্তব্ধ হয়ে যায়।

শয়তান শেয়াল তাকে চেনে, মার্চকে দেখে ভয় পেল না।

মার্চ নিজের সঙ্গে খুব লড়াই চালাচ্ছে আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠবার জন্য; লঘু-গুরু বোধ তথা সম্বিৎ যখন প্রায় ফিরে এসেছে, যখন সে ঈষৎ তৎপরতায় সক্রিয় হ'য়ে উঠবার লগ্নে, তখনই সে দেখতে

পেল—শেয়ালটা ফিরে যাচ্ছে। একটা চিহ্নিত প্রতিচ্ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে যেন।

তবে ওর মনে প্রাণ-সংশয় নেই, অথবা, আছে উপেক্ষা, যে কারণে চারপেয়ে জন্তুটার গজেন্দ্রগমন, ঢেউ-এর মতন থেকে থেকে ভেসে উঠছে ও তলিয়ে যাচ্ছে তার শাদা-ধূসর লোমশ শরীরটা—কী অদ্ভুত সাহস ও নির্লজ্জতা ওর ঐ মন্থর প্রত্যাবর্তন ভঙ্গিমায়। বনজ তত্ত্বাবধানে সে কেবল শঠ নয়, অহঙ্কারী ও। ঘাসগুলি তার শরীরে জালিকাটা এমব্রয়ডারি, চারদিক নিঝুম, পাখ-পাখালির সোরগোলও নেই। যেতে যেতে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো মার্চকে, যেন মুচকি হেসে মসৃণ গতিতে ভেসে যেতে থাকে—ঠিক বুঝি একটি হাল্কা পালক বাতাসের ঝাপটায় উড়তে উড়তে হারিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিসীমার বাইরে।···আবার এক পলক মার্চ তার শরীরের রাশভারি সাদা রং পাছাটা দেখতে পেল।

সে মিলিয়ে গেল, ঠিক এক ঝলক নরম বাতাস।

মার্চ তার স্বেচ্ছাবন্দীত্ব কাটিয়ে উঠবার প্রাথমিক চেষ্টায় বন্দুকটা ঘাড়ের ওপর তুলে নিল। নির্বিকার ঔদাসীন্যে এতক্ষণ যে মুখ ছিল ঈষৎ হাঁ, এখন তা সচেতনার তাগিদে ঠোঁটে ঠোঁট বন্ধ। সে বিলক্ষণ জানে, এতটা সময় কার্যত নিদ্রামগ্ন থাকায় একটা সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেল—ঐ শেয়ালটাকে আর আদৌ বন্দুকের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে কিনা, সন্দেহ।

তবু মার্চ আড়ামোড়া ভেঙ্গে হারিয়ে-যাওয়া শেয়ালটার পিছু পিছু রওনা দেয়। এখনো স্নায়ুতে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিস্তরঙ্গ ধ্যানের প্রভাব অনুভূত।

যে পথ ধরে একটু আগে শেয়ালটা হেঁটে গেছে, যে ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে বিদ্রূপ ও জব্দ করে গেছে মার্চকে, মার্চ সেই পথ ও স্মৃতি ধরেই মন্থর ছন্দে, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞাসহ, এগিয়ে যেতে থাকে।

যতই সে অগ্রসর হয়, ঠিক অসহিষ্ণু না হয়ে ও পড়লেও, ততই তার আদত কাঠিন্য ফুটে উঠতে থাকে, ততই সে শপথ নেয় জন্তুটাকে কব্জা করবার।

এই ঘাসে, ঐ বনের অন্তঃস্থলে শয়তানের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। চোখের সামনে যেন এখনো ভাসছে সেই লীলায়িত ভঙ্গিমা, যার হাতছানিতে সে হাঁটতে হাঁটতে তৃণভূমি অতিক্রম করে বনভূমিতে এবং এইভাবে হাঁটতে থাকলে অর্থাৎ চোখের সামনে এমন বিজাতীয় হাতছানি থাকলে এক সময় সে এই বনজ পরিসীমার একেবারে প্রান্তসীমায় গিয়ে পৌছবে।

কিন্তু নিজেও জানে না, এখন যদি হঠাৎ—একেবারেই বেমক্কা।— হারামী শেয়ালটা বন ভেদ ক'রে চোখের সামনে জেগে ওঠে, সেই অবস্থায় কি হবে তার করণীয়? এমন তো হতে পারে, খুবই বাস্তব, মনকে চমকে দেবে, চোখকে পীড়িত করবে।

তা হোক, তাৎক্ষণিক মুহূর্তে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

এখন উদ্দেশ্য একটাই, জন্তুটাকে পাতি পাতি ক'রে খুঁজে বেড়ানো। বেশীদূর যাবে না হারামজাদা। নিশ্চয় কাছে-পিঠে কোথাও লম্বাটে পাগুলি গুটিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে।

নিবিড় তন্ময়তায় মার্চ শেয়ালকে খুঁজছে, বনের ছায়া নেমেছে তার সর্বাঙ্গে, জঙ্গল ও পাইন-লাইমের মধ্যবর্তী ফালি ফালি জমি, অতিকায় গুঁড়িগুলোতে শীত ও বর্ষার ফসল শেওলা, কালো কালো রিক্ত ডালপালাগুলো মৃত দৃষ্টি মেলে অনেক উঁচুর আকাশ দেখছে, সম্ভবতঃ এখানে কোন পাখির বাসা নেই, ঠিক ঠিক হাঁটা পথ এখানে কোনদিনই ছিল না, মাটির রং লোহার মতন কালো; মার্চের কালো চোখ দুটো যথার্থ সন্ধানী নয়, কেবল প্রসারিত, চিবুক অব্দি সমস্ত মুখমণ্ডল রক্তাভ। আশ্চর্য শূন্যমন নিয়ে সে ইতি উতি সঞ্চরণশীল।...

অবশেষে তার খেয়াল হলো, বেনফোর্ড ডাকছে। ডাক শুনে মার্চের মুখের ডৌল বদলে গেল। বেনফোর্ডের স্বর এসে রিন্ রিন্ বাজছে তার কানের কাছে। মার্চ কান পাতলো, ঘুরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে এক ধরণের প্রত্যুত্তরও দিলো, আয়ত-সুন্দর কালো চোখে চকিত চাঞ্চল্য, ফিরে চললো ঘরের দিকে।

রাঙা সূর্য তখনো ডুবু ডুবু। ক্ষুদ্রাকার কিছু সংখ্যক শাদা পাখি সূর্যের ঠিক নীচেই উড়ছে। মোরগ-মুরগীরা রাত্রি আসন্ন জেনে ফিরে চলেছে ছাউনীর তলায়। মার্চ কাঠের থাম একটা চেপে ধরে টার্কিপাখিগুলির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে।

কালো পাখি, শাদা পাখি, প্রগাঢ় রক্তচ্ছটা পাখি—হরেক রং-এর বিচিত্র মেলা এই খামারে। মার্চ ওদের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে, অথচ দেখছে না কিছুই। কিন্তু তার স্বয়ংক্রিয় স্বভাব-ভাবনা হুঁশিয়ার ক'রে দেয়ঃ এখন সময় খারাপ, শয়তানের কারসাজি শুরু হতে পারে। সুতরাং মুরগীর ঘরের কপাট এখনই বন্ধ করো!

অতঃপর মার্চ বাড়ির মধ্যে খাবার টেবিলের সামনে নিজের উত্তুঙ্গ বক্ষচূড় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নৈশ আহার প্রস্তুত, স্বাদু ঘ্রাণ ও রং মনোহর। নিস্পৃহ হাতে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে সে।

খাবার টেবিলের অপর প্রান্তে বেনফোর্ড এবং এখনই তো সেই সময়, যখন তুই বান্ধবীর উচিত, নিজেদের মধ্যেকার বিরূপ বাষ্পটাকে উড়িয়ে দেওয়া। হয়তো সেই উত্তাপ দূর করবার জন্যই বেনফোর্ড সমানে কথা বলে যাচ্ছে। প্রায় গালগল্পের সামিল, কোন প্রকার শ্লেষ আর ব্যঙ্গ নেই।

মার্চ এমন ভঙ্গি করে যেন সে বেনফোর্ডের উপক্রমণিকা খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনছে, দূরে বসে তু'চার বার 'হুঁ' 'হাঁ' ও করলো, পুরুষালি ঢঙে।

কিন্তু সর্বক্ষণ মার্চের ভূমিকা এক পাথরপ্রতিমার—প্রাণ নেই, চাঞ্চল্য নেই। স্বার্থপর বা, পরার্থপর—কিছুই বলা যাচ্ছে না তাকে। খাওয়া শেষ হতেই সে টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালো এবং কোন রকম ব্যাখ্যা না করেই নিঃশব্দে আবার বাইরে বেরিয়ে আসে।

পিছনে বেনফোর্ড ত্ব'বার কাঁধ ঝাঁকায়। তার মুখের দীপ্তিটুকু শুষে নেয়। পারিপার্শ্বিক নিথরতা। চামচ দিয়ে টেবিলটাকে কিছুক্ষণ ঠুন ঠুন বাজালো। রাত ক্রমশই বয়স্কা ও ঈর্ষাকুটিল।

আবার বন্দুকটা কাঁধে, দ্বিতীয় দফায় শৃগাল-সন্ধানে কুমারী মার্চ। বেনফোর্ড কতখানি সৌহৃদ্যের সঙ্গে তাকে প্রত্যাশা করছিল, সেটা আর ভাবনার মধ্যে নেই। শয়তানের হাতছানিই এখন একমাত্র বিবেচ্য।···শেয়ালটা তখন অপলকে অকুতোভয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল—কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—মার্চের মগজের ভেতরটা উঁকি মেরে দেখে গেল।

মার্চ এখন যথার্থ উৎকর্ণ নয়, সে এখন ঠিক আর শেয়ালটাকে নিয়ে ভাবছে বলা চলে না। বরং, বলা যায়, শেয়ালটা তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে নিয়েছে। কালো, ধূর্ত, উজ্জ্বল চকচকে একজোড়া চোখ, তাকে দেখছিল, গ্রাস করছিল। মার্চ অনুভব করতে পারছিল, শেয়ালটা তার বুকের উপর চেপে বসেছে, মুহূর্তকালের জন্যও সে ওটার হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না। মার্চ জানে, কিভাবে চিবুক নীচু করে শয়তানটা সব দেখতে পায়; দেখতে পায় এবং এক ফুঁয়ে প্রতিপক্ষের যাবতীয় তৎপরতাকে নস্যাৎ করে দেয়। ওর নাকে মুখে কালো তারল্য, তারপর স্বর্ণাভ খয়েরী, তারপর ধূসরাভ শাদা।—শেয়াল একটা বর্ণ-বিচিত্র তুর্লভ জীব বটে!···

ভাবতে ভাবতে···ছবিটাকে খুঁৎখুঁতি মনের পর্দায় নাচাতে নাচাতে ··হঠাৎ, পুনরায়, মার্চ তাকে এক পলক দেখতে পেল।

আবার সে। হুঁ, সে-ই!

ঠিক অবিকল সেই ভঙ্গীমায়, ঘাড় বাঁকিয়ে তাকে দেখছে, মৃদু আমন্ত্রণী ঈশারা, কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ এবং ধূর্তুমি।

সুতরাং, মার্চ এগিয়ে যাচ্ছে, তার বড় বড় দুই চোখ স্থির, ঘূর্ণনহীন, বন্দুকটা হাতের কব্জায়, বনরেখা ধরে গুটি গুটি⋯।

ইতিমধ্যে রাত্রি বয়স্কা, কুটিল এবং একটি অতিকায় চাঁদ পাইন-গাছগুলির মাথার উপর।

এবং তখনই, আবার, আবার, বেনফোর্ড তাকে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে, সম্বোধনের একেবারে উচ্চস্তরে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বিরতি তথা প্রত্যাবর্তন।

মার্চ তো কেবল কাজের মেয়ে নয়, তার আক্কেলবোধও খুব। নীরবে বেনফোর্ডের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে টুকিটাকি কাজ সাঙ্গ হলো। টিমটিমে ল্যাম্পটার আলো তির্যকভাবে তার মুখের ভগ্নাংশে। ঐ আলোর সামনে বসেই সে বন্দুকটাকে পরীক্ষা করতে থাকে; তার আঙ্গুলগুলি লোহার নলটার ওপর ধীরে ও কঠিনভাবে ওঠা-নামা করে, যাকে চট করে মনের বিদ্বেষ বলে চেনা যায়।

তারপর আবার সে থমথমে অর্থাৎ, আবার শেয়ালটা তাকে অধিকার করে নিচ্ছে। এখন রাতটা প্রকাণ্ড, ভিন্নার্থবোধক এবং এখন একটা শেয়াল একজন মানুষের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান ও দাপট সম্পন্ন। মার্চ তৃতীয়বার বন্দুক হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো শেয়ালের সন্ধানে।

মাথার উপর রূপোর থালা চাঁদ, মেঘ কেবল রূপালী নয়, কোথাও কোথাও রক্তের ছিট লেগে আছে, অনেকগুলি সমান্তরাল-রেখা বনের মাথা অব্দি, চরাচরের চেহারাই অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে, কালো কালো আখাম্বা দানব হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসেছে পাইন-গাছের মাথায় মাথায়, সবটা মিলিয়ে নির্জনতা কেবল

জমাট নয়, ভয়াল।···বুকে দ্রিমি দ্রিমি বাজে—শেয়াল, শেয়াল, শেয়াল···।

মার্চের তখন একমাত্র বাসনা, বন্দুক হাতে সেই শেয়ালটার সন্ধানে আমি সময়ের সমস্ত অনুশাসন অগ্রাহ্য করবো, একপ্রান্ত হতে অপরপ্রান্ত অব্দি হেঁটে চলি, হেঁটে চলি···।

মাত্র দিন কয়েক আগের ঘটনা।

তারপর থেকে মার্চ অবাক হ'য়ে এ নিয়ে অনেক ভেবেছে। আমার মনে ঐ রকম একটা আচ্ছন্নতা নেমে এসেছিল কেন? গুলি করা দূরের কথা, শয়তান শেয়ালটা যেন আমার কাছে পরম কাঙ্খিত জীবে পরিণত হয়েছিল! অথবা, আমার চিন্তাটা ছিল বিষয়াতীত, যার কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা এখনো খুঁজে পাইনি।

ঝোঁকের বশে বেনফোর্ডকে ডেকে সমস্তটা জানালো মার্চ।

"জানিস তো, শনিবারের সেই রাত্রিতে শেয়ালটা একেবার আমার পায়ের উপর এসে পড়েছিল।"

"জায়গাটা কোথায়?"---চশমা ভেদ ক'রে জেগে ওঠে বেনফোর্ডের দুই চোখ।

"যখন আমি ঐ পুকুরপাড়টায় দাঁড়িয়েছিলাম।"

"গুলি ছুঁড়েছিলি?"---বেনফোর্ড প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

"না, ছুঁড়িনি।"

"কেন গুলি করলি না?"

"কেন যে বন্দুকটাকে তখন ব্যবহার করলুম না, আমি নিজেও তা জানি না। নিজের সেই আচরণের কোন ব্যাখ্যা আমার জানা নেই।"

—ধীর, বিষণ্ণ, নিস্পৃহ গলায় মার্চ বললো। এভাবে উত্তর এড়িয়ে যাবার একটা ঝোঁক তার বরাবরের, বেনফোর্ডের মনে হলো। বিরক্তিমাখানো দৃষ্টি নিয়ে মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে বেনফোর্ড।

তারপর আবার।—

বেনফোর্ড বেশ খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে চাপা স্বরে বললো, "তুই ওটাকে ঠিক দেখেছিলি তো?"

মার্চ জোরের সঙ্গে জবাব দিলো, "বিলক্ষণ। সেই প্রতিকূল অবস্থাতেও স্থির, হিম দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল।"

বেনফোর্ড শিউরে ওঠে, তার ভয়ার্তস্বর ধ্বনিত হয়, "ওরা শিকারা, লোভ খুব, জিঘাংসাও খুব। তার উপর তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, ওরা আমাদের আর ভয়ও করে না।"

মার্চ মাথা নাড়ায়, "ও, না।"

বেনফোর্ড রীতিমতন হতাশ, "এটা তোর বিরাট দুর্বলতা। কেন যে জন্তুটাকে তখন তুই গুলি করতে পারলি না।"

মার্চ চমকে উঠে বললো, "না, আমার দুবলতা নয়, যেহেতু ঐ জন্তুটাকে হননের ইচ্ছা আমার সর্বদাই প্রবল। একবার পারিনি বলে কি বার বার ওকে পার পেতে দেবো? সেদিন থেকেই আমি ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি; অবিশ্যি মনে হয় না, সহসা সে আবার আমার মুখোমুখি হবে।"

"আমারও তাই ধারণা"—নিজেদের দগ্ধভাগ্যের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বেনফোর্ড।

এবং বেনফোর্ড ঘটনাটাকে ভুলে যেতে চাইলো, যদিও মার্চের ব্যর্থতা তাকে অধিকতর সচেতন ক'রে তুললো এবং তারও সন্ধানী দৃষ্টি চারিদিকে ঘুরতে থাকে—কাছে-পিঠে কোথাও শয়তানটা ঘাপটি মেরে বসে নেই তো!

তখন মার্চও ভাবছে, শেয়ালটাকে নিয়ে সে আর অমন অস্বাভাবিক চেতনায় বুঁদ হ'য়ে থাকবে না।

কিন্তু সারাদিনের একঘেয়ে কর্মতৎপরতার পর নিঝুমতা যখন

নামে, যখন নিজেরই মুখোমুখি হয় মার্চ, যখন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয়তার উমেদারী তাকে করতে হয় না, সে ক্রমশঃ অতলান্তে তলিয়ে যেতে থাকে—যে অবচেতনার সংস্পর্শ ও গভীরতা থেকে ক্রমে ক্রমে জেগে ওঠে সেই চারপেয়ে জানোয়ারটা। শেয়াল!

এরকম চললো সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, যদিও বেনফোর্ডের সঙ্গে তার ধারাবাহিক সৌখ্য বজায় রয়েছে, যদিও কোন প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন থেকে এ যাবৎ সে নিরস্ত হয়নি।

আপেল পাড়তে গাছে উঠে মুহূর্তকাল নিশ্চল, সেই আভ্যন্তরীণ বিসদৃশ ভাবনাটা জীবন্ত হয়ে উঠছে। পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে হাঁসগুলির দিকে চেয়ে থাকবার সময় সেই চিত্রের আবির্ভাব। হাস্যকর শুচিবায়ুতা, অথচ যেন বক্তের ডাক। সারবান বস্তু নেই ওতে, অথচ মনটা ক্রমশই বুঝি এক বন্ধকী সম্পত্তি। এমন কি, যখন সে ঋজু হয়ে যুবকসুলভ দৃঢ়তায় হাঁটতে থাকে, তখনও কিভাবে যেন তার মন ফিরে যায় সেই শেয়ালটার কাছে।

এইসব সময়ে তার নাকে অনিবার্যভাবে শেয়ালটার গন্ধ এসে লাগে। পরিষ্কার বুনো গন্ধ, কোথাও লুকিয়ে থেকে নিশ্চয় ওটা রঙ্গ দেখছে! অদ্ভুত অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে এভাবেই মার্চের ইন্দ্রিয়গুলি তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে থাকে না। হয়তো রাত্রে স্খলিত বসনে বিছানায় ঘুমোতে যাচ্ছে অথবা, শিষ্টাচারের ভঙ্গি বজায় রেখে টি-পটে গরম জল ঢালতে শুরু করেছে চা বানাবার উদ্দেশ্যে—তমাম পারিপার্শ্যকে এক দমকে নস্যাৎ করে দিয়ে খয়েরী লেজ শূন্যে তুলে, হরেক অনাসৃষ্টির নায়ক, দুর্যোগের প্রতিভূ, বুনো শেয়ালটা ছিঁড়ে উড়ে সব নিশ্চিহ্ন ছিম ক'রে দেবার বাসনায় মার্চের মগজের ভেতর ঢুকে গেল।

এভাবেই তো কেটে গেল কয়েকটা মাস!

মার্চ তার শেয়াল-ভাবনা থেকে রেহাই পেল না। দুঃসহ নির্বাক তাড়নায় এখনো সে ঐ জন্তুটার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। ভ্রূকুঞ্চিত নয়, টানটান স্বপ্নালু চোখ। নিঃশব্দে হাঁটে, জুতোর শব্দ ওঠে কদাচিৎ।

বনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে চারদিকে তারই খোঁজ করে। স্মৃতি তার চোখে লেগে আছে। অবশ্য সবটাই নাছোড়বান্দা অবচেতন মনের খেলা। নচেৎ মার্চের এমন ধরণ-ধারণ বেনফোর্ড-এর আগে কোনদিন দেখিনি। মার্চের সাম্প্রতিক উপলব্ধির মধ্যে এটাই সর্বাধিক গরজ। স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে। বিরাম নেই। বাইরের আপাতদৃশ্যে সে দায়িত্ব সচেতন, কিন্তু মনের গহনে ফল্গুর মত লুকিয়ে আছে সেই ছায়া। আবার যথার্থভাবে মার্চ যে নিজের সত্বাকে অনুভব করতে পারছে, তা নয়। সে নিজেও জানে না, সে কি অনুভব করছে বা, কি ভাবছে! অর্থাৎ নিজস্ব মনোবৃত্তিতে ঘূণ ধরেছে। প্রতিমুহূর্তের প্রত্যাশা, শেয়াল তার জোড়া চোখ মেলে তাকে আর একবার দেখুক।

মাসগুলি পেরিয়ে গেল, এলো আরো সমীহ-জাগানো কালগোলা সন্ধ্যা, নিকষ নভেম্বর, যখন ভয়ার্ত মানুষ অপরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য কামনা করে উত্তাপ সংগ্রহের জন্য।

তখন মার্চ হাইবুট পরে চলাফেরা করে, প্রকৃতির রূঢ়তায় উজ্জ্বলতা বলতে কিছু নেই, জীবন্ত জগতের শেষ স্পন্দনগুলো কেবল পাতা থেকে টুপটাপ জল ঝরার শব্দে, অতল শূন্যতার হাহাকার বাণী নিয়ে আসে হিমেল বাতাস, মার্চ প্যাচ প্যাচ শব্দে হাঁটছে, প্রতিটি পদক্ষেপে তার বুটজোড়া জলে-কাদায় মাখামাখি। বিকেল চারটে বাজতেই ধপ করে অন্ধকার নামে, আর দিনের বেলাতেও সূর্যটা নেহাৎই রুগ্ন।

দুটি যুবতীরই এখন বড় আতঙ্ক!

বনের কাছে ফার্ম, বনে আছে শেয়াল এবং ফার্মে আছে মুরগী—নভেম্বরের ছায়া ছায়া আলো এবং নিকষ অন্ধকারে তারা কখনোই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।

বেনফোর্ডের আশঙ্কা শারীরিক। তার ধারণা, হয়তো দৃষ্টির অগোচরে কোন অসচ্চরিত্র লোক তাদের যৌবনকে অর্থপূর্ণভঙ্গিতে লেহন করছে। আবার মুরগী-চুরির বাসনায় হয়তো কোন বদ আঁধারে আঁধারে এই দিকে এগিয়ে আসছে! উভয়ক্ষেত্রেই বেনফোর্ড ভীষণ অসহায়, অন্ততঃ বন্দুক তুলে নেবার পক্ষে অনুপযোগী। অপরপক্ষে মার্চের ভয়ের ভাবালুতার চেয়ে প্রায় ব্যাখ্যাহীন অস্বস্তি অনেক বেশী তীব্র। হাতের কাছে পেলে সে একটা লম্পটকে উচিত শিক্ষা দিতে পারে। আবার কেউ মুরগীর দিকে থাবা বাড়াতে গেলে তার বন্দুক নিষ্ক্রিয় থাকবে না। কিন্তু নিজের মনের বিহ্বলতা ও অকুলতাকে যে সে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারছে না। তাই, বেনফোর্ড যেখানে সতর্ক, মার্চ সেখানে বিমষ।

সাধারণতঃ বসবার ঘরে তাদের চায়ের আসর পাতা হয়। শুকনো কাঠ-কুটোয় আগুন ধরায় মার্চ। গোলাকার পারিপার্শ্বিকতা রক্তাভ হয়। সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ সন্ধ্যা ও রাত্রি—অন্ধকার, সম্পূর্ণ শক্ত, কালিবর্ণ, বিষণ্ণ, বিচ্ছিন্ন, অত্যাচারী এবং ঈষৎ ভয়ার্ত।

মার্চের কথা বলতে ভালো লাগে না। কিন্তু বেনফোর্ডের পক্ষে চুপ ক'রে থাকা কষ্টকর। অহরহ পাইনের সিন্ সিন্, ফোঁটা ফোঁটা জলের টপ টপ···এইমাত্র শব্দহীন শব্দকে সম্বল ক'রে বেনফোর্ড বেঁচে থাকতে পারে না। সে কথা বলবে, মার্চ কথা বলবে, কথার পিঠে কথা সাজিয়ে এই ভয়ঙ্কর নভেম্বরটা তারা পার করে দেবে—বেনফোর্ডের বাসনা। বান্ধবী কিন্তু বোঝে না, মনের বোঝা নিয়ে অপরের অন্তরকে স্পর্শ করবার ক্ষমতা তার নেই।

দৈব নির্দিষ্ট সন্ধ্যা বেলা। দুই যুবতী রান্নাঘরে চায়ের সরঞ্জামগুলি

ধুয়ে-মুছে তুলে তুলে রাখছে। এ কাজটা শেষ হতে মার্চ তার পায়ে হাল্কা ঘরোয়া জুতোটা গলিয়ে নিলো। শীতের মরণ কামড়। বেনফোর্ড কথা খুঁজছে। মার্চ এড়িয়ে যেতে চায় বলেই উল ও কুরুশ নিয়ে বসলো সোয়েটার বুনতে, এই একটা কাজ, যা নীরবতাকে ভীষণ প্রশ্রয় দেয় এবং সুযোগ পেলেই মার্চ উলের গোলাটা নিয়ে বসে।

হতাশ বেনফোর্ড বসে আছে চুল্লীটার সামনে। লাল আগুন কখনো তরতাজা, কখনো শিথিল। শুকনো কাঠ পুড়ছে: সেই হেতু সতর্কতা প্রয়োজন। ঐ রক্তচক্ষুর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে গেলে চোখ জ্বালা করে: দৃষ্টিকে তাই ফিরিয়ে নিতে হয়। ফিরিয়ে নেওয়া মানে মার্চের পাথুরে মুখ, অন্ধকার গাছ-গাছালির ভগ্নাংশ। কানে এসে লাগছে বনের হাসি, খামার-পোষ্যদের কথকতা, ভিজে বাতাসের বিরক্তিকর হি-হি-হি, অনেক দূরের ছোট্ট পাহাড়ী ষ্টেশন কাঁপিয়ে দাপিয়ে পেরিয়ে-যাওয়া ট্রেনের ঝম্-ঝম্-ঝম্। আগুনের শিখা, আগুনের নাচ, ঘুমিয়ে-থাকা ও জেগে-ওঠা লকলকানি বেনফোর্ডের অস্থির দুর্বল স্নায়ুতন্ত্রীতে আরো চাপ সৃষ্টি করছে।

সেই সময় তারা চমকে উঠলো, দু'জনে একই সঙ্গে সন্ধানী দৃষ্টি মেললো মাথা তুলে। ভুল নয়, সুনিশ্চিতভাবেই তারা যেন কার পদশব্দ শুনতে পেয়েছে।

ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিলো বেনফোর্ড, একটা ঢেকুর চাপলো। মার্চ কিন্তু ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েছে, শব্দের উৎস খুঁজতে তার আপাঙ্গ দৃষ্টি একদিকে—চটপট এগিয়ে গেল সেই দরজাটার দিকে, যা খুলে রান্নাঘরে যাওয়া যায়।

আবার ঠিক তখনই সেই শব্দ। পায়ের শব্দ, যা তাদের নির্যাতিত করছে। পিছনের দরজা বরাবর কে যেন এগিয়ে আসছে।

দুই নারী ক্ষুরধার একাগ্রতায় উৎকর্ণ, স্তম্ভিত, ক্ষণকাল স্থানুবৎ।

পিছনের দরজাটা ধীরে ধীরে ফাঁক হতে থাকে।...

রাতের মোলায়েম নীরবতাকে খান খান ক'রে চিৎকার ক'রে উঠলো বেনফোর্ড। তার উজ্জ্বল চোখে ক্ষয়া ক্ষয়া বিবর্ণতা।

সঙ্গে সঙ্গে দরজার বাইরে থেকে আনন্দবোধ জড়ানো এক মৃদু পুরুষ কণ্ঠ—"হ্যালো।"

মার্চ পিছিয়ে এলো, ঘরের এক কোণ থেকে প্রায় লাফিয়ে পেড়ে আনলো বন্দুকটা। আবছা অন্ধকারে বন্দুকের নলটা জীবন্ত, রক্তপাতের বায়নাক্কা।

"মতলবখানা কি?"—মার্চ হুঁশিয়ারী ছোড়ে।

পুরুষকণ্ঠ মৃদুতর ঝংকার তুললো মাত্র, "কি হলো! আপনারা অমন করছেন কেন?"

তুই কপাট আরো খানিকটা খুললো।

"আমি কিন্তু গুলি চালাবো," যান্ত্রিকভাবে গর্জন ক'রে উঠলো মার্চ, "এখনো বলুন, আপনার উদ্দেশ্যটা কি?"

"কী মুশকিল!" কিছুটা কৌতুকে, খানিকটা বিব্রত বিস্ময়ে সেই কণ্ঠস্বর আওড়ে যাচ্ছে, "আপনারা এমন মরীয়া হয়ে উঠছেন কেন? ভয় নেই, গুলি খাবার মতন কুকর্ম আমি করতে আসিনি।"

স্বর আরো নিকটবর্তী হয়, এবং তুই যুবতীর বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে ফুটে ওঠে এক যুবক সৈনিকের পরিপূর্ণ অবয়ব, যেন মাকড়সার জাল ছিঁড়ে একটা সুন্দর ধূসর পতঙ্গ ঝুপ্‌ ক'রে মাটিতে এসে পড়লো। তার কাঁধে ঝুলছে ভারী জুতো, চোখের তারা নীলাভ, অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে আসবার চিহ্ন সর্বাঙ্গে।

একেবারে নিখাদ স্তব্ধতা। বনজ অর্কেস্ট্রাও থেমে গেছে। মগ্ন প্রকৃতির কুশীলব এই মুহূর্তে মাত্র এই তিনজনই।

ক্ষণিক থেমে আরো কয়েক কদম এগিয়ে আসতে আসতে আনাহূত যুবক বিস্ময় প্রকাশ করলো, "কেন? এটা কি কারুর বাসস্থান?"

"নিশ্চয়," মার্চ তার গলার কর্কশতা বজায় রেখেছে, "আমরা এখানে বাস করি। আপনি কি চান, পরিষ্কার ক'রে বলুন।"

"ওহ্," যুবকের অলৌকিক দরদী আওয়াজ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মুক্তি পায়, "এখানে উইলিয়াম গ্রেনফিল বাস করেন না?"

"না," মার্চের মরীয়া শ্লেষ, "আপনি নিজেও জানেন, ঐ নামের কোন লোক এখানে থাকে না।"

"আমি জানি? আমি!" যুবক বিব্রত, "না, না, আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। ঐ নামের প্রাজ্ঞ লোকটি এখানেই থাকতেন এবং তিনি ছিলেন আমার ঠাকুরদা। মাত্র পাঁচ বৎসর আগেও আমি তাঁর সঙ্গে থাকতুম। কি হয়েছে তাঁর?"

ছোকরা তো নিছকই ছোকরা, বেফাঁস কিছু বলা বা করা যে বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম, কুড়ি বছরও পার হয়েছে বলে মনে হয় না, সবে তার পুষ্টিবৃদ্ধি, যৌবনের গুহ্যকথা বুঝতে শিখেছে। দুটি যুবতীর মুখোমুখি আরো কয়েক কদম এগিয়ে এলো, ঘরের ভেতর-দরজাটা এখন তার নাগালের মধ্যে। বাবা আদমের তৈরি কপাট যেন, জীর্ণতার উপর নতুন আখাম্বা কাঠ লাগানোয় পোক্ত হোক না হোক ভারী হয়েছে খুব, অবিশ্যি এই নবীন আগন্তুক ওখানে তার শক্তির পরীক্ষা দেবে বলে মনে হয় না। তেমনি একটা আশ্বস্তভাব কখন যেন শীতল করতে শুরু করে দিয়েছে মার্চকে, দৃষ্টির তীব্রতা ইতিমধ্যেই নিভু নিভু, পরিবর্তে কী এক আচ্ছন্নতা অপলক—ছোকরার কোন রকম বদ ফিকির ও ধান্দাবাজী নাও থাকতে পারে, অন্ততঃ ওর গলার স্বর মোলায়েম এবং দৃষ্টি লোভাতুর নয়।

সুতরাং, মার্চের মুখে আর কোন শব্দ নেই, ভাবনার শেকড়-বাকড়গুলি তার সক্রিয়তাকে বরফবন্দী করেছে, হাতের সম্বল বন্দুকটা এখন নিম্নমুখী। এই অসময়ে নির্জনে হঠাৎ আবির্ভূত একটা তরতাজা যুবককে চোখ মেলে দেখায় যে শিরশির অনুভূতি আছে, মার্চ তা বুঝলো। সে দেখছে, কচি মুখে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক শ্রমের কিছু

চিহ্ন, অভাবিত দুর্গম দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসায় পোশাকে হরেক ছোপ ছোপ, যেন একটা সুন্দর খেঁকশেয়াল অনেক দূর থেকে ছুটতে ছুটতে······মুখ সুন্দর গোলাকার, চুল লম্বা লম্বা ঢেউ খেলানো এবং ঘামে ভেজা কপালের ওপর এক থাবা লেপ্টে আছে। চোখ নীল এবং খুব উজ্জ্বল এবং খুব ধারালো। তাকালে তক্ষুণি নজরে আসে টান টান চামড়ার চকচকে চিবুক, কুচি কুচি দাড়ি যুগপৎ নরম ও তীক্ষ্ণ।

মার্চের নিষ্পলক ভাবান্তরে যুবকের বুদ্ধিদীপ্ত চোখে আরো চাকচিকা। গড়ন-পেটন মজবুত, কাঁধে জুতো ও ওজনদার বস্তা ঝুলিয়ে সে সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, মাথাটা এগিয়ে আছে। দিনভর পথ পার হতে হতে শরীরের নোনাজলে ভিজছে। হাতের এক আঙুলে ঝুলছে আলগা টুপিটা। দৃষ্টি তার ঘুরছে, কখনো মার্চের মুখের ওপর, কখনো বা বেনফোর্ডের, বিশেষতঃ জ্বরের ঘোর-লাগা মার্চের দিকেই নজরটা তার বেশি।

আর মার্চ এখন যেন সেই রহস্যময় জীবটিকে দেখতে পেয়ে ক্যাকাসে, বিস্ফারিত দৃষ্টি নিশ্চল হয়ে আছে অচিন মুলুকে, হঠাৎ বাজ পড়েছে বুঝি তার ওপর, যদিও সেই বেল্ট-আঁটা কোট, চওড়া বক্ষ-আবরণী, চুল ঘাড়ের পিছনে শক্ত ক'রে বাঁধা। এখনো তার হাতে বন্দুক।

মার্চের পিছনে বেনফোর্ড সোফার হাতলটা চেপে ধরে যেন নিজের পতনকে রক্ষা করছে, আড়চোখে চাইতে চাইতে খুব দুর্বল, এখনো ধুকপুক ধুকপুক বুক কাঁপছে।

"আমার ধারণা ছিল, ঠাকুরদা আজো এখানে বাস করছেন। তিনি যে এখানে নেই বা, মারা গেছেন—এটা মেনে নিতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছে। তিনি থাকলে এখন এখানে আমাকে নিয়ে সাড়া পড়ে যেত!"

"আমরা এখানে গত তিন বৎসর যাবৎ বসবাস করছি,"—আর না শিউরে এই প্রথম মুখ খুললো বেনফোর্ড, আপ্রাণ চেষ্টা করছে স্বাভাবিকতায় ফিরে যেতে, যুবকের সরল শিশুসুলভ মুখাবয়ব তাকে ক্রমশ সাহসী ক'রে তুলছে।

"তিন বৎসর! এসব আমার অজানা ছিল!...আপনারা কি সত্যি জানেন না, আপনাদের আগে এই আবাস কার অধিকারে ছিল?",

বেনফোর্ডের দীঘল চোখে এবার অস্পষ্ট স্বীকৃতি, "হু, শুনেছিলাম বটে, এখানে নাকি এক বৃদ্ধ একাকী বাস করতেন।"

তৃপ্তির স্বাদ ছড়িয়ে গেল যুবক সৈনিকের প্রতিটি মুখরেখায়, "হাঁ, তিনিই—তিনিই আমার ঠাকুরদা! সেই সম্ভ্রান্ত মানুষটি এখন কোথায়?"

সৈনিকের মুখে রাজপুরুষের গাম্ভীর্য লক্ষ্য ক'রে ঝটতি জবাব দিলো বেনফোর্ড, "তিনি দেহ রেখেছেন। আমি জানি, তিনি মারা গেছেন।"

"ওহ্! তিনি তবে সত্যিই এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন!"

যুবক তাদের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নেয় না। স্বরগ্রামে তার যে হাহাশ্বাসই হাঁকরাক, অভিব্যক্তিতে কোন পরিবর্তন নেই। দৃষ্টিতে যা লক্ষনীয়, তা ঠিক বিস্ময় বা দুঃখ নয়, এক ধরণের কৌতুক—দুটি যুবতীর জটিল সমস্যা দেখে তার যেন বেশ মজা লাগছে। কৌতুকে কিন্তু অপরাধের ছায়া নেই, নির্বিকার, খানিকটা সরল জিজ্ঞাসা।

কিন্তু মার্চের অসহায়তাভরা নজরে আগন্তুক ক্রমশই আর কোন মানুষ নয়, একটি শক্তিশালী শেয়াল, প্রতিটি চাহনিতে যার মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবার ক্ষমতা, সেই গন্ধ তার রক্তে বাজছে, অপার্থিবতার আত্মজ এই জীব।

হোক না যতই তরতাজা মনোরম যুবক, সে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত

হচ্ছে সেই শেয়ালে। কোনক্রমেই মাচ তাকে শেয়াল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছে না। সম্মোহিতের মতন চেয়ে আছে তো আছেই।

সেই তুলনায় বেনফোর্ড এখন স্বাভাবিক : কেবল স্বাভাবিক নয়, যথেষ্ট সাহসী। বললে, "আপনার নিজের ঠাকুরদা এখন বেঁচে আছেন না, কবরের লোক হ'য়ে গেছেন—এ খবরটা অব্দি রাখেন না! এ বড় আজীব!"

বেনফোর্ড এমন স্বরে বলছে, যেন কোন পাড়াকুঁদলি মন মতন পরিবেশের হদিশ পেয়ে গেছে।

যুবক অবিশ্যি উদ্বেগে কেঁপে উঠলো না, ছোট্ট নিঃশ্বাসের সঙ্গে বললো, "হাঁ, ঘটনাটা অমন দুঃখজনকই বটে! তিন-চার বছর আগে যুদ্ধ বাঁধলো, দেশের কাঠামোটা ছটফট করতে থাকে…আমি তাগড়াই যুবক, যুদ্ধের সামিল না হ'য়ে পারি?…তারপর যুদ্ধই আমায় টেনে নিয়ে ফেললো সুদূর কানাডায়। সেই অনেক দূরের আলো-ছায়ায় ভিন্নপ্রথান দেশে চলে যেতে হয়েছিল আমাকে। একেবারে বিচ্ছিন্ন ও যোগসূত্রবিহীন হ'য়েছিলাম আমি—পরিজনদের কোন খবর রাখাই আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

ফোঁস করে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছুঁয়ে গেল বেনফোর্ডকে।

নরম স্বভাব, ভীরু স্বভাব বেনফোর্ড—সে ভয় পেতে জানে, ভয় না থাকলে দাপিয়ে ঝগড়া করতে জানে, আবার উজাড়-করা স্নেহে আপ্লুত হ'য়ে উঠতে পারে।

"আর এখন বুঝি সদ্য সদ্য ফ্রান্স থেকে উড়ে এলেন?"—যুবককে আর একটু খোঁচাতে চেষ্টা করলো বেনফোর্ড।

ঈষৎ উর্ধমুখ যুবকের দুই চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে, "প্রায় ঠিকই ধরেছেন কিন্তু আপনি। আমি আসছি সেলোনিকা থেকে, সত্যি তাই।"

তারপর নীরবতা। আধখোলা দরজার বাইরে নীল কুয়াশা ও

কঠিন আঁধার ওতপ্রোত। এরা ঠিক কথা খুঁজে পাচ্ছে না আর। আর কোন জিজ্ঞাসা ও প্রত্যুত্তর এই মুহূর্তে বাঞ্ছনীয়? এখন কি কণ্ঠস্বরে আদ্রতা আসবে? না, জোরালো হুমকিতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করবে?

দুই যুবতীর মনে দুই ধরণের ভাবনার খুব ঝুলোঝুলি।

একজন দেখছে, একটি যাদুকরী শেয়াল।

অপরজন দেখছে, একটি পরিশ্রান্ত সুদর্শন যুবক।

"যাই হোক, এবার নিশ্চয় আপনাকে অন্যত্র আশ্রয়ের সন্ধান করতে হবে। কোথায় যাবেন বলে ঠিক করেছেন?"

—বেনফোর্ডের কথায় এখন আর উড়াল বিদ্রূপ নেই: পরিবর্তে স্বাভাবিক সহানুভূতি আছে, যা বুঝি যুবককেও কৌতুকের পরিবর্তে অন্তরঙ্গতায় অভ্যস্ত রাখে এবং ম্লান হেসে সে বেনফোর্ডকে বলে, "প্রায় ভূগোলার্ধের বাইরে থেকে ফিরে এলাম, বলতে পারেন। অবশ্য এই গ্রামের কিছু লোক আমাকে চেনে। দেখি, তাদের কাছে—"

যুবক তার কথা অসমাপ্ত রেখে ঘরের দেয়াল দেখতে থাকে। দেয়ালে নোনার দাগ। বেনফোর্ড বা, মার্চ—দু'জনের একজনও পিরিতের রঙ্গিলা হ'য়ে উঠতে জানে না, পুরুষ সম্পর্কে তাদের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তবে কিনা, এখন সামনে একটি পরিপূর্ণ উঠতি যুবক, শ্বাসরোধী পরিবেশটাও ফিকে ফিকে এবং ভয়ও হিমানীকাতর বেনফোর্ড নিজেকে যথেষ্ট স্বাভাবিক ও সুস্থ বলে মনে করছে।

বেনফোর্ড আরো সংযত ও দয়ালু স্বরে বললো, "মনে হচ্ছে, আপনি অনেকটা দূরত্ব ট্রেনে পাড়ি দিয়ে এসেছেন। একটুখানি এখানে বিশ্রাম নিতে আপনার কি কোন আপত্তি আছে?"

"ধন্যবাদ। আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না।"

—অনুচ্চ হাসলো যুবক। এক ঝটকায় কাঁধ থেকে বোঝা

নামালো। সোফায় দেহটাকে ছাড়তেই কণ্ঠনালীকে তির তির কাঁপিয়ে একটা বিচিত্র শব্দ উঠলো। আরামে খানিকটা হাঁ করে দম নিলো যুবক।

মার্চের দিকে চোখ ফেরাতেই বেনফোর্ড বিরক্ত না হ'য়ে পারে না। ভারী অদ্ভুত! আচ্ছন্নতার জারকরসে জারিত মার্চটা এখনো সেই পূর্ববৎ ভঙ্গীমায় অর্থাৎ বন্দুকটা তাক করে আছে আগন্তুকের দিকে, যদিও বন্দুক এবং তার ট্রিগার তার অনায়াস-আয়ত্ত হয়, বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে একটা অর্থহীন মহড়ার সামিল।

বেনফোর্ড ঝাঁঝালো গলায় বললো, "মার্চ, বন্দুকটা নামাও তো। আমাদের এখন এক কাপ ক'রে চা দরকার।"

যুবকের মুখে-চোখে মার্চের শৈশবাক্রান্ত কাণ্ড দেখে কৌতুক নাচে—এ তো ঠিক প্রতিরোধ নয়, মায়ায় অভিভূত সুন্দরী বন্দুক তুলে কাঠপুতুলী! বললো, "হুঁ, বন্দুকটা যথাস্থানে রেখে দিন; জীবনে আমরা প্রচুর রাইফেল দেখেছি।"

সোফার কোন চেপে ধরে সে একটু সামনের দিকে ঝুঁকলো। তার চুল ভেজা কপালের ওপর। অহরহ ঝঞ্ঝাট-পোয়ানো পেশীগুলি কোন অবস্থাতেই শিথিল হতে জানে না।

মার্চের সম্বিৎ ফিরে আসে, বন্দুকটা টাঙ্গিয়ে রাখে যথাস্থানে: —যুবক বললো, সে নাকি জীবনে অনেক রাইফেল দেখেছে! কিন্তু মানুষ মানুষকে গুলি ক'রে মারছে—এটা নিশ্চয় কদাচিতের ঘটনা। মার্চ কি কোন অবস্থাতেই লোকটিকে গুলি করতে পারতো? না এ তো কোন মানুষ নয়, একটি শেয়াল—ধূর্ত, শঠ, মায়াময়।

অন্ধকারে গা ঢাকা দেবার মতন নিঃশব্দে রান্নাঘরের দিকে চলে যায় মার্চ।

রান্নাঘরে ঢুকবার পর সে উৎকর্ণ। শুনতে পাচ্ছে যুবকের কণ্ঠস্বর, বেনফোর্ডকে বলছে, "ভাবুন তো ম্যাডাম, যুদ্ধের হিড়িক থিতিয়ে আসবার পর কত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আবার ফিরে

এসেছি এবং ফিরে এসেই এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম।”

এমনভাবে বলছে, যেন বেনফোর্ডের সঙ্গে তার পরিচয় নিত্য-নৈমিত্তিক এবং বেনফোর্ডের কাছেও এটা একটা গা-সওয়া ব্যাপার· · মার্চ অবাক হ'য়ে ভাবলো। তার আরো মনে হলো, দুই নিঃসঙ্গ নারীর প্রতিরোধের তাপ যত মিইয়ে আসছে, যুবকের কৌতুকের তীক্ষ্ণতা ততই বাড়ছে। ঠাকুরদাকে খুঁজে-না-পাবার ব্যথাটা আর তত প্রাধান্য পাচ্ছে না, দুই যুবতীর সহিষ্ণু উপস্থিতিই যেন ওকে প্রলুব্ধ করছে।

“কি আশ্চর্য পরিবর্তন,” সৈনিক আবার মন্তব্য করলো, দুই চোখ ঘুরতে থাকে সর্বত্র: নোনা-ধরা দেয়াল, সোঁদা সোঁদা গন্ধ, মেয়েমানুষদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র, পুরাপ্রাক্তন কোন মানুষের স্মৃতি এখন আর চিহ্ন হিসেবে উপস্থিত নেই।

“আপনার নিশ্চয় মনে হচ্ছে, অনেক কিছু বদলে গেছে। তাই নয়?”—বেনফোর্ড বললো। আগন্তুক তার সরল চাউনি লক্ষ্য করে সপ্রতিভতার সঙ্গে জবাব দেয়, “হ্যাঁ, বিলকুল বদলে গেছে। সময় যখন ডিঙ্গি মেরে মেরে এগিয়ে যায়, তখন বুঝি এমনই ঘটে।”

অনাহূতের দুই চোখের পুঁতির মতন তারা অস্বাভাবিক পরিষ্কার ও উজ্জ্বল, যা তার বলিষ্ঠ শরীর এবং সুন্দর স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ মানানসই।

বেনফোর্ড ঈষৎ মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না।···

হয়তো ঐ বসবার ঘরে এক ধরণের আদিখ্যেতা জন্ম নিচ্ছে। এখানে রান্নাঘরে ঘামছে মার্চ। বনকাঁটা ভেঙ্গে, পশু তাড়ানো নয়, একটা সাদামাটা রান্নাঘরে টুকিটাকি কাজ সারা। এখানে অনেকখানি দারিদ্র্য, বাহুল্য তো নেই-ই। মার্চ ভুরু কোঁচকালো। এখন সন্ধ্যা

প্রায় সাতটা। ন্যাতনেতে অন্ধকার। ওরা কথা বলছে। একজন অপরিচিতের সঙ্গে বেনফোর্ড এমন কথার মালা গাঁথতে পারে, ধারণা ছিল না। কাজ করতে করতে কান পাতবার চেষ্টা করলো মার্চ। ঠিক ঠিক সব কিছু শুনতে বা, ধরতে পারছে না। যুবক খুব মিষ্টি ক'রে কথা কইছে কিন্তু। একটা মৃদু গুঞ্জরণ যেন। কোথায় যেন একটা প্রবল বিরাগ অথবা, ভয় মার্চের বুকের মধ্যে ছুঁক ছুঁক করতে চায়। কে তুমি উপকারী?

বেনফোর্ডটা হাসছে। বেশ সগর্বে হাসতে পারে তো!

মার্চের মুখাবয়ব দ্রুত পরিবর্তনশীল। সেখানে ক্রমশই এক আদিম কাঠিন্য দানা বাঁধছে। শিরা-উপশিরায় রক্তের ভিন্ন ধারা। এক তুষ্টু পরীর মতন সে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে এমন প্রবল করে তুলতে চায় যাতে সে অপরের বাসনার দ্বারা আচ্ছন্ন হ'য়ে না পড়ে। হুঁ, নিজের ইচ্ছাশক্তি—পুরনো ঝরঝরে সেই মনটা, যা ইদানীং আর ইস্পাত হ'য়ে উঠতে পারছে না।

কিন্তু হলো না। অনেক মেহনত সত্বেও অনিবার্য আচ্ছন্নতা সব ঘোলাটে ক'রে দিচ্ছে। সেই যে একটা শেয়াল এসেছিল তার দৃষ্টিপথে, তারপর থেকে···। প্রভূত লড়াই চালিয়েও শেষ রক্ষা হলো না, সে পরাজিত। এটা যে কী ধরনের পরাজয়, অনুভূতিও ব্যাখ্যা করতে পারবে না।···খুব দ্রুততা ও অমনোযোগিতার সঙ্গে রান্নার কাজ সারলো মার্চ। মন নিয়ন্ত্রণে থাকছে না। না।

খেদের কথা, রুটি ও চর্বির টুকরাগুলিতে ছুরি চালাবার পরও বড় বড় বেঢপ—মাখন নেই ভাঁড়ারে। মাথার ভেতর কেবলই হাতুড়ির ঘা—এই ট্রেটার মধ্যে বিশেষ কিছু একটা রাখতে হবে। কি সেই বস্তু? আছে তো কেবল রুটি, জ্যাম, সামান্য পরিমাণ শূকরের চর্বি, ভাঁড়ারে মাখন নেই। ছোকরার চেহারায় তীক্ষ্ণতা আছে, চোখে আছে এমন ধার যা মার্চকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। মার্চ বন্দুকটা তুলে ধরেছিল, গুলি চালায়নি। গুলি চালাতে

সে পারতো না। ইত্যাকার খাবার-দাবার মিলিয়ে-মিশিয়ে চমৎকারিত্বে পৌঁছে যেতে পারছে না মার্চ। বিব্রত, বিষণ্ণ মার্চ বুঝি হাতড়ে হাতড়ে কোন শুভ বা, অশুভ যোগে খাবারের ট্রে হাতে বসবার ঘরে ফিরে এলো।

আলো-ছায়া ঘরে এরা তু'জনে ছোট-খাটো মতবিনিময়ে যখন প্রায় মশগুল, ট্রে হাতে মার্চের প্রবেশ। স্বপনে, নয়নে তার আড়ষ্টতা তাকে প্রায় নিঃশব্দ ক'রে রেখেছে। সে কারুর দৃষ্টিপথে আসতে চায় না। সে চায় না, বিশেষ ক'রে ঐ লোকটা আবার তার দিকে তাকাক। চোখে চোখ নেমে আসা মানেই সেই অকথনীয় বিকলতাকে সাপের মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে দেওয়া।

অথচ, ঘরে ঢুকে তার কিছু করণীয় আছে, যখন তার হাতের তেলো, পায়ের তলা ঘামছে; যখনই সে টেবিলের ওপর খাবার-সাজানো ট্রেটা রাখতে গেল, যুবক ব্যস্ত সৌজন্যে বারেকের জন্য উঠে দাঁড়ায় এবং রীতিমতন ঘাড় উঁচু ক'রে তাকে দেখতে থাকে। মার্চ ফ্যাকাশে ও পাণ্ডুবর্ণ। মুখের ভাঁজে, রেখায় রেখায় অস্বস্তি। বড় ভোগান্তি। একদা একটা শেয়াল এসে তার পয়মন্ত সময়টাকে কামড়ে দিয়ে গেছে, এখনো যার যন্ত্রণা ধারাবাহিক।

যুবক আবার বসলো। বসে বসে লক্ষ্য করছে মার্চকে। দৃষ্টি তো নয় যেন কয়েকটি নখের আঁচড়। মার্চ যখন উবু হ'য়ে টেবিলের ওপর খাবার সাজাচ্ছে, আগন্তুক অনায়াসে পরিমাপ করে নিলো তার লোভনীয় শরীরের সবচেয়ে চমকপ্রদ রেখাচিত্রগুলি,—অদ্ভুত বলিষ্ঠ ও কমনীয়, বিশেষতঃ এই মেদহীন ছিপছিপে তু'খানি সুন্দর গড়ন পা, যার নির্লোম ডিম তুটোকে স্পর্শভাবনায় শিহরণ জাগে, যা ক্রমশঃ স্ফীত ও জমাট বাঁধতে বাঁধতে জানু অব্দি যতি, যেহেতু ওখানেই নেমে এসেছে বেল্ট সমেত একটা কোট, মনকে অবিশ্বাসী

করে—আরো ঊর্ধে কি এমনই প্রসারতা ? কালো ঘন চুলের ওপর ফিতের নট সত্বেও কিছু চুল দিব্যি ত্বলছে। দেখতে দেখতে যুবসুলভ উৎসাহ, প্রত্যাশা, কৌতুক এবং সচেতনতা একেবারে তুঙ্গে উঠে যাচ্ছে। মার্চ শিউরে ওঠে।

ল্যাম্পটার ওপর কালো-নীল শেডটা থাকায় আলোর গতি একরোখা নিম্নমুখী এবং সে-কারণেই ঘরের উপরাংশে ও পারি-পার্শ্বিকতায় আবছা আলো-ছায়া যেন কোন তিক্ত জীবনবোধকে থমকে দাঁড় করিয়েছে।

যুবকের মুখে আলোর বন্যা। অন্যদিকে, খানিকটা ব্যবধানে মার্চ ছায়া ছায়া। প্রবল তাড়নায় মার্চের মুখ অন্ধকারে ঘোরানো অর্থাৎ নিজের দৃষ্টিকেও সে আড়ালে রাখতে চায়, তার মাথায় ফিতেগুলি বিচিত্র বর্ণ সাপের মতন, সে ওগুলিকে একটু সামাল দেয়।

প্রায় ঠোঁট না মেলেই মার্চ বেনফোর্ডকে বললো। "তুই কি কোথাও বের হবি ?" কথাটা বলে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে নিজের গুরুভার বহন করতে করতে সে আবার রান্নাঘরে ফিরে যায়।

মার্চের অস্বস্তি বেনফোর্ডকে স্পর্শও করে না। তারা কখনোই এক ছাঁচের নয়। বেনফোর্ডের এখন তীব্র আকর্ষণ ঐ সামনে বসে থাকা যেন এক রিপ্‌ভ্যান উইঙ্কেলকে নিয়ে—চার বছর আগে কোন তিথিতে ঘর ছেড়েছিল, এখন ফিরে এসে দেখে, বিলকুল সব বদলে গেছে, ঠাকুরদা নেই, পরিবর্তে তুই টসটসে যুবতী ! ভারী উপভোগ্য !

"ওখানে বসে থাকলে কিন্তু চায়ের কাপ তুলে নিতে বা, নামিয়ে রাখতে আপনার অসুবিধে হবে", যুবকের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বেনফোর্ড বললো, "টেবিলটার কাছাকাছি এগিয়ে এসে বসুন।"

"আমি কিন্তু এখানে, নরম সোফায় চমৎকার আয়াস উপভোগ

করছি", যুবক ছোট্ট দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললো, "যদি কিছু মনে না করেন এখানে বসেই চায়ের কাপে চুমুক দিতে পারি।"

"রুটি আর জ্যাম ছাড়া আর কিছুই নেই",—কাঁধ ঝাঁকিয়ে কৃত্রিম করুণ স্বরে বেনফোর্ড বললো।

একটা টুলের ওপর অতিথির জন্য খাবার সাজিয়ে সে এগিয়ে দেয়।

তাকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে। নাড়ীর গতি আর দ্রুত হয় না। যুবকের কাছাকাছি যেতে পারায় তার সমুজ্জ্বল আনন্দ ও পুলক। সৈনিকও উপভোগ করছে, অদূরে সুন্দরী রমনীর হাসি, যা কিনা যে কোন লোকের ছন্নছাড়া বেলাকেও আনন্দময় ক'রে তুলতে পারে। আসলে এই বেনফোর্ড কোনদিনই যথার্থ নিঃসঙ্গতা পছন্দ করে না—অনেক সময় সে কান পেতে থাকতো কারুর কণ্ঠস্বর শুনতে পাবার আশায়।

সে চায় সঙ্গী, চায় সাহচর্য। হাসিতে গানে ভরে উঠুক কাঠ-টালির সংসার ; একান্ন পৃথিবী কি এখানেই প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না ? সুতরাং এই নবীনের উপস্থিতি নিয়ে গ্রামীণ নরম হাঁসের মতন আর আদৌ বিচলিত নয় বেনফোর্ড। বরং, তার মনে হচ্ছে, সে বুঝি তার কতদিনের দূরটানা পরিচিত সজ্জন, অতীত ছাড়াই এক পল্লবময় স্মৃতি, যেন তার ছোট ভাইটি। হুঁ বড় বালসুলভ অভিব্যক্তি তো যুবকের !

"নেলী", যুবক মিষ্টি গলায় বললো, "আমি কিন্তু এক কাপ চা আগেই ঢেলে নিলাম।"

ঠিক তখনই কৃশ রাতের বিষণ্ণতা সমেত দরজায় মার্চের ছায়া। একটু থমকালো। তারপর পা টেনে টেনে এগিয়ে এলো। এক কাপ চা তুলে নিয়ে বসলো। এখনো তার সেই আলোকে এড়িয়ে যাবার প্রয়াস। যতদূর সম্ভব, অন্ধকারে গুটিয়ে থাকতে চাইছে

তার চোখ। কী যেন বললো বেনফোর্ড। চেহারায় খুকির ছাপ খুব প্রবল হ'য়ে উঠেছে তার। মার্চের ভাবান্তরটুকু লক্ষ্য ও করছে না বান্ধবী।

এত দূরে, প্রায়ন্ধকারে আত্মগোপন করবার পরও মার্চের যে কী লজ্জা, কী অস্বস্তি, দু'জনের একজনও ঠিক টের পাচ্ছে না। সৈনিক তার জুতোর রবার সোল অত ঘষছে কেন? ক্রমশঃ মার্চের আচ্ছন্নতার চেয়ে লজ্জা তীব্রতর। সে সচেতন হ'য়ে উঠলো নিজের শরীর নিয়ে, যা কোনদিনই বেনফোর্ডের মতন মিনমিনে নয়, প্রচুর যৌনতা নিয়ে ভীষণ রকম জমাট! এখন পরণে এমন কোন স্কার্ট নেই, যা তার মন-ভোলানো হাঁটু অব্দি ঢেকে রাখতে পারে। স্বাস্থ্যবান দুই জানুর মধ্যবর্তী স্থান এমন প্রসারিত যে খুব চেষ্টা করেও সে তাদের জোড়ের মুখ ঠিক বন্ধ করে বসতে পারছে না; পরন্তু নিমাগ্ন ঢাকবার অতি ব্যস্ততার সুযোগে ঊর্ধাঙ্গে দুই স্তনের মধ্যবর্তী উপত্যকা ক্রমে ক্রমে স্বৈরিণীস্পর্ধায়। বড় গরুটা খোঁটা উপড়েছে শুনে যেদিন সে ছোটাছুটি করছিল, সেদিন যদি কোন পুরুষ তাকে একবার দেখতে পেত, এই আবাসে প্রচুর লোভ ও আতঙ্কের বিপ্লব তখনই নেমে আসতে পারতো। আজ, এখন··· অথচ, ইস্, লোকটা প্রায়শই খেতে খেতে কথা বলতে বলতে নীচু হ'য়ে পড়ছে এবং দৃষ্টির অসম্ভব তীক্ষ্ণতায় ও গভীরতায় পরখ করে নিচ্ছে তাকে—তার জোড়া পা, দুটো পায়ের ডিম, জানু এবং জানু ছাড়িয়ে আরো প্রবলতর স্থানের প্রায় কাছাকাছি; তারপর বুকের উপত্যকা এবং বিশাল স্তনের আভাষ।

লজ্জা, অবিশ্বাস, অনাস্বাদিত যন্ত্রণা ও সন্দেহের কামড়ে আর আর স্থির থাকতে না পেরে প্রায় উঠে পালাতে গিয়েছিল মার্চ। অবশ্য পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়েছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে নিজের মুখখানাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়েছে। অনেকটা শক্ত হাতেই চেপে ধরে আছে চায়ের কাপ। শরীরের লাভা তার বিস্তার ছড়াবার

আগেই ঘন ঘন ঠোঁটের ওপর চেপে ধরেছে গরম চা। চায়ের কাপটা শকুনের মতন তাকে আড়াল দিক। হাত বাড়িয়ে পাউরুটিতে চর্বি মাখিয়ে ও ঠেলে দিয়েছে গালের একপাশে। দাঁতের চাপে ও মুখের লালায় হজম করে নিতে চাইছে এইসব মৌরসী পাট্টা-পাওয়া দুর্বহ অস্বস্তিকর মুহূর্তগুলিকে।

দৃষ্টির অন্তরালে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার বাসনা ও প্রয়াস এমন প্রবল ও দৃষ্টিকটু যে একসময় আগন্তুকও এই গোঁজামিলটার হদিশ পেয়ে যায়, অবাক হয়। মার্চকে সে সরাসরি দেখতে পাচ্ছিল না। এই ছায়ার মধ্যেই জড়সড় আর একটি ছায়া যেন ঐ রহস্যময়ী নারী। কথা নেই, আগ্রহ প্রকাশে কুণ্ঠা, বিচিত্র বটে। রুক্ষ মলিন তো নয়ই, বরং ঐ রকম দীপ্ত দীঘল চেহারার যুবতী হাজারে একজন মেলে কিনা সন্দেহ!

আগন্তুকের দৃষ্টি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে মার্চকে, ব্যাকুল-সন্ধান, অনেকটা অবচেতন মনের স্থিরবদ্ধ একাগ্রতা।

অবশ্য, ইতিমধ্যে, থেকে থেকে বেনফোর্ডের সঙ্গে সঙ্গে নীচু ও মোলায়েম গলায় কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে সে। বোঝাই যায়, সে বেশ পাকা কথক ; প্রয়োজনে উগ্র হতে পারে, আবার অস্বাভাবিক আর্দ্রতায় শ্রোতার মন গলিয়েও দিতে পারে। বেনফোর্ড বরাবরই আড্ডাপ্রিয় ; এখন এমন একজন লোককে পেয়ে খুশিতে-উল্লাসে বেচারির স্নায়বিক অবস্থা কাহিল। চাঞ্চল্যে, উৎসাহে সে একটা ছোট্ট পাখির মতন ছটফটিয়ে উঠছে সময় সময়। আলোচনার বিষয়বস্তু মুরগী থেকে শুরু করে যুদ্ধ অব্দি ; কিচেন থেকে আরম্ভ ক'রে চার্চ অব্দি। অহোরাত্রি চলতে পারে এই কিচির মিচির, বেনফোর্ড তো তবে ভুলেই যাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা।

সৈনিক কথা বলছে, উৎসুক দৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছে ছায়াবতীর দিকে, আর খাচ্ছে ঠিক এক ক্ষুধার্তের মতন। এক সঙ্গে এক একটা

বড় রুটির টুকরো যৎসামান্য চর্বি মাখিয়ে মুখের গহ্বরে চালান দিচ্ছে, দ্রুত নড়তে থাকে চোয়াল. তারপর আর এক টুকরো··· চটপট প্লেটটা খালি করে ফেললো সে।

বেনফোর্ড মার্চকে একবার সরস ইশারা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো। অবশ্য মার্চ অবস্থা বুঝে নিজেই আর একবার রান্নাঘর থেকে বয়ে এনেছে আর এক প্রস্থ রুটি ও জ্যাম।

বেনফোর্ড এক টুকরো রুটি চোখের সামনে তুলে নিয়ে দরদী গলায় বললো, "অতিথিকে দেবার মতন কিছু নয়। শক্ত শক্ত রুটি।" মার্চ একটু সচেতন হলো। মাথা নেড়ে বললো, "সত্যি তাই। এক চিলতে মাখনও নেই। মাখন ছাড়া এ রুটি দাঁতে কাটা সত্যি কষ্টকর।"

যেন অন্ধকার কড়িডোর পার হয়ে আসা পুতুলী এই প্রথম প্রাণস্পন্দন লাভ করলো। সঙ্গে সঙ্গে যুবক দ্বিগুণ তৎপরতায় আবার তার দিকে দৃষ্টিপাত করে. তাকিয়েই থাকে, তারপর হঠাৎ —একেবারে বেমক্কা হেসে ওঠে সশব্দে; ঝিলিক দিয়ে ওঠে তার দু'পাটি দাঁত এবং নাকের চকচকে ডগাটা, "ঠিক বলেছেন। এটাই আসল কথা। তাই না?"

হাসিটা দীর্ঘস্থায়ী, জীবন্ত ···

মার্চ অনভিপ্রেত, লজ্জারুণ, যেহেতু তার এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই যে, লোকটা তারই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অত জোরে আতকা হেসে উঠেছিল।

হাসি অবশ্য আরো অনেকবার উছলেছে। মধুর সান্ধ্য পরিবেশে আগা আর পাশতলা পরিচয় পর্ব প্রায় সাঙ্গ। স্বতঃপ্রবৃত্ত বেনফোর্ডও সে নিজের নিজের কথা জানাতে কসুর করেনি।

বোঝা গেল, যুবক এক চাষী পরিবারের। তার যখন মাত্র বারো বছর বয়স, ঠাকুরদা হাত ধরে এই বেইলি ফার্মে নিয়ে

আসেন। ফার্মটা তার ভালো লাগেনি, তদুপরি ঠাকুরদার অভিবাবকত্বের ঊর্ধচাপ তো ছিলই। জ্বালাভরা খিটিমিটি, ওভাবেই লায়েক হলো নাতি, রক্তের তেজে এস্পার-ওস্পার করতে পারিবারিক কুলুপ খুলে একেবারে ঝাঁপ দিলো যুদ্ধের আগুনে এবং চলে গেল সুদূর পশ্চিমের দেশ কানাডায়। রোখটা কিন্তু চিরদিন চেপে থাকে না, দু' বছর খুব বন্দুক-রাইফেল দেগে এখন এক অলৌকিক মুহূর্তে ফিরে এসে দেখলো, সব কিছুই শেষ। তুখোড় দাদু নেই, তাঁর সাধের ফার্মও ফৌত।

তা যাই হোক, চোখের সামনে দুই ভিন্ন প্রকৃতির যুবতী, আগ্রহ তার একেবারে তুঙ্গ। সে জানতে চায়, কিভাবে এই রকম দুই যুবতী একসঙ্গে নিঃসঙ্গে দিনাতিপাত করতে পারে!

যুদ্ধের দৌলতে যতই দেশ-বিদেশ ছন্নের মতন ছোটাছুটি করুক, সে যে আদতে এক চাষাড়ে ঐতিহ্যের ধারক, তা তার তর্কাতর্কি, প্রশ্ন করবার ধরণ-ধারণ দেখলেই টের পাওয়া যায়। সব একেবারে সরল কাঠ কাঠ, একরোখা জিজ্ঞাসা; ঠারে-ঠোরে কিছু যেন বলতেই শেখেনি।

দু দিন জমির কাজে জুতে দিলে হারানো দাদুর ডিভালাপ প্রিন্টিং হয়ে যাবে।

জাবার-কাটারও জব্বর পোকা। প্রশ্নগুলি নিছক বাস্তব, তবে সামান্য ইয়ার্কির ছোঁয়া থাকাতে টের পাওয়া যায়—ছোকরা হুঁশিয়ার ও মজাদার, মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়েনি। যুবতীরা যখন তাদের মুরগী ও গৃহপালিত পশুদের নিয়ে কারবারে ক্ষয়-ক্ষতির করুণ দিকটা ব্যাখ্যা করছিল, তার কিন্তু বেশ মজা লাগছিল শুনতে। কখনো মার্চ শুরু করে, বেনফোর্ড দোহার গায়। কখনো বেনফোর্ড আরম্ভ করে, মার্চ টোকা দেয়। তবে গায়ক উচ্চাঙ্গের নয়, বাধা পড়লেই তাল কাটে।

"আসলে জানেন", মার্চ বললো, "আমাদের জীবনের একমাত্র

উদ্দেশ্য হলো কাজ। কাজ ছাড়া আমরা অন্য কিছুতে বিশ্বাসী নই।"

যুবক নিজের বুকে টোকা মারে—অবগুণ্ঠনবতী দর্শন পড়লো যে! পাল্টা আঘাত দিলে স্বয়ং কসাই বকরি হ'য়ে যাবে না তো?

"বিশ্বাসী নন?"—যুবকের দুই চোখে কৌতুক নাচে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখময় সেই হাসি বিস্তারিত। মার্চ এখনো আবছা অন্ধকারে। এখনো রমনী পুরুষের চোখে চটক লাগাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। এখনো যুবক তাকে আবিষ্কার করতে না পেরে ছটফটিয়ে উঠছে।

"কিন্তু এমন কারবারে যেদিন আপনাদের সমস্ত মূলধন নিঃশেষ হয়ে যাবে, সেদিন কি করবেন? এমন কি, যেদিন পিঁপড়ে নিঙড়ে ঘি বের করবারও আর উপায় থাকবে না?"—একটা কঠিন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে উত্তরের আশায় দুলতে থাকে আগন্তুক।

"না, আমি তা জানি না", মার্চ সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়, "সম্ভবতঃ সেদিন আমরা এই দু'জনে মাঠে কাজ করতে নেমে যাবো। আমার অন্ততঃ তাই মনে হয়।"

"বেশ। কিন্তু যুদ্ধ খতম হয়ে যাওয়ায় আমার মতন সব স্যাঙাতরা যে ঐ জমির দিকেই ধাওয়া করবে, দেবী। সেদিন কি আর চাষের কাজে মহিলা শ্রমিকদের কোন চাহিদা থাকবে?"—যুদ্ধ-ফেরতের দ্বিতীয় জিজ্ঞাসাটা যেন আরো বাস্তব ও নিষ্ঠুর।

"দেখা যাক, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে। তবে তেমন কোন সম্ভাবনা এখনো দেখা দেয়নি।"—মাচ বললো। স্বর ঈষৎ বিষণ্ন, ঈষৎ নির্লিপ্ত।

তারা অনেক কষ্টের কায়দা-কেতায় বেঁচে আছে, একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে যাবার কথা কখনো ভেবে দেখেনি।

যুবকের চোখ জ্বলতে থাকে। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেয়ালে টাঙানো বন্দুকটাকে দেখলো। হাঙ্গামা-হুজ্জুত রুখবার মতন ঐ একটাই আয়ুধ!

একটু গম্ভীর স্বরে সে মন্তব্য করলো, "এখানে অর্থাৎ আপনাদের এই ফার্মে একজন পুরুষের উপস্থিতি খুব দরকারী।"

যুবকের মন্তব্যে মার্চ এবং বেনফোর্ড—দু'জনেই সামান্য হকচকিয়ে যায়। তারপরই বেনফোর্ডের অতিকায় হাসি দাপটে ফেটে পড়ে। হাসি থামলে চশমার ওপরে ভুরু তুলে বললো, "আপনার কথা আপনি ফিরিয়ে নিন, স্যার। আমরা দু'জনে যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং দক্ষ। অন্ততঃ এখানে কোন পুরুষের প্রয়োজন নেই।"

"না", মার্চ প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো, "হয়তো এটা কোন অভিজ্ঞতা বা দক্ষতার প্রশ্ন নয়।···আমার কিন্তু এক এক সময় ভয় হয়—সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি ফার্মের কাজ করছি তো করছি-ই, তারপর অন্ধকার ঘনালো, বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি হিংস্র পশুদের হাত থেকে প্রাণীগুলিকে বাঁচাবো বলে: এভাবে একটানা চলতে থাকলে আমরা নিজেরাই হয়তো কোন এক সময় পাশব প্রকৃতির হ'য়ে দাঁড়াবো।"

সৈনিক খুঁজতে থাকে। ঐ অন্ধকারের যুবতী যথার্থ বনেদি, স্বতন্ত্র। আলোতে আসছে না কেন সে?

"ঠিকই ধরতে পেরেছেন আপনি", প্রকাশ্যে বললো, "একজন নারী হিসেবে আপনি নিশ্চয় সর্বক্ষণ এ ধরণের কাজে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দিতে চাইবেন না।"

"তা আমরা চাই না", মার্চ বিচলিত, "এবং আমরা তা বুঝি।"

বেনফোর্ডও কবুল করে, "আমরা আমাদের একান্ত নিজেদের জন্য কিছু সময় চাই, অথচ পাই না।"

যুবক তার পেশল শরীরটাকে যথাসাধ্য শিথিল ও তরিবত ক'রে সোফার ওপর এলিয়ে দিলো; জিগর-কলিজা থেকে একটা গুরগুর হাসি উঠে আসতে চাইছে, যা চাপতে গিয়ে তার মুখ রীতি মতন রক্তাভ ও কঠিন। নিঃশব্দে ও সংগোপনে সে কিন্তু অনবরত হেসেই

চলেছে। যুবতীদের ভিত্তিমূল নেহাৎই পলকা! কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এদের কোন বায়নাক্কা নেই, স্রেফ প্রাণে বেঁচে থাকবার জন্য কোন মেয়ে অতটা বরদাস্ত করতে পারে!

অবাক! অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, হৃদিরস আস্বাদন—বিলকুল অনবদ্য।

"তা হলে", সে আবার বাক্‌নিপুন হলো, "কেন এভাবে নিজেদের কষ্ট দিচ্ছেন?"

"ব্যাপারটা হলো এই যে", মার্চ বললো, "প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম, মুরগী পালনের আর্ট আমরা জানি। ওদের স্বভাবও বুঝি।"

"মুরগীদের স্বভাব!" উষ্মাবশত বেনফোর্ডের স্বর হঠাৎ তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে, "আর যাই হোক, ওদের স্বভাব-প্রকৃতি নিয়ে কোন কথা বলো না।"

যুবকের বুকের মধ্যে হাসির অচ্ছেদ্য চক্র বোঁ বোঁ ঘুরতে থাকে।

"অর্থাৎ মুরগী বলুন অথবা, কোন গৃহপালিত পশুই বলুন,—এদের কারুর সম্পর্কেই আপনার ধারণা ও অভিজ্ঞতা ঠিক নিখুঁত নয়। তাই না?"—মেয়েদের কোনঠাসা না ক'রে সে ছাড়বে না।

মার্চ বললো, "তা বলতে পারেন। এদের নিয়ে কারবার করলেও সাফল্যের হদিশ যখন পাইনি।"

যুবক হো হো হাসিতে ঘর কাঁপায়।

"মুরগী, পাতিহাঁস, ছাগল, গরু এবং আবহাওয়া", বেনফোর্ড জোরের সঙ্গে বললো, "এসব নিয়ে কোন মানুষের তত্ত্বজ্ঞানই পরিণত নয়; আমরা তো কোন ছাড়।"

তবুও যুবকের হাসি ব্যাপক হতে থাকে ব্রহ্মরন্ধ্র অব্দি পৌঁছে যাচ্ছে উল্লাস। এ যেন যুদ্ধ জয়ের আনন্দ।

হাসি সংক্রামক। মেয়েরাও এক সময় হেসে ওঠে, হাসতে থাকে। হাসির ফোয়ারায় মার্চের লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ বেমালুম উঠে

যায়; তার মুখ-চোখ, শরীরের কোন কোন অংশ, যেসব এতক্ষণ যেন গন্ধধূপধূম্রের আড়ালে লুকিয়ে ছিল, মুহূর্তে আলোকিত হয়। খুশির মাতলামিতে ঢেউয়ের মতন ফুলে ফুলে উঠছে দেহলতা।

"যাই হোক", হাসতে হাসতে বেনফোর্ড বললো, "আপনি আমাদের গুহ্যকথা সবই কিন্তু টেনে বের করলেন! আমরা অবশ্যি এতে কিছু মনে করছি না। তাই না, মার্চ?"

"ঠিক তাই", চাপা ঠোঁটে হাসির বুদ্বুদ অক্ষুণ্ণ রেখে মার্চ সায় দিলো, "মনে করার কিছু নেই।"

যুবক তৃপ্ত। খুব খুশি। একেই বলে পারস্পরিক মৌখিক দলিল দস্তাবেজ হস্তান্তর করা। প্রচুর রুটি সে খেয়ে নিয়েছে। কয়েক কাপ চা-ও। তারপর এতক্ষণ ধরে এমন তুটি ভিন্নমুখী নারীর সঙ্গে গালগল্প, কিছু বৈজ্ঞানিক কৌতূহলেরও নিবৃত্তি। তোফা আনন্দে হাঁটু বাজালো সে।

বেনফোর্ডও যুবকের সর্বস্ব জানবার চেষ্টায়। যুদ্ধে নাম লেখানোটাই হচ্ছে ওর জীবনের প্রধান বৈচিত্র্য। আর লড়াই বস্তুটা যে কত ব্যাপক, বেনফোর্ড বা মার্চের তা ধারণা নেই: এমন কি, যেটুকু কল্পনা করতে পারছে, সেটাও অন্ধের হস্তীদর্শনের সামিল। ছোকরার নাম হেনরী গ্রেনফিল—না, তাকে কেউ কখনো হ্যারি বলে ডাকেনি, সে বরাবরই সর্বত্র হেনরী নামে ক্যাননাইজড। কথা বলার মধ্যে চাষাড়ে সারল্য আছে, সৈনিকসুলভ গাম্ভীর্য আছে, আবার যুবোচিত কৌতুকও ঝিলিক দিয়ে উঠছে। প্রশ্ন যা করবার, কথা যা বলবার, মূলতঃ বেনফোর্ডই চালিয়ে যাচ্ছে।

মার্চ আবার নীরব। কিন্তু এবার নীরব হলেও নতমুখী নয়; হেনরীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। যুদ্ধ থেকে কত লোক তো পঙ্গু হ'য়ে ফেরে; এর বোধহয় ক্ষতির খতিয়ান নেবার মতন কিছু

নেই—ছাখো না, কী বলদর্পী স্বাস্থ্য! এ ঘরের যাবতীয় আলো বুঝি কেন্দ্রীভূত ওর ঝকঝকে মুখের ওপর।

বৈদগ্ধ্যলোকের বাসিন্দা যেন। আত্মবিশ্বাস আছে, আত্মাভিমানের পরিচয় রাখেনি।

হাসলে তু'পাটি দাঁত ঝিলিক দিয়ে ওঠে। হাত তু'খানা ছড়িয়ে দিলে অনুমান করা যায়, ঐ শক্ত হাতে সে কত শক্তি ধরে! হাঁটুর ওপর যখন আঙ্গুলগুলি নড়াচড়া করে, মার্চ নিজের কল্পনায় লজ্জা পায়—উত্তমর্ণ এই মানুষটির নিম্নাঙ্গও রাজাধিরাজের। খুব সচেতন, চতুর দৃষ্টি ঘুরছে।

আবার আত্মবিস্মৃতি জাগছে মার্চের। তবে এবার মনে-প্রাণে প্রশান্তি অনুভব করছে সে: অদৃশ্য কোন শক্তির সম্মোহনমন্ত্র। চতুর শেয়ালটা হেনরী হ'য়ে ঢুকেছে; আর ঢুকেই তু'জনের মন হরণ ক'রে নিলো! নিস্তেজ নিরুত্তাপ মার্চের ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। আরো সামান্য অন্ধকারের দিকে সরে গেল সে।···ও যেন প্রশ্নের খোঁচায় আর তাকে আলোতে না আনে! বেনফোর্ডের সঙ্গে কথা বলছে, বলুক।

মার্চ ঐ সুরেলা স্বর শুনতে শুনতে নিজেকে শিথিল ক'রে রাখবে।

কিন্তু একটা গন্ধ। এ ঘরের বাতাসে একটা বুনো গন্ধ। কিছুতেই গন্ধটাকে অতিক্রম করা যাচ্ছে না। হুঁ পরিচিত, শেয়ালের গন্ধ!···

বিজাতীয় গন্ধ একটা ঘরের আবদ্ধ বাতাসকে আরো ভারী ক'রে তুলছে ঠিকই। বহু পথ অতিক্রম করায়, বন-বাদাড়ের ছোঁয়া লাগায় এবং দিনের পর দিন জামা-প্যান্ট শরীরের সঙ্গে লেপ্টে থাকবার ফলশ্রুতি। অথবা, হেনরী যে একজন মেহনতী যুবক, ঐ বুনো গন্ধই সেটা ঢ্যাটরা পিটিয়ে শোনাচ্ছে।

চুল্লীটা তার সবচেয়ে কাছাকাছি। শুকনো কাঠ পুড়ছে।

য়ুনিফর্মের একাংশ কখনো কখনো রক্তাভ। তার দৃষ্টি, স্বাস্থ্য, ভঙ্গীমা, গন্ধ—সব কিছু মিলিয়ে ব্যাপারটা বনজ নিঃসন্দেহে। ওটা আবার দ্বিগুণ বা, তিনগুণ শক্তিশালী মার্চের ওপর। মার্চ নিশ্চল হ'য়ে আছে—যেন গুহায় আশ্রয় নিয়েছে একটি নিরপরাধ দুর্বল জীব'!

অবশেষে দুই তত্ত্বান্বেষির আলাপন থিতিয়ে এলো। বেশ রাত হয়েছে, মার্চ ও বেনফোর্ডের কাছে কিংবদন্তীর রাত। যুবক তার হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছে, গোটা সোফাটাই এখন প্রায় তার অধিকারে। মার্চকে নিয়ে সে সমান আগ্রহ এখনো অনুভব করছে—প্রায় নিশ্চল প্রহেলিকাময়ী।

"বেশ", অনিচ্ছার সঙ্গে হেনরী বললো, "সময় বয়ে যায়। সর্বং শূন্যং, সবং ক্ষণিকং। কিন্তু উঠতে আমাকে হবেই। দেখি, কোন পরিচিত সদাশয় আজকের রাতটুকুর মতন আমাকে আশ্রয় দিতে পারেন; অবশ্য এখন প্রায় সকলেই যে যার বিছানায় সটান।"

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

মার্চের সংহত ধ্যানদৃষ্টি।

"আমার আশঙ্কা, তাঁরা সর্বক্ষণই শয্যাশায়ী", বেনফোর্ড জানালো, "যেহেতু সম্প্রতি এই অঞ্চলে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের খুব প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।"

"তাই নাকি", হেনরীর স্বরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, "তাই যদি হয়, তবে আমি এখন কাউকে বিব্রত করতে যাচ্ছি না। রাতের আশ্রয় কোথাও-না-কোথাও খুঁজে বের করতে পারবো।"

"আমি বলছিলাম, আপনি এখানে থাকুন। মাত্র তো—"

—যদিও নিরঙ্কুশ ও পরিপূর্ণ নয়, তবু চমকে দেবার মতন প্রস্তাব দিলো বেনফোর্ড।

হেনরী আগ্রহে ঋজু হয়। বেনফোর্ডের মুখাবয়ব আরো মাধুর্যময়।

সে নিজেও যথেষ্ট উজ্জ্বল। জনপদ প্রমুখের দৈনন্দিন প্রস্তাব সচরাচর এমনটি হয় না।

"কি বলছেন?"—হেনরী তবু একটা আল্গা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

"ও", বেনফোর্ড যেন চিন্তায় বিভোর, "হয়তো আপনার তরফ থেকে দ্বিধা-সঙ্কোচ আছে।"

অস্বস্তিতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বেনফোর্ড।

হেনরীর উক্তিতে মন্দ-মধুর গুঞ্জরণ, "না, আমার নিজস্ব কোন দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই। এবং আমি মনে করি না, এর ভেতর কোন অন্যায় বা পাপ আছে। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেবার মধ্যে অপরাধ কিছু থাকতে পারে না।"

"তবে আমাদের দু'জনের তরফ থেকেও কোন আপত্তি নেই। আমরা সানন্দে আপনাকে আতিথ্য দিচ্ছি।"

—নাটকীয় ভঙ্গিমায় জোরের সঙ্গে বেনফোর্ড বললো।

"আমি তো তা হলে বর্তে যাই", ঈষৎ গাম্ভীর্যের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানায় হেনরী, "আর যাই হোক, এ বাড়িটার ওপর আমার একটা দাবীও তো রয়েছে।"

পতন-অভ্যুদয়ের একটা বিলাসী মুহূর্তমাত্র।

হেনরীর দাবীকে মৃদু হাসির ফুৎকারে উড়িয়ে দিলো বেনফোর্ড।

ঠিক এইক্ষণে, আবছা অন্ধকারে আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করেছিল যে, সেই মার্চ জানালো, "গ্রামবাসীরা কিন্তু এ নিয়ে কাল থেকেই জোর আলোচনা শুরু ক'রে দেবে।"

হেনরী ও বেনফোর্ড হকচকিয়ে যায়। পারিপার্শ্বিক নিন্দার লগুড়াঘাতকে ইঙ্গিত করছে মার্চ। যুবতীদের কৃচ্ছ্রসাধনের ইতি বলেও ভাবতে পারে তারা।

"তোর নিজের কি অভিমত?"—বেনফোর্ড নীরবতা ভেঙ্গে মার্চকে জিজ্ঞেস করলো।

"আমার অভিমত?" পরিষ্কার নির্দ্বন্দ্ব টান টান গলায় মার্চ

বললো, "আমি কবেই বা ওদের মতামতকে তোয়াক্কা করি? আমরা তো সমাজ থেকে এক রকম প্রব্রজ্যা নিয়ে বসে আছে! তাই গ্রামবাসীরা কি ভাবলো বা, বললো—সে-সব আমাদের কাছে অর্থহীন!"

"কিন্তু", যুবক চাপা স্বরে বললো, "এমন হবে কেন? তারা কি বলতে পারে?"

"অনুমান করুন", নির্লিপ্ত স্বরে মার্চ বললো, "সন্দেহের খুশবায়। বলবে, ছড়াবে···। কিন্তু আসল কথা, তা হলো এই যে, আমরা ওদের কোনরকম কেরদানী-কেরামতির ধার ধারি না। আমরা ওদের কেউ নই। নিজেদের স্বার্থ এতকাল নিজেরাই আগলে এসেছি, ভবিষ্যতেও তা পারবো।"

"নিশ্চয়। আপনারা তা পারবেন।"

—সোচ্চারে সমর্থন জানায় হেনরী।

"এখন আর কথা নয়", বেনফোর্ড ইতি টানতে চাইলো, "আমাদের বাড়তি ঘরখানা অতিথির জন্য প্রস্তুত।"

স্বস্তি ও আনন্দ গলাধঃকরণ করে দুই যুবতীর মুখের ওপর কৃতজ্ঞতার হাসি মেলে ধরে হেনরী।

"আপনাদের অনেক অসুবিধের সৃষ্টি করলুম।"

"মোটেই নয়। বরং, সন্ধ্যাটা বেশ কাটলো।"

"আমাকে যে এই রাতে অন্যত্র আশ্রয়ের সন্ধানে হন্যে হ'য়ে ফিরতে হলো না, এটা আমার একান্ত সৌভাগ্য।"

"তা বলতে পারেন।"—বেনফোর্ড আর কথা বাড়াতে চায় না।

ইতিমধ্যে মার্চ রাতের অতিথির জন্য ঘর সাজাতে গেল। বেনফোর্ডের যুগপৎ আনন্দ ও স্নেহ। এরা যে তার উপস্থিতিতে আন্তরিকভাবে খুশি, হেনরী হৃদয়ঙ্গম করে। বিশেষতঃ এই বেনফোর্ড অদ্ভুত সরল ও প্রাঞ্জল। কোথায় উঠে গেছে সেই কণ্ঠশ্বাস, নিষ্কৃতি

পাবার জন্য মরীয়া হয়ে বন্দুক তোলা! এমন কি, আপসে কোন ফৈসালারও প্রয়োজন হলো না। হেনরী যেন তাদেরই একজন, বেনফোর্ডের কাছে সে এখন তার দামাল ছোট ভাই—ফ্রান্স থেকে অনেক অভিজ্ঞতা আহরণ করে অকস্মাৎ ফিরে এসেছে। সুতরাং আর তথাকথিত ভদ্রতা অপ্রয়োজনীয়। কেবল মার্চ নয়, মার্চের পিছন পিছন বেনফোর্ডও হেনরীর তদারকিতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। নিজের হাতে স্নানের জন্য জল তুলে দিলো, বিছানার চাদর বদলালো, চুল্লীতে শুকনো কাঠ ছুঁড়ে দিলো। বেনফোর্ডের আচরণ যে ভগ্নীসুলভ, রণাঙ্গন ফেরৎ হেনরীও তা অনুভব করতে পারে।

কিন্তু মার্চ?—মার্চের নিঃশব্দ ব্যস্ততা তাকে অস্বস্তিতে ফেলে। নীরবতা মানেই রহস্যময়তা। হেনরীর মনে হলো, মার্চকে এ যাবৎ সে ভালোভাবে চাক্ষুসই করতে পারেনি। আড়ালে আড়ালে, আবছা অন্ধকারে সভয় আত্মগোপন এ মেয়ের স্বভাব হয়তো; কিন্তু সে কতখানি উর্বশী, তার ভাবনার গভীরতা কতদূর—এ সবের হদিশ পাবার জন্য হেনরীর স্বাভাবিক আগ্রহ। এখনই যদি খোলা পথে ঐ যুবতীর সঙ্গে তার মুলাকাৎ হয়, হেনরী হয়তো তাকে সনাক্তই করতে পারবে না। দুই নারীর অচ্ছেদ্য চক্রে বেনফোর্ড যতটা স্বচ্ছ, মার্চ ততটাই অস্বচ্ছ। হেনরীর মনে দোলা লাগে।

সেই দিনের সেই শীত-কুয়াশার রাত্রিতে মার্চ একটি বর্ণালী স্বপ্ন দেখলো। স্বপ্নে সে শুনতে পেলো, কে যেন গাইছে! গানের এক বিন্দু অর্থও তার কাছে বোধগম্য নয়, যদিও বড় মিষ্টি সুরেলা তরঙ্গ। সুর ভাসছে মৌ মৌ শ্যামলিমায়, বৃক্ষহীন রুক্ষ মাটির ওপর, সীমাহীন তিমিরের গভীরে, বহমান নদীর বুকে, দৃশ্যমান আগ্নেয় বসুধায়।

সুরের প্রভাবে আচ্ছন্ন মার্চের কান্না পেয়ে গেল। বহুকালের

পুষে-রাখা বেদনাবোধ হু হু করে ওঠে; সুরের লালনায় তাড়নায় মার্চ তুপ দাপ বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলো, বনের অলিখিত আইন ভেঙ্গে সে যেন এই তুয়ারেই দাঁড়িয়ে আছে, অর্থাৎ সেই রহস্যময় শেয়ালটা, যার জিভের তলা দিয়ে, দাঁতের ফোকর দিয়ে উচ্চারিত ঐ সুরেলাধ্বনি। ওলট পালট সন্ধান স্থির নিশ্চল হ'য়ে গেল ঐশ্চর্যময় জন্তুটাকে দেখে, গায়ের রং পাকা ধানের মতন হলুদ এবং উজ্জ্বল, একটা অকুতোভয় সন্ত্রাসবাদীর মতন দাঁড়িয়ে আছে। টানছে।

মার্চ তার কাছাকাছি এগিয়ে যেতেই সে গান থামায়, চঞ্চল ও সতর্ক হয়, ছুটে পালায়। আবার পরমুহূর্তে শেয়ালটা সান্নিধ্যে, তজ্জনিত বুনো গন্ধ ধক্ ক'রে নাকে এসে লাগে। মার্চ ছুঁয়ে দেখবার বাসনায় হাত বাড়াতেই শেয়ালটা প্রথম হিংস্র হ'য়ে উঠলো, ধারালো দাঁত বের ক'রে কামড়ে দিলো মার্চের হাতখানা। মার্চ তার আহত হাত চেপে ধরে। চারদিকে ঝুল ঝুল বাতুড় অন্ধকার, বুনো গন্ধ, মার্চ এই আচ্ছন্নতার গবাদ ভেঙ্গে পালাতে চাইলো। কিন্তু ততক্ষণে শেয়ালটা বুঝে নিয়েছে, তার প্রতিপক্ষ কত তুর্বল! মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোনগুলি জুড়ে কেবলই আচ্ছন্নতা। বাগে পেয়ে শেয়াল তার মোটা বুরুশ লেজটা মার্চের মুখের ওপর বুলিয়ে দেয় চকিতে। উপর্যুপরি কয়েকটা ছ্যাঁকা লাগলো যেন মার্চের কপালে, গালে, চিবুকে। বুঝি লেজটা আগুন দিয়ে মোড়া। মার্চের মুখ-চিবুক জ্বলছে,...হয়তো তার অকলঙ্ক কপালে এখন একটা বিরাট কালশিটে, ঠোঁট রক্তাক্ত, চিবুক ছড়ে গেছে। তীব্র যন্ত্রণায় গোঙাতে থাকে মার্চ।...

ঘুম ভেঙ্গে গেল।

শুয়ে থর থর মার্চ। গলা শুকিয়ে কাঠ। অন্ধকারে তার দৃষ্টি ঘুরতে থাকে। নিঃশব্দ। এইমাত্র একটা হাড্ডিগুড্ডি লড়াই শেষ

হলো যেন। ভীষণ দুর্বলতা অনুভব করে মার্চ। অসহনীয় মানসিক পরিস্থিতি··· ।

পরদিন সূর্যের হাসি ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মার্চের স্বপ্নটা নেহাৎই দূরাগত স্মৃতি হ'য়ে গেল। কাজের দাপটে যেন দাঁতে-নখে লড়াই, স্বপ্ন-টপ্ন বেপাত্তা।

সূর্যের মুখ ঢাকবার চেষ্টা চালাচ্ছে মেঘ ও কুয়াশা। কিন্তু সূর্য তার ক্রোধকে আজ পুঞ্জীভূত করে রেখেছে। ফলতঃ সর্বত্র একটা আনন্দ ও উল্লাসের হুটোপুটি।···

হাতের তেলোয় চুল গজাবে, তবু মার্চ তার দৈনন্দিন ব্যস্ততার হাত থেকে কোনদিনই রেহাই পাবে না। অবশ্য তীব্র এক অধিকারবোধেই সে কাজ করে; এটা ছেড়ে সেটা, সেটা ছেড়ে ওটায় লটকে থাকা। কোমরে মাফলার বেঁধে ঘর-দোর সাফসুরত্ করছে; দরজা-জানালা খুলে দিতেই রোদের ঝিলিকে লাফিয়ে ওঠে সব কিছু। চড়া হাঁক ভেসে আসে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কোন অতিকায় পাখির। মাকড়সার জাল, নোনার দাগ—এরা চিরস্থায়ী জেনেও সমানে ঝাড়ন ঘষছে মার্চ। তার খাড়াই মায়াময় চেহারা এইসব মুহূর্তগুলিকে দারুণ দীপ্ত এবং ঠিক যেন নারীসুলভ নয়।

এক রকম হামাগুড়ি দিয়ে সে ঢুকে পড়লো মুরগীর খোঁয়াড়ে; শান্ত হাতে টার্কি পাখিদের দূরে-দূরে সরিয়ে দেয়; অকথনীয় নোংরা, আবর্জনা ঠেলতে ঠেলতে বের করে আনে। ঐ দুর্গন্ধ তাকে পীড়িত করে না; তার কাছে বাঁচার এটাই সহজ প্রণালী। চোখের কোলে ঘাম, দু'খানা সোনালী হাতে আবর্জনার উল্কি, প্যান্টে ছোপ-ছোপ কালি-ঝুলি। সবুজ শিখায় জেগে-ওঠা একটি রক্তাভ আপেলের দিকে চেয়ে সামান্য হাসলো।···তারপর পেটের কাছে ঝুড়ি রেখে মুরগীর বুক থেকে ডিম ছিনিয়ে আনা, মুরগী আক্রোশে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে

থাকে,···আবার ভুলে যায়, অজস্র প্রসবাদের মায়া ও ক্রোধ ভীষণ ক্ষণস্থায়ী···এরপর মার্চের ছুতোরা কারিকুরি, অর্থাৎ চালাটাতে কয়েক টুকরো প্রমাণ সাইজের কাঠ গুঁজে দেওয়া, বেঞ্চগুলিতে আর একটু পালিশ···সর্বোপরি, হেঁসেল। রান্নাঘরে ঢুকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মার্চ—এখনো ব্রেকফাষ্ট হয়নি, প্রস্তুতই হয়নি। বেনফোর্ড আসুক, তারপর দু'জনে মিলে—।

মার্চ যখন মুরগীর বুক থেকে ডিম ছিনিয়ে আনছে, তখন বেনফোর্ডের কানের দু' পাশে বাতাসের শিষ—সাইকেলে উড়ে চলেছে ঘুমন্ত গ্রাম ও গঞ্জের দিকে। গাছগাছালি জুড়ে পাখিদের মেলা, তবু গ্রামের উপকণ্ঠে কী নিঃঝুম ভার। প্যাডেলে তার পা উঠছে নামছে।

যান্ত্রিক শব্দে একই চাপা আর্তি—কোন অনুকারী সঙ্গী নয়, আমার চাই খাদ্য, চাই উপকরণ। উদাসীন আর গম্ভীর এই সব বাড়ি আর দোকানগুলি। মুরগীদের খাবার কিনতে যায় বেনফোর্ড, তারা ফিরিয়ে দেয়; যতটুকু মেলে, প্রয়োজনের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎ-কর। চারদিকে কেবল নাই-নাই-খাই-খাই অনুভূতি। এই ১৯১৮ সনটাও পূর্বাপর বৎসরের মতন ভয়ঙ্কর। আকণ্ঠ মানুষের বহমান ধারাতে বিষাক্ত যুদ্ধকে নামিয়ে দিয়েছে কি সব শয়তানেরা। সব শুকিয়ে গেল! হঠাৎ এমন অভাব নেমে এলো! নরম স্বভাব বেনফোর্ড দুঃখে নিমজ্জিত। সাইকেল থেকে একবার নেমে চিক্‌চিকে দুই চোখ এক হাতে ঢেকে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর যা জুটলো, তাই নিয়েই ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। চাকা ঘোরে, একই চাপা আর্তি ওঠে···।

আর সেই যুবক, হেনরী, পুকুরঘাটে গিয়ে নিজের জামা-কাপড়গুলি ধুয়ে আনলো। চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে নিজেও একটু ঝকঝকে

হ'য়ে নিলো। চুল সুন্দর, চোখ সুন্দর, স্বাস্থ্য সুন্দর—বিলকুল মেয়ে পকাবার আড়কাঠি যেন। নিজেকে নিয়ে কোন ভয় বা, ভবিষ্যৎচিন্তা না থাকুক, অপরের প্রতি তার সতর্কতা ও উৎকর্ণতা সীমাহীন। বৃষস্কন্ধ সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে যখন সে পায়চারি করে, তার বলিষ্ঠতা নিঃসন্দেহে পরিমাপের বিষয়।

তো সকাল থেকে সে-ও কি করি, কি করি ; মার্চ ও বেনফোর্ড যে এখন একত্রিত হ'য়ে রান্নাঘরে, মালুম পায়। এখনো ব্রেকফাষ্ট তৈরী হয়নি, হয়তো এবার হবে।

এই সুযোগে হেনরী আবার ঘুর-ঘুর-ঘুর, বাড়ন্ত বয়সের কাঁচা উৎসাহ নিয়ে সব কিছু দেখছে, পরখ করছে। স্মৃতির সঙ্গে বর্তমানের মিল খুঁজতে গিয়ে যন্ত্রণাময় একটা আবেগও টের পাচ্ছে।

অতীতে কী ছিল, আর বর্তমানে কী আছে। অতীতে কড়া ধাতের দাদু ছিলেন, এখন নিষ্পর, রক্তের সম্পর্কহীন দুটি যুবতী।

সে মুরগীদের ছলা-কলা দেখে, পাতিহাঁসদের রকম-সকম উপভোগ করে।

এদের দুর্দশা অনেক, খুব চেষ্টা সত্বেও মানুষ ভাগ্যনির্ভর হতে বাধ্য।

গুটি কয়েক উঁচু উঁচু আপেল গাছ নজর কাড়লো। গাছগুলির যা পরিপুষ্টি, সম্ভবতঃ যুবতীদের ভালোবাসার গিঁট, যদিও বাড়তে বাড়তে এতখানি বেড়েছে যে মার্চের মতন লম্বা মেয়েও মগডালের ফলগুলিকে নাগালে পাবে না। দাদুর আমলে এই গাছগুলি হয়তো ছিল না, কিন্তু যা ছিল, সেটাও সুবিন্যস্ত অস্তিবাচক সৃষ্টি—একটি ছোট্ট টলমলে জলাশয়, যা এখন নেই।

মার্চ এবং বেনফোর্ড এসে দাঁড়াতে ক্ষোভে বাঙ্ময় হলো হেনরী, "এই আপেল গাছগুলির উত্তর দিকে একটা ছোট ডোবা ছিল। অনবরত জল তোলায় সেটা মজে গেছে ; সংস্কারের অভাবে সেটা একটা কুচ্ছিৎ গর্ত হয়ে আছে মাত্র।"

মার্চ এবং বেনফোর্ডের বড় গুণ, তারা অনেক সময় একেবারে নীরব থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে মৌন রইলো। ছোকরা বাউণ্ডুলে। বাউণ্ডুলেরা অনেক কিছুই বলতে পারে, জবাব দিতে নেই।

হেনরী ধরা গলায় বললো, "জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে, অদ্ভুত ধ্বংসস্তূপ।" দাদু সীমানার চারদিকে ঝাণ্ডা পুতে রাখতেন। এখন এর কোন সীমানা নেই। হেনরীর দুই চোখ নিপুণ গোয়েন্দার মতন বুদ্ধিদীপ্ত, আবার বালকসুলভ চাকচিক্যও আছে—যে কারণে সে সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। সামনের এই জঙ্গলগুলি সাফ করতে পারলে একটা গল্‌ফ্‌ লিঙ্ক বানিয়ে ফেলা যায়! পাইন আর ওক গাছগুলিকে ছন্দময় রেখে এখানেই কি একটা স্বপ্নময় বাংলোবাড়ি বানানো সম্ভব নয়?...

হেনরী, দুই মেয়ের দৃষ্টিতে, যথার্থ বাচাল নয়; তবে বড় ভোজনপ্রিয়। দারুণ খেতে পারে! কাল সন্ধ্যায় একরাশ রুটি উড়িয়ে দিলে!

এখনো মার্চ সরাসরি হেনরীর মুখের দিকে তাকাচ্ছে না, মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখছে। ঘুম থেকে উঠবার পর থেকে যুবকের উপস্থিতি সে তেমন অনুভব করেনি। কিন্তু এখন ওর খাকি পোশাকের দিকে চেয়ে চমকে উঠলো—

সেই স্বপ্নের শেয়ালটা যেন!

এই তাদের লোকায়ত পৃথিবী, যেখানে দুটি মেয়ের ব্যস্ততার যেন কোন আঁকাজোকা হয় না। ওদের দেখে হেনরীও উদ্বুদ্ধ হয়। ঘরে ঢুকে বন্দুকটা নেড়ে-চেড়ে দেখলো। চলন সই।

বন্দুকটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এলো সে। পায়ে পায়ে ঝোপের গভীরে ঢুকলো। পায়ের তলায় ভেজা মাটি, মাথার ওপর সবুজ ছায়া, তার সন্ধানী চোখ জ্বলতে থাকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে একটা বুনো খরগোশের সন্ধান পেলো। পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়

হওয়া মাত্র ট্রিগারে আঙ্গুল চেপে ধরে। লক্ষ্য অব্যর্থ। ছোট প্রাণীটা তির তির কাঁপতে কাঁপতে নিশ্চল। হেনরী ওর পিছনের পা ধরে টেনে তুললো শূন্যে—ছুটি চোখে অবিকল নীল মোহিনী।

শিষ দিতে থাকে হেনরী। একটি অবলুপ্ত সুর গাছের পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নাচে। শিকারের আরো রোখ তাকে সামনে টেনে নিয়ে যায়। ভাঙ্গা, পরিত্যক্ত রেলপথের মাঝামাঝি সে এসে যখন দাঁড়ায়, তাকে এক পুরাতনী বিজয়ীর প্রতিমূর্তি বলে মনে হয়।

এক ঝাঁক বুনো হাঁস তখনই উড়ে আসছিল তার মাথার ওপর দিয়ে। সেই আঁকিবুকির বনেটে গুলি ছুঁড়লো সে। এবারও সফল। একটা ধূসর রঙের হাঁস শেষবারের মতন পাখা ঝাপটে মুখ থুবড়ে পড়লো।···

শিকার হাতে সোল্লাসে যুবতীদের আস্তানায় ফিরে এলো হেনরী।

যুবতীরা কোনদিন তাদের হেঁসেলে এতখানি মাংস একসঙ্গে পায়নি।

তিনজনই পরিতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ।

মেয়েরা অনুভব করে, হেনরী ইতিমধ্যেই তাদের আতিথ্যের মূল্য মিটিয়ে দিয়েছে। হেনরী কিন্তু এখনো জানায়নি, কখন সে মেয়েদের আস্তানা ছেড়ে অন্যত্র রওনা দেবে। মেয়েরাও যে এ নিয়ে বিশেষ ভাবিত, মনে হয় না। বরং, হেনরী যখন তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, যেন বিশেষ একটা খুশির অনুভূতি খেলে যায় বেনফোর্ড অথবা, মার্চের রক্তে।

বিকেলে গ্রামের অভ্যন্তরে গেল হেনরী, এদিক সেদিক চক্কর কেটে আবার ফিরেও এলো চায়ের আসরে। তার মুখাবয়ব ও দৃষ্টিতে পরিবর্তনের কোন ছাপ নেই। সেই একই কণ্ঠস্বর এবং

উষ্ণ নিঃশ্বাস। মৃদু হাসি হেসে হেসে টুপিটা টাঙ্গিয়ে রাখলো দেয়ালে। হাত দুটো পিছনে রেখে সে যেন কিছু ভাবতে থাকে।

চায়ের টেবিল সাজানো হয়ে যাওয়ায় তিনজনই মুখোমুখি বসবার দুর্লভ সুযোগ পেল। হেনরী হাত দুটো ঘষতে ঘষতে আসন নিলো। সে জানে, এই টেবিলে বসে তাকে একটা বক্তব্য রাখতে হবে। বক্তব্য বা, সিদ্ধান্ত।

"দেখুন", যুবতীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে হেনরী, "আমার এখন কি করণীয়?"

অদ্ভুত প্রশ্ন। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থেকে প্রশ্নটার অর্থ ধরতে চাইলো বেনফোর্ড। তারপর তার স্বর ঈষৎ ধারালো হয়ে ওঠে, "কি করা উচিত বলে, আপনি নিজে মনে করেন?"

"এই গ্রামে কার কাছে আশ্রয় খুঁজতে যাবো?"

—হেনরীর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসাটাও বেনফোর্ডের কাছে বিচিত্র বলে মনে হয়। সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "সেটা তো আমি বলতে পারি না। আপনি কোথায় ঠিক করেছেন?"

হেনরী চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। সুদূর অতীতের সঙ্গে এই অপরিচিত বর্তমান তার বুকের মধ্যে চাপা চাপা গুঞ্জন তুলছে।

বেনফোর্ডের আঙ্গুলের মাথাগুলি শাদা বর্ণ, পটটার ওপর আঙ্গুলগুলি বসে আছে।

"মানে", হেনরীর দ্বিধা-জড়িত স্বর, "গ্রামের ভেতরে ঢুকে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলাম, এ এলাকায় আরো নাকি জনা দশেক সৈন্য এসে ঢুকেছে আশ্রয়ের সন্ধানে। সঙ্গে একজন কর্পোরালও আছেন। তারা একটা আস্তানা গড়তে পেরেছে, যেখানে আমি ঠাঁই পেলেও পেতে পারি। কিন্তু সমস্যাটা হলো বিছানার—বিছানা পাবো কোথায়?"

হেনরী আবার এমনভাবে কথা শেষ করলো, যেন দায়িত্বটা যুবতীদের। বেশ একটা আলগা নিস্পৃহ ভাব তার।

সব কটা শব্দ মিলিত হয়েও শূন্য শাদা হয়ে রইলো। কথা যা হচ্ছে, হেনরী ও বেনফোর্ডের মধ্যে। তৃতীয় জন, মার্চ, নীরব। ত্ব' এক পলক বেনফোর্ডের মুখের দিকে সে তাকিয়েছিল। অস্ফুটে কিছু বলতে গিয়েও বললো না। তারপর টেবিলের ওপর কনুই রেখে হাতের পাতায় নিজের ঠাণ্ডা গাল নামিয়ে দিলো। অবচেতন মনে তাকিয়ে রইলো হেনরীর মুখের দিকে।

হেনরী, চিন্তাশূন্য থাকবার চেষ্টা করা সত্বেও ক্রমশ গম্ভীর, হঠাৎ মুখ তুলতেই খুব কাছ থেকে দেখতে পেলো, মার্চের কমনীয় মুখাবয়ব এবং বড় বড় ত্বটো নীল স্বপ্নালু চোখ। প্রকৃতপক্ষে এই প্রথম তাদের ত্ব' জনের দৃষ্টি বিনিময় হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে দারুণ অনুরণন, যার প্রভাবে হেনরী পর্যন্ত চমকে উঠলো। কেঁপে উঠলো মার্চ, কেঁপে উঠলো তার পাতলা ঠোঁট ত্বটো।...কোন নারীর মায়াময় প্রভাবে এই প্রথম বিচলিত বোধ করে হেনরী। কাল অন্ধকারে যাকে সে দেখতে পায়নি, সকালেও যাকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি, সে এই তো নাগালের মধ্যে, এক ফালি আলো এসে পড়েছে ওর রক্তাভ গালের ওপর। মুহূর্তটি এত সূক্ষ্ম যে হেনরী তার বুকের মধ্যে কি ঘটে চলেছে বুঝে উঠতে পারছে না। সে ক্ষণিকের জন্য হলেও বিভোর হ'য়ে পড়ে। জড়ানো গলায় কিছু একটা বলতে গিয়েও নীরব থেকে মার্চকে লক্ষ্য করে। দাপ্ত স্তন, গর্বিত গ্রীবা, সোনালী চামড়ায় মোড়া টসটসে স্বাস্থ্য। অপার্থিব, আদিম শরীর, নীল চোখ, রহস্যময় লালচে ত্বই ঠোঁট—হেনরীর গায়ে কাঁটা দেয়।

মার্চের অনুভূতি আরো মারাত্মক। দারুণ লজ্জা তার ত্বই গালে রক্ত মাখিয়ে দেয়। অদ্ভুত দৃষ্টি ঐ অনিন্দ্যকান্তি আগন্তুকের, যেখানে চকিতে বিত্যুতের চমক আমাকে একেবারে বিদ্ধ করে দিলো!

হেনরী অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেও মার্চ কম্পনের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। কী অনিবার্য আকর্ষণ ও তজ্জনিত আচ্ছন্নতা—ঠিক যেন সেই চতুর শেয়ালটা হঠাৎ খুব কাছাকাছি এসে গেছে! গভীর যন্ত্রণায় ও ঘুমের অতলান্তিক প্রভাবে মার্চ নতমুখী হলো।...

"কোথায়, কিভাবে আশ্রয় জুটবে আপনার আমার মশাই জানা নেই।"

—বেনফোর্ড কিন্তু বলে চলেছে। আজ, এখন, তাকে যথেষ্ট বিরক্ত মনে হচ্ছে। একটা অপ্রীতিকর ভাবনা নিয়ে সে নাড়াচাড়া করছে। ভাবনাটা সরল ও আতঙ্কবিহীন। সমর্থনের আশায় মার্চের দিকে তাকাতে তার বিরক্তি আরো বৃদ্ধি পায়—কী রে বাবা, মার্চটা এমন কুঁকড়ে বসে আছে কেন? যাচ্ছেতাই! একেবারে ভিত্তিহীন ওর এই লজ্জা ও নীরবতা!

"তুই কিছু বল।"

—মার্চকে সচেতন করে দেবার চেষ্টা করে বেনফোর্ড।

সিদ্ধান্ত তো তার একার হতে পারে না। অথচ বান্ধবীটা ইদানীং বড় কুয়াশা আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকছে।

এসব বেনফোর্ডের বিলকুল না-পছন্দ।

বেনফোর্ডের উত্তাপ সহজে মার্চকে স্পর্শ করে না। সে একদম অন্যরকম হ'য়ে গেছে। বরাবরই শান্ত, সহিষ্ণু। আজকাল তদুপরি, স্বপ্নকাতর। এখন দৃষ্টি বিস্ফারিত, স্বর নিরুত্তর। হেনরী আবার তাকে দেখছে। নাটকীয়ভাবে চারচক্ষু মিলনের পর এখন সচেতন, সঙ্কোচহীন দৃষ্টিপাত, অবশ্য হেনরী কখনোই তার মুগ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারছে না—সুন্দরী একটি স্বতন্ত্র দ্বীপের মতন।

"কি ব্যাপার! চুপ করে আছিস কেন? বল।"—

বেনফোর্ডের তাড়া খেয়ে সচেতন না হ'য়ে পারে না মার্চ। ধীরে ধীরে বাস্তবে ও সম্বিতে ফিরে আসে। বেনফোর্ডের দিকে তার

সুশ্রী মুখখানা তুলে বললো, "আমার কাছ থেকে তুই কি উত্তর আশা করিস ?"

মার্চের কথা শুনে বেনফোর্ড অবাক, "তোর কি অভিমত, সেটাই জানতে চাইছি। এখানে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন আশা-নিরাশার ব্যাপার নেই।"

প্রাণহীন গুমোট নীরবতা। হেনরীর চোখে বিন্দুর মতন আলো জ্বলছে, যা তীক্ষ্ণ এবং অপ্রতিরোধ্য। সে যেন বলতে চাইছে, আমি এখানে আছি দৈবাৎ মঙ্গলের জন্যই ; আবার অন্যত্রও থাকতে পারি এবং সেক্ষেত্রে আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না।

"অর্থাৎ সিদ্ধান্তটা আমাকেই নিতে হচ্ছে", মার্চের একচোবাভাবে হতাশ হয়ে বেনফোর্ড বললো, "হেনরী, আপনার যদি ইচ্ছে থাকে, এখানেই অবস্থান করতে পারেন।"

তখনই অনাড়ষ্ট হেনরীর মুখে আলোর ছটা। বুদ্ধিদীপ্ত শানিত হাসি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সে তার মাথাটা একটু নীচু ক'রে, চোখ সরু ক'রে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে মার্চের দিকে।

"এটা এখন আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করছে, হেনরী।"

বেনফোর্ড আর এক দফা ঝালিয়ে নিচ্ছে, "আপনার যদি অসুবিধে হয়, আমরা আপনাকে আটকাবো না। আর যদি এখানেই থাকতে চান, আমাদের কোন আপত্তি নেই।"

তখনো হেনরী তার সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে না। মাথা হেট করে আছে। যেন বেশ মৌজ ক'রে মৌতাত আনছে। গাছের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাস পরিবেশটার গাম্ভীর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনজনকে ঘিরে একটা থমথমে হাওয়া দানা বাঁধবার সম্ভাবনায়।

তারপর হেনরী মুখ তুললো, অস্বাভাবিক চকচকে চোখ ও দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা প্রথমেই পরিমাপ করে নিলো মার্চকে।

দাঁতে দাঁত কেটে মার্চ তার মুখ সরিয়ে নেয়। রহস্যময় ঐ

আবেদনে তার বুকজোড়া যন্ত্রণা, সে ঠোঁট কামড়ে ধরে, বুঝি কোন অজ্ঞাত ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হলো।

তার ঠোঁট ভেজা ভেজা, সে আবার একটি বিচিত্র স্বপ্নের কবলে অসহায়, ম্লান।

বেনফোর্ড এদের রহস্যজনক অভিব্যক্তি দেখে কিঞ্চিৎ হতভম্ব। মার্চের দিকে নিবদ্ধ হেনরীর একরোখা দৃষ্টিকে অনুসরণ করে, কিছু একটা বুঝবার চেষ্টা করে। ছেলেটার ঠোঁটে কেমন চাপা হাসি, চোখে ঝিলিক, চিবুক ঝকঝকে। হয়তো ও বিপজ্জনক অথবা, কিছুই নয়। সে কি একটা ঝুঁকি নিতে চলেছে? না, তা হবে না। নীলচে গোলাপী আকাশ অভয় দিচ্ছে।

অবশ্য হেনরীর কাছে এই বেসামাল তন্ময়তা ক্ষণিকের। পর মুহূর্তে মার্চের বিষাদ ও অদ্ভুত রোমাঞ্চ মাখা মুখ থেকে চোখ তুলে পরিবর্তিত দৃষ্টিতে সে বেনফোর্ডের দিকে তাকায়।

"আমি সুনিশ্চিত", স্তূপাকৃত আবেগকে সে মৃদু সৌজন্যের সঙ্গে প্রকাশ করতে থাকে, "আপনারা বড় ভালো, সজ্জন, স্নেহশীলা। দারুণ ভালোমানুষ আপনারা। আমার এমন হঠাৎ উপস্থিতি এবং অবস্থানকে যেভাবে মেনে নিলেন, তা বিরল। আমাকে নিয়ে যে বিব্রত বোধ করছেন না, এটাই আমার পরম প্রাপ্তি।"

"মার্চ, এক টুকরো রুটি কেটে নাও", মার্চকে অস্বস্তির সঙ্গে নির্দেশ দিয়ে বেনফোর্ড আবার তাজা, জীবন্ত হেনরীর দিকে তাকিয়ে বলে, "আপনি যদি এখানে থাকেন, আমাদের বিব্রত হবার কোন কারণ থাকবে না। মনে করবো, আমার নিজের ভাই দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে আমার ভাই ঠিক তোমারই মতন।"

"সহানুভূতির ক্ষেত্রে আপনাদের কোন তুলনা হয় না", আবেগে যুবকের জীবন্ত-ভাবটা দ্বিগুণ হ'য়ে ওঠে, "আপনারা যদি কোন অসুবিধে বোধ না করেন, আমি এখানে থাকতে পেরে নিজেকে সবচেয়ে সুখী ও ভাগ্যবান মনে করবো।"

"তবে আমার একটা আবেদন আছে", হেনরী বললো, "থাকা-খাওয়া বাবদ আমার কাছ থেকে কিছু খরচ আপনাদের নিতে হবে। তা ছাড়া, আপনাদের সঙ্গে আমিও পরিশ্রম করবো।"

সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ-হৃদয় বেনফোর্ড দাবড়ে প্রায় ঘাবড়ে দেয় হেনরীকে, "খরচের ব্যাপার নিয়ে তোমাকে মাথা না ঘামালেও চলবে।"

হেনরী মৃদু হেসে মাথা হেট করে; দৃষ্টি ঊর্ধমুখী ক'রে মার্চকে দেখে।

এই যুবক যেন এই প্রথম তার ইপ্সিত নারীকে দেখছে, শুনতে পাচ্ছে, নারী-দেহের ছোট ছোট নিঃশ্বাস এবং হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন।

বনে প্রকৃতির নিষ্ঠুর কামড় সত্বেও রূপমাধুরী ফোটাতে অন্ততঃ পাখিরা গান গায়। পাখিদের গান সকলের ভালো লাগার কথা নয়। অনেকে তো আবার দুঃখও পায়। মার্চ স্বপ্নে আর শেয়াল না দেখলেও সেই ছবিটা সমস্ত অনুভূতি আচ্ছন্ন ক'রে মস্তিষ্কে গিয়ে বাসা বেঁধে আছে। শেয়ালের গাত্রবর্ণ চটকদার, নিশ্চয় সুঠাম দেহ-ভঙ্গি, মুখটা গর্বিত বলেই মনে হয়, আর উড়ন্ত পাখির ডানার মতন ওর পিছনের পা দুটো অর্থাৎ যখন সে ছুটছে। মুক্তি-মূল্য হয়তো কেউ দেবে, হয়তো একটা প্রাসাদ। প্রাসাদে কে? শেয়ালটা?··· দূরে গ্রাম আছে, পাড়া আছে এবং দুটি যুবতীর মধ্যে একটি যুবক। কুৎসিত কথাগুলি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়, গুজব বরাবরই নোংরা, রস ও বিদ্বেষভরা কণ্ঠে কিছু না বলতে পারলে পৃথিবীর সমস্ত বাসিন্দেরা আত্মহত্যা করতো। মজাটা আরো বাড়ে, যখন এর তার সম্পর্কে খুব সাবধানে, ফিস ফিস করে আর ঠারে ঠোরে রসালো হয়ে ওঠে।

বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে বড় বড় পা ফেলে হাঁটছে, বুঝি খেতাবটা

উদ্ধার করেছে পূর্ব-পুরুষের। চোখ তো নয়, পদ্মরাগমণি—অন্তঃস্থল অব্দি দেখতে পায়। ভেজা স্পঞ্জের মতন ঘাসের ওপর দিয়ে যখন হাঁটে, যেন একটা শেয়াল মুখরোচক কিছুর সন্ধান পেয়েছে। ওর আগমনে অন্য রকমের এক জীবন ফুটে উঠছে—অন্য ধরণের অনুভূতি আর ভাবধারা।···

···তারপর একটি বা, দুটি দিন গত হলো। যুবক এই ফার্মের তৃতীয় বাসিন্দা। বেশ একটা গার্হস্থ্যের ভাব এসে গেছে তার এ রকম স্বল্প সময়ের মধ্যেই। বেনফোর্ড, যার কোন চিনচিনে মাথা-ব্যথা নেই, হেনরীর আচারে-আচরণে খুব প্রীত। বাহ্—কী চমৎকার নম্র ও ভদ্র; প্রায় বয়ঃসন্ধিকালে অবস্থান করেও নিজের সম্পর্কে বাগাড়ম্বর করে না; স্বচ্ছ সাবলীল এক স্পন্দন ওর শরীরে; বেনফোর্ডের উক্তিগুলি মনযোগ দিয়ে শোনে এবং যথাসময়ে যথা-যোগ্য গুরুত্বের সঙ্গে হেসে ওঠে। স্বতঃস্ফূর্ত এবং কৌতুকময় হাসি। রাতের ঘন নিস্তব্ধতায় তার হাসি প্রায় চিৎকার হয়ে বাজে। যেন চারদিকে জানানো হলোঃ কেবলমাত্র ত্বু'জন যুবতী নয়, একজন দারুণ সাহসী যুবকও রয়েছে বেইলি ফার্মে।

···সাহায্যের জন্য হাত তো বাড়িয়েই আছে, যদিও খুব একটা কাজ তাকে করতে দেওয়া হয় না। সত্যি কথা বলতে কি বেইলি ফার্ম মার্চ এবং বেনফোর্ডের বিস্তৃত সাম্রাজ্য, হেনরীর ভূমিকা যেখানে সাদামাটা।

আবার হেনরীর কার্যকারিতা তার পরিধি নির্ণয় করে বন্দুকে, যেটা কাঁধে তুলে নিয়ে বনে-বাদাড়ে টো টো ক'রে বেড়ানোয় তার খুব উল্লাস। শিকারের সন্ধান না পাওয়া অব্দি অস্থির আক্ষেপ। ঝোপ-ঝাড় ঠেলা দিয়ে উঁকি মারে, শিকার খোঁজে। এক জোড়া উজ্জ্বল চোখ নিয়ে বনময় পটভূমিতে সে প্রকৃতার্থে স্বাধীন।

তবে হেনরী তো কেবল শিকার খোঁজে না। সে সমান প্রেরণায়

সন্ধান করে এবং লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করে আর একজনকে—মার্চ। রহস্যময়ী আজো সমান দূরত্বে এবং এই দূরত্বই সময় সময় তাকে উন্মত্ত করে দেয়। একটি উদ্দীপনাময় স্বাস্থ্যবান যুবকের মতন চেহারা ঐ প্রায়-নীরব যুবতীর, বিধাতা-পটুয়ার অপূর্ব সৃষ্টি, পুরুষকে গুরুভারে নিষ্পেষিত করবেই! মার্চের চোখের দিকে তাকালে হেনরীর ভেতরে রোমাঞ্চকর উত্তেজনা শিরশিরিয়ে ওঠে, কামভাব অস্বীকার করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও জাগে, এই বুঝি তার মনের অবস্থা মেয়েরা টের পেয়ে গেল! তা হ'লে আর লজ্জার অবধি থাকবে না! মাথাটা লাট্টুর মতন পাক খায়। এ বড় তীব্র ও গোপনীয়! অবশ্য ভালোমানুষের মতন হাঁক পেড়ে কথা বলায় হেনরীর কোন জুড়ি নেই। সময় সময় মার্চের অপ্রস্তুত অথবা, সচেতন চতুর কথাবার্তা শুনে সে প্রকাশ্যে সশব্দে হেসে ওঠে এবং এভাবেই বুঝিয়ে দিতে চায়, আমার বুকের মধ্যে বরফগলা শুরু হয়নি।

কিন্তু এমন কতদিন চলতে পারে?

নির্জনে বসে সে উচ্চারণ করে, মার্চের দিকে আমাকে এগিয়ে যেতেই হবে! আমি ওর প্রভাব অতিক্রম করতে পারছি না। এটা প্রবল অনুরাগ, যা ব্যর্থ হ'লে নোংরাভাবে ঈর্ষা জেগে উঠবে।

বাসনা যতই তীব্র হয়ে ওঠে, ছটফটিয়ে হেনরী ততই বনের অভ্যন্তরে যায়, শিকার খোঁজে, গুলি ছোড়ে, সবুজ বনে রক্ত ছিটিয়ে ফিরে আসে।···

হেনরী ক্রমশই একটু একটু ক'রে কঠিন ও গম্ভীর। শরীরটা ক্ষয়রোগের রোগীর মতন বিশ্রী গরম। সূঁচলো চিবুকে বন্দুকের হিম নলটা ঘষে। এখনো অসম্ভব পরিমাণে খায়। সসেজ, রুটি, শিকারের মাংস, কদাচিৎ সার্ডিন মাছ। কিন্তু পরম পরিতোষের সঙ্গে সিগারেট টানতে পারে না। খুব অস্বস্তি।

তখন ধূসর সান্ধ্যকাল। কিছুক্ষণ আগের শেষ-নভেম্বরের এক

পশলা মিহি বৃষ্টিপাতে চারদিক কমনীয়, তেলতেলে। হিসহিসে হাসির মিষ্টি ফোড়ন উপভোগ করতে করতে আগুয়ান হেনরী ফার্মের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার নজর আটকে যায়—বসবার ঘরটায় আগুন রঙ আলো জ্বলছে জানালা বরাবর। অন্ধকারে জড়িয়ে থাকা বাড়িটার মধ্যে ঐটুকুমাত্র আলোর সংকেত। দেখতে দেখতে এক অভূতপূর্ব স্বপ্নময়তায় আচ্ছন্ন হয় হেনরী, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। হঠাৎ, ঠিক তখনই, এক অধিকার-স্পৃহায় সে নিজেকে পীড়িতবোধ করে। শক্ত পেশীবহুল চেহারাটা টন টন করতে থাকে। আমার জীবনে একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে, যদি এই জায়গা ও খামারবাড়িটার ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারি। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? কে রাণীর মতন বরদা হাসি হাসবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে? ওরা কি গভীর স্বরে, কোমল কণ্ঠে অতখানি সনদ লিখে দিতে পারে? এটা কি আদৌ সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব এবং তা হতে পারে একমাত্র তখনই, যদি আমি ঐ দুটি মেয়ের যে কোন একটিকে বিয়ে করতে পারি। দু'জনের একজন। কিন্তু কোনজন? কার প্রতি আমার মোহ? মার্চ। আহ্, ঠিক মার্চ-ই···সেই মার্জিত, রহস্যময়ী,··· আয়নার সামনে নিচু একটা আরাম-চেয়ারে বসে কদাচিৎ চুল বাঁধতে বসে। বিরল দৃশ্য···লম্বা আর ঘন তার চুল, নেমে এসেছে হাঁটুর ওপর···যতবড় চওড়া পিঠ, ততটাই সুদৃঢ় দুটি স্তন···কিন্তু আবছা আবছা, রহস্যময়, তার দেহ সৌষ্ঠবের সঙ্গে দুর্ভেদ্য বর্মের মতন এই যে রহস্যময়তা, আমাকে প্রায়শই মাতাল করে তোলে,—আমি তো শক্তি স্বাস্থ্যে ভরপুর, যৌন-সম্পর্কের গোপন রহস্য যখন আমাকে তাতায়,···অন্য কোন পুরুষ মার্চকে আলিঙ্গন করবে একথা কল্পনা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। একমাত্র আমিই নির্লজ্জ দুঃসাহসী দুই হাত মেলে ওকে জড়িয়ে ধরবার অধিকার অর্জন করবো। আমার নিশ্চিত প্রত্যয়,—ছুতোর ঘর, রান্নাবাড়ি, খোঁয়াড়, চালাঘরের নিচে

এক অজানা আনন্দে আমরা দু'জন দু'জনকে ভরিয়ে তুলবো। কিন্তু—কিন্তু বেনফোর্ডের কণ্ঠস্বর আছে, যে বেনফোর্ড মায়ের মতন, দিদির মতন; তার কাছে এই বার্তা কি প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে?··· না, মার্চকে আমার চাই-ই!

কিয়ৎক্ষণ আলোকোজ্জ্বল খোলা জানালাটার দিকে চেয়ে সে স্থানুবৎ, প্রাণপণে নিঃশ্বাস টেনে টেনে কিসের আভাস পেতে চাইছে। তখনো তার হাতে নিহত খরগোস। এলোমেলো বাসনা কঠিন শপথে পবিণত। তার মনে হলো, সিদ্ধান্তটা খুবই যুৎসই এবং বাস্তব; তবে খুব হিসেব ক'রে পা ফেলতে হবে। অন্যায়টা কোথায়? আমি কেন স্বাস্থ্যবতী মেয়েটিকে স্ত্রী হিসেবে পেতে পারবো না? এবং সেই সঙ্গে এই ফার্মের অংশীদারী? দারুণ পরিচিত ও বোধগম্য একটা সমাধান। তাই না?

কেউ কি এটাকে অবাস্তব ও হাস্যকর বলতে পারে? হেনরী নিজের সঙ্গে শব্দহীন গভীর আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে এক ঝাঁক নির্বাক প্রশ্ন ও তাদের জবাব। কঠিন রেখায় ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠছে; আবার প্রশস্ত সম্ভাবনায় দুটি চোখ হাসতে থাকে।

হয়তো মার্চ আমার চেয়ে বয়সে বড়, যদিও এর কোন সবুদ নেই। আর যদি বড়ই হয়, তাতে এমন কি অসুবিধে ঘটবে? অমন স্বাস্থ্যবতী রূপবতী যে কোন বয়সী পুরুষকেই গরম করে রাখতে পারবে রাতভোর। যৌন হতাশার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বরং,, এমন তনু, ঘন চোখ, কালো চুল, টসটসে চাবুক চেহারা—যে কোন পুরুষের বুকে শিহরণ তোলার পক্ষে অঢেল। হাজারে এক।

আরে না, বয়সে মার্চ হয়তো আমার কিছুটা ছোটই হবে।

আমি, হেনরী—যুদ্ধ ফেরৎ সৈনিক—সব দিক দিয়ে ওর চেয়ে বড়। আমি অনায়াসে, স্বাধিকারে তার প্রভু হবো।···

হেনরী চেয়ে আছে। একফালি জমির উপর তার পায়ের দাগ। পিছনে দশ-পনেরোটা লাইম গাছ। সমাধি-স্তম্ভের মতন ঐ খোঁয়াড়-ঘরটা। আপেল বনের উত্তরে আবার একটা ছাতলা পড়া বদ্ধজলের ডোবা সৃষ্টি হবে, যখন এই বেইলি ফার্মে কর্তৃত্ব করবে হেনরী। কিন্তু তার এই বাসনা নিজের কাছেই গভীর গোপনায়। কারণ, ব্যাপারটা অবশ্যই সাংঘাতিক রকমের অনিশ্চিত—অনেকটা শব্দ লক্ষ্য ক'রে তীর ছুঁড়ে মারবার মতন। লক্ষ্যভ্রষ্টতার সম্ভাবনা খুব। আসলে সে খেয়াল রাখবে, তার এক-একটা ছোট-খাটো চালে ঘটনার জল কোন খাতে গড়াচ্ছে। হুঁ, হেনরী, তুমি বাছা খুব হুঁশিয়ারীর সঙ্গে চাল চেলো। তোমার পর্যবেক্ষণ এখনো শেষ হয়নি। ভেবো না, মেয়েদের তুমি খুব চিনতে পেরেছো।

না, না, তেমন দাবি আমি করি না।

সাবধানে চলবে।

চলবো।

ফুর ফুরে বাতাসে কামড় খেতে খেতেও হেনরী ছক কাটছে। চতুর না হতে পারলে বাজি মাৎ অর্থাৎ কোন যুবতীকে মাৎ ক'রে দেওয়া যায় না। আর বরফ গলবার আগেই হেনরীর মনভাব যদি একবার টের পায়, মার্চ তাকে অনায়াসে উপেক্ষা করবে। আজ যদি হাঁদার মতন মার্চের সামনে গিয়ে সে গদ গদ স্বরে আবেদন জানায়, "মিস মার্চ, মাই ডার্লিং, আমি তোমাকে বহুত্ পেয়ার করি, তুমি আমার কলিজা; আমি তোমাকে শাদী করতে চাই!" সঙ্গে সঙ্গে মূর্খের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে মার্চের তরফ থেকে একটাই জবাব ছিটকে আসবে, "এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে যান।

আপনার মতন বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা হ'য়ে ঝুলবার কোন বাসনা আমার নেই!"

কী লজ্জা! কী লজ্জা! কাজিয়া করবারও কোন সুযোগ এখানে থাকবে না।

বুদ্ধির দোষে কত পুরুষ যে এভাবে অপমানিত হয়েছে! না, হেনরী অত বুদ্ধু বনতে রাজি নয়। তফাতে তফাতে থেকে কেবলই সুযোগ খুঁজবে এবং সম্মোহন করবে। শান্ত ও ভদ্রভাবে থাকবার একটা সুফল আছেই।

হেনরী একজন শিকারী এবং এক্ষেত্রে তার ভূমিকা শিকারের প্রতি শিকারীর; সেই কারণে স্বস্তি নেই, স্বস্তি বড় ঠুনকো জিনিস।

দাপাদাপি করা যেমন মূর্খের স্বভাব, মেনীমুখো পুরুষও তেমনি না-পাত্তা।

একটা হরিণ বা একটা খরগোসকে শিকার করতে গেলে যেমন যেমন কেরামতির দরকার, মার্চ-বিজয়েও সবগুলি একত্রিত হবে।

বনে ঢুকে যদি কোন শিকারী সদ্যদৃষ্ট হরিণকে উদ্দেশ্য করে বলে, "ওহে, তুমি একটু স্থির হ'য়ে আমার বন্দুকের নাগালের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকো তো", হরিণ কেমনধারা ফ্যাকাসে মেরে না গিয়ে নিমিষে পিছনের তু'খানি সরু পা দেখিয়ে ভোকাট্টা হবে। আরে বাস, এটাও যুদ্ধ, যুদ্ধেরই মতন ঠাসা-চাপা শক্তি ও বুদ্ধির গন্ধমাদন। হরিণ শিকার যদি করতে চাও, নিজেরই ভেতর তন্ময় হয়ে থাকো; মনে করো, তুমি নিজে একটা হরিণ—হঠাৎ এক শিকারীর মুখোমুখি। শিকারী যদি বন্দুক তুলে তোমাকে মারবার জন্য প্রথমেই চেষ্টা চালায়, তুমি অবশ্যই সর্বশক্তি দিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তুমি যদি হঠাৎ শিকারীর চোখের দিকে তাকাও এবং শিকারীর দৃষ্টি যদি অন্তভেদী হয়; তোমার ভেতর এক ধরণের

জড়ত্ব নেমে আসবে, তুমি বিহ্বল হ'য়ে পড়বে এবং তোমার চলৎ-শক্তি প্রভাবিত হতে পারে।

আর তুমি, শিকারী, একটি পলাতকা হরিণীর মানসিকতাকে অনুধাবন করো, নিবিড় চিন্তায় এঁকে নাও ওর চতুরতা ও সতর্কতা··· ভাবতে ভাবতে আরো সংযত হবে, দৃঢ় হবে, নিঃশব্দে পাহাড়ের সানুদেশে উপস্থিত হবে এবং তখনই শিকার তোমার নাগালের মধ্যে।

'শিকার করতে চলেছি'—এই মহা তাঁ্যাদড় অহঙ্কার থাকলেই প্রকৃত শিকারী হওয়া যায় না। একটা আপাতঃ নির্লিপ্ত শেয়ালের মতন হতে হবে, প্রতিটি ফাঁক ফোঁকর খুঁটতে খুঁটতে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এ একটা সাধনার ব্যাপার।

এখানে অহমিকা মানেই হঠকারিতা। অতিরিক্ত সাহসেরও প্রয়োজন দেখি না। তেরিয়া স্বভাবের লোক কোনদিন জাত-শিকারী হয় না। আবার ভয়-ভীতিতে জবুথবু হ'য়ে থাকলে তার পক্ষে তো বন্দুক কাঁধে করাই বাতুলতা। আসলে যা প্রয়োজন, তা হলো শিকারের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভ্রম, আত্মবিশ্বাস এবং সতর্কতা।

তবে, হ্যাঁ, সর্বোপরি রয়েছে ভাগ্য এবং ভাগ্যকে জয় করবার মতন স্থিরতা তথা প্রবল ইচ্ছা-শক্তি। এই ইচ্ছা-শক্তির সাহায্যে তুমি নিজের ভাগ্যকে জয় ক'রে হরিণের ভাগ্যকে কব্জা করবে। এই ইচ্ছা-শক্তির জোরে তোমার ইপ্সিতজনের মনকে হিম করে দেবে, তার বুদ্ধিসুদ্ধি ক্রমশই তোমার নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে।

প্রথমতঃ, একে বলা যায়, বশীকরণ বা সম্মোহনবিদ্যা। শিকার হরিণটিকে চাক্ষুষ করবার আগেই শিকারী সেই হরিণের মনে চালান করে দিচ্ছে নিজের প্রভাব। এবং তখন স্বভাবচ্যুত হরিণ নিজের সঙ্গে লড়াই শুরু ক'রে দেবে এই অপরিচিত মানসিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে। তোমার কোন ঘ্রাণ পাবার আগেই এমত মানসিক বিপর্যয়, যা কিনা এক সাংঘাতিক যুদ্ধ, যা সর্বদাই অদৃশ্য। অন্তিম মুহূর্তে

বুলেট বিদ্ধ হবার পূর্বক্ষণ অব্দি সে এই আচ্ছন্নতার ঘেরাটোপ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারলো না।

তুমি যদি তোমার গলদে ভরা মাথাটা নিয়ে অহমিকায় ডগমগ হ'য়ে ভাবো, শিকার করাটা আমার কাছে নস্যি এবং এই মানসিকতার বশবর্তী হ'য়ে হরিণটাকে দেখামাত্রই ট্রিগারে আঙ্গুল টেপো, একথা কারো কাছে অবিদিত থাকবে না, শিকারী হিসেবে তুমি একটি শূন্যগর্ভ। প্রবল বাসনাই তো আত্মবিকাশ, যা তোমায় বলে দেবে, ঠিক কখন ট্রিগারের কাছে আঙ্গুল নিয়ে যাওয়া উচিত। আর গুলী যখন ছুঁড়লে, তখন তুমি লক্ষ্যভেদী—ঠিক যেন একটা বোতলকে উড়িয়ে দিলে প্রচ্ছন্ন কৌতুকে। গুলিটা তো আর কিছু নয়, নিজের একাগ্র বাসনাকে হরিণের অন্তরে বিদ্ধ ক'রে দেওয়া। এই হলো সর্বশক্তিমান ইচ্ছাশক্তি, পথ চলতি কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু নয়; এটা হলো দৃঢ়তম সংকল্প, নিছক ইন্দ্রিয়সচেতন চতুরতা নয়।

একজন লোক হিসেবে হেনরী যে কেমন, এখন তা স্পষ্টতর। খুঁতহীন শিকারী। তাকে ঠিক চাষা বলা যায় না,—কেবলমাত্র ফার্মের দায়িত্বটুকু বর্তালে নির্ঘাৎ সব ভেস্তে যেত। এমন কি, রেজিমেন্টের একজন নিছক সৈনিক বললে তার পরিচিতি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে এক তরুণ শিকারী, রাজা শিকারী, যে তার সাম্প্রতিকতম শিকারকে সনাক্ত করতে পেরেছে—মার্চ, যে আশ্চর্য চেহারার উদ্বিগ্নতায়-ভরা সুন্দরীকে সে বিদ্ধ করবে এবং নিজের স্ত্রী হিসেবে পাবে বলে ইতিমধ্যেই জাল বুনতে শুরু ক'রে দিয়েছে। তার ভাবনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মার্চ—মার্চ এখন কি ভাবছে, মার্চ এখন কি করছে, মার্চ এখন কোন দিকে যেতে পারে···আর কত সময় অতিবাহিত হলে হেনরীর বাসনা মার্চের নিজস্ব চেতনাকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করে নেবে। একটা অদৃশ্য তরঙ্গকে যেন মার্চের

দিকে চালনা করছে হেনরী। তবে সে কখনোই সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত হতে পারছে না, এখনো ঠিক ছকটা কেটে উঠতে পারেনি—কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায় ইপ্সিত নারীর দিকে।

কারণ, এটাও সে বুঝেছে যে, স্বভাবে মার্চ একটি খরগোস, খরগোসের মতন সন্দেহপ্রবণ। এটা বুঝতে পেরেই এ অব্দি হেনরী তার ব্যবহারে যথাসাধ্য খোলামেলা; চমৎকার মিষ্টভাষী পরিশ্রমী যুবকটি হ'য়ে আছে সে, কৌতুক প্রকাশ করে ছেলেমানুষী ঢঙে, উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে সরলতা দেখিয়ে—যেন মাত্র দিন পনেরোর জন্য আতিথ্য নিয়ে আছে এদের এক দুরন্ত প্রবাসী ছোট ভাই!

জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য করাত দিয়ে হেনরী কাঠের কুঁদো বা গুঁড়ি কাটছিল। পড়তি বেলা। অন্ধকার সময়ের তুলনায় বেশী জমাট। করাতের বিষদাঁতগুলিও ঠিক দেখা যাচ্ছিলো না। এখনো হি হি হিম-বাতাস হুশকে বেহুশ করে। তদুপরি অন্ধকার দৃষ্টির পরিসীমাকে খাটো করছে, সাধারণতঃ মনটাকে এই সময় তাজা রাখা, সজীব রাখা কষ্টকর। হেনরী চট করে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। পায়ের কাছে স্তূপিকৃত চালাকাঠ।··

সেই সময় চমক টমক না দেখিয়ে একেবারে বুক চাপা নিঃশব্দে ঘরটায় এসে ঢুকলো মার্চ। চলনে লজ্জা, অন্তরটিপুনী। কাজ না থাকলে এখানে সে ঢুকতো না। ঐ তো সেই লোকটি, দেখলে যাকে বুক কাঁপে, অন্ধকারে বসে বসেই কাজের ধূমধাড়াক্কা লাগিয়েছে। কাজের খুব বাই হয়েছে ওর, আর কী চোখ, কী স্বর···! ওর পাশ থেকে চেরাই কাঠগুলিকে বাণ্ডিল বানিয়ে তুলে আনতে হবে। ক্বচিৎ এমনটি হয়ে থাকে, হেনরীর কাছাকাছি এগিয়ে যাবার মতন অস্বস্তিকর রোমাঞ্চকে এড়িয়ে যেতে চায় মার্চ।

সমর্থ হেনরী সমানে করাত চালাচ্ছে; ঝুল ঝুল অন্ধকারে

করাত-দাঁতের পাগল-দৃষ্টি ; ঝুল ঝুল অন্ধকারে হেনরীর পেশী ঝলকানো তলোয়ার। হাতা-কাটা জামা পড়েছে, প্যান্টটা গুটিয়ে এনেছে হাঁটুর ওপর—অন্ধকার ঘরে ভড়কি দেবার পক্ষে অঢেল। মার্চ ওকে দেখছে, ফুরোয় না, ফুরোয় আর না তার এই দেখা, যদিও আধো অন্ধকারে সময়ের বিচারে কয়েক মুহূর্ত মাত্র।···

হেনরী কিন্তু প্রথমে খেয়াল করতে পারেনি মার্চের আবির্ভাব। মার্চও দাঁতে দাঁত, যতটা সম্ভব নিশ্চল, গুটিগুটি। হেনরী টের পাওয়া মাত্র সে তার সপ্রশংস দৃষ্টিটা সরিয়ে নেয়। হেনরীর ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। করাত ফেলে রেখে সটান হেনরী মার্চের দিকে ঘুরে স্থির চোখে তাকায়।

পায়ে, হাতে, বুকে এবং ক্রমে প্রতিটি স্নায়ুতে চকিতে তরল আগুন নামতে থাকে,—সে এত কাছে এবং নীরবে নির্জনে। সুযো' :ক কাজে লাগাতে হবে, আহাম্মকের মতন কিছু করে বসলে চলবে না। যদি সেই শিকারী চেতনা জীবন্ত ও সক্রিয় ·াকে, নির্ঘাৎ লেগে যাবে। এ ক'দিন সে বৃথা নষ্ট করেনি। একাগ্র মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে মার্চকে, ভেবেছে, কামনা করেছে···মৃদু হাসির প্রত্যুত্তরে হয়তো নরম অনুমোদন। তারপর এখন—

'মার্চ, তুমি ?'

—মৃদু, মোলায়েম স্বরে যুবক ফিসফিসিয়ে ওঠে :

শিহরিত মার্চ ঢোঁক গিলে বললো, "হাঁ, আমি।"

মার্চ চাইছে, হুড়োতাড়ায় কাঠের বোঝাটা টানতে টানতে এক্ষুণি এ ঘর ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু আড়ষ্টতা অনাসৃষ্টি ঘটাবেই। চলি চলি করেও চরণ ওঠে না। কী ঝঞ্ঝাট। কিন্তু এই লোকটাকে দেখলে কি তার হাড়পিত্তি জ্বলে ? মোটেই না। বরং, দীর্ঘদিনের হারেমবাসিনীর চোখে হঠাৎ উদ্ভাসিত পুরুষের সঙ্গে তুলনীয়।

আর বেশ জম্পেশ ঠাণ্ডা! তবু যদি নিছক ঠাণ্ডাতেই হাত-পা কাঁপতো, নিজের কাছে বেইজ্জত হত না। এ যে অন্য কিছু।

হেনরী আরো একটু এগিয়ে ঝুঁকে মার্চকে দেখবার চেষ্টা করলো।

নিরেট অন্ধকারে মার্চকে পরিপূর্ণভাবে দেখতে না পাওয়ার জন্য বাক্যচ্ছটারই সাহায্য নিতে হবে—হেনরী অনুভব করে।

অভ্যেস ও দক্ষতা অনুযায়ী সে তার স্বরকে রহস্যময় ও অন্তরঙ্গ করে, "আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই।"

মার্চ অনুমান করতে পারছে, আবার ঠিক পারছেও না : তবে একটা জিনিস সে বুঝতে পারছে, তার শোধরাবার উপায় নেই। প্রায় দমবন্ধ অবস্থায় বললো, "বলুন।" গলার কাছে একটা ভয় দলা পাকিয়ে, বুকের কোন একটা জায়গায় রক্ত টগবগে, হরেক কেন্দ্রে হরেক পুকার সেই সম্ভাবনাটাকেই ইঙ্গিত করছে। তবে এখনো এই প্ররোচনার ফাঁদ বা গোপন খেলায় একেবারে নির্বিবাদে তলিয়ে যাবার মতন অবস্থায় সে নেই, এখনো সে বিলকুল নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে পড়েনি, স্নায়ু ও মস্তিষ্ককে সবল ও প্রতিরোধ সক্ষম অবস্থায় রাখবার জন্য যুদ্ধ একটা চলছেই।

"তুমিই বলো", হেনরী আরো মোলায়েম এবং অন্তর্ভেদী কণ্ঠে যেন মার্চের মেহেরবানী প্রার্থনা করে, "তুমিই বলো তো, আমি কি বলতে চাই!"

মার্চ কি জানে না, হেনরী তার কাছে কি চায়? খুব জানে। সে নারী, প্রায় বয়স্কা উপোসী নারী—এক চমকেই শরীর এবং মন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে টের পাইয়ে দেয়। তবে ঐ প্রতিরোধ, যাকে চূর্ণ হতে সে সচেতনভাবে দিতে চায় না। অদৃশ্য ইঙ্গিতগুলিও এতক্ষণ ঠারে ঠোরে থেকে এখন ঘোরা পথ ছেড়ে সরাসরি ছোবল মারতে এসেছে। একটু চোখের ইশারায় যে কাত হতে পারতো, কণ্ঠস্বরের যাদুতে যে সম্মোহিত, চোখালো পুরুষের সরাসরি প্রস্তাব সে কিভাবে অতিক্রম করবে? মার্চের বয়স গড়ানো জল—ক্রমশ রেখাটা ক্ষীণতর হয়ে আসছে; হতাশা, অতৃপ্তি, ক্ষুধা—এক এক

সময় এক একটা বেমক্কাভাবে যখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, অনেক কষ্টে সামলে সুমলে কাজের পিস্টনে নিজেকে তুমড়ে মুচড়ে রসশূন্য করে রাখে মার্চ। কিন্তু এখন?

অন্ধকার এবং শীতলতার মধ্যে মার্চের দীর্ঘ চেহারা আরো দীর্ঘতর হচ্ছে। লম্বা লম্বা হাত দুটো আড়াআড়ি নিতম্বের ওপর। নিঃশব্দে চেয়ে থাকে অথবা, দেখবার চেষ্টা করে হেনরীকে।

হেনরী বড় ক'রে শ্বাস নেয়। মার্চ যে উত্তর দিতে পারছে না, এটা খুব শুভ লক্ষণ।

মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। ব্যাজার মুখ যে নয়, এটা হেনরী হলপ ক'রে বলতে পারে। যে কথাটা বলবার জন্য সে এই ক'দিন মুখিয়ে ছিল, ভরন্ত সাহস নিয়ে এই সময় হঠাৎ সে তা বলে বসে, "বেশ, আমার কথা তবে আমিই বলছি। খোলাখুলি-ভাবেই বলছি। মার্চ, তোমার কাছে আমার মিনতি, তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হও।"

মোক্ষম প্রস্তাব। এমন কেঁপে উঠলো মার্চ যে, কথা ক'টা যেন তার কানেই ঢোকেনি। সে বৃথাই চেষ্টা করলো নিজের মুখ সরিয়ে নিতে।

চোখ দুটো বারেকের জন্য বুজে আসায় হেনরীকে নিরীক্ষণও করতে পারছে না। কি যেন এক নাচার প্রশান্তি নেমে আসছে···।

সে নীরব, পাথরপ্রতিমা, দেহের গ্রন্থিগুলি লঝ্ঝড়, মাথাটা একদিকে ঈষৎ কাৎ। হেনরীর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, বুঝি তার অলৌকিক কৌশলে বাজি মাৎ, হয়তো মার্চের আরো সান্নিধ্যে যাবার জন্য চেষ্টা করবে এখন, বিপন্ন মেয়েমানুষের শরীর থেকে নেশার গন্ধ বের হয়ে থাকে। অদৃশ্য হাসি ও উল্লাসে আর চিড় ধরবার সম্ভাবনা সে দেখতে পাচ্ছে না।

মার্চ তার কপালের ওপর গরম বাতাস অনুভব করে। অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে মানুষটা এখন তাকে ছুঁয়েও ফেলতে পারে। যে কোন

মুহূর্তে সব কিছুই ঘটে যেতে পারে। এইখানে, এই ঠাণ্ডায়, এই অন্ধকারে।

হুঁ, সেটাই ঘটবে। বড় কাছে এগিয়ে এসেছে ওর মুখ। সেই হাসির রেখাগুলিও দেখা যাচ্ছে···। দুই চোখের কোন্ থেকে স্ফুলিঙ্গ বের হতে দেখছি।

নিশ্চয় শরীরে—শরীরে খুনসুটি শুরু হয়ে যাবার এটাই পূর্বাভাষ।

কিন্তু ঠিক তখনই সর্বশক্তি একত্রিত করে মার্চ হেনরীর দ্বিগ্বিজয়কে প্রতিরোধ করলো। যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হলো তার হুঁশিয়ারি, তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ প্রায় আঁতকে দিলো আত্ম-বিশ্বাসী আগুয়ান হেনরীকে, "নির্বোধের মতন আচরণ করবেন না, মিষ্টার।"

অপ্রত্যাশিত দুর্দান্ত প্রত্যাঘাত। মাতালের মতন টলে উঠলো হেনরী। মার্চের ব্যাপার সাপার তা হলে বুঝতে তার ভুল হয়েছে! শিকারী হিসেবে তার ধারণাও তবে ভুল!

নিজের ওপর অনাস্থা জাগতে শুরু করেছে দেখে সে বিবর্ণ হয়ে ওঠে, গভীর বিষণ্ণতার সঙ্গে মাথাটা পিছন দিকে সরিয়ে নেয়। ফস্কে গেল। গুলিটা বুঝি প্রকৃতই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ঢুলু ঢুলু চোখে অন্ধকারে হাতড়ায় হেনরী। তবে সব মিলিয়ে মুহূর্তখানেক সময় লাগলো তার নিজেকে ফিরে পেতে।

তারপর, আবার সেই কণ্ঠস্বর, কোন রকম তড়িঘড়ি প্রত্যাবর্তন বা, চনমনে চনমনে আবেগ নেই, অত্যন্ত কোমল ও হিমেল স্পর্শ-কাতরতা ছুঁয়ে যাচ্ছে মার্চের লালচে মনকে, "কেন তুমি আমার আচরণকে নির্বোধ বলছো?···আমি বোধহীন নই। তবে একজন প্রেমিক অনেক সময়ই তার সামাজিক বোধ হারিয়ে ফেলে। তা বলে তুমি আমার টইটুম্বুর প্রেমকে অবিশ্বাস করো না।"

যেন আশ মিটিয়ে প্রতিশ্রুতির ফুলগুলি উড়িয়ে দিচ্ছে হেনরী।

হেনরীর কথাগুলি বিষণ্ণ ও মায়াময়। সহজেই মার্চকে বিচলিত

করলো। আবার সে ঢিলেঢালা এবং মারাত্মক প্রশান্তি নেমে আসছে। গভীর অবসাদ এবং বিষণ্ণতার সঙ্গে তার অনুভূতি, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, যেখানে সে পরাজিত, তলিয়ে যাচ্ছে একজন মৃত মানুষের মতন। কিন্তু ঠিক তখনই ধড়াস ধড়াস বুক থেকে ভাষার বাষ্প ধিক্কার হ'য়ে বেরিয়ে আসে, "আপনি যা বললেন, তার অর্থ বোঝেন ?··· অদ্ভুত প্রস্তাব! আপনি—তুমি কি কখনো ভেবেছো, আমি তোমার মার বয়সী!"

"থাক, আমাকে ওভাবে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে না", হেনরীর গলায় ঝাঁজ, "তুমি মোটেই আমার মা-মাসীর বয়সী নও। আর যদি তা হতেও, আমি তোমায় ছাড়তুম না। আমাদের মিলনে বয়স একটা গৌন ব্যাপার! বয়স! ফুঃ!···তুমি সুন্দরী, তুমি চিরযৌবনা··· ।"

বিচিত্র দৃঢ়তায় ও তুচ্ছতায় কথাগুলি বলছে হেনরী আর প্রবল উল্লাসের সঙ্গে অনুভব করছে, সে জিতে গেছে—প্রেম-প্রশস্তি আশংকায় গুর গুর মার্চকে এইবার বিপর্যস্ত ও আত্মসমর্পণে উন্মুখ করে তুলছে।

"আমি তোমাকে চাই মার্চ। তুমি আমার হবে। তুমি আমার স্ত্রী—" গাঢ় অন্ধকারে নিজেদের মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে আনছে হেনরী। স্পর্শিত হবার আশঙ্কায় ও প্রত্যাশায় মার্চ চোখ বন্ধ করে। এবং তখনই অক্লেশে হেনরী মার্চের নরম মসৃণ কাঁধ দু' হাতে চেপে ধরে। তপ্ত ত্বক আশাতীত সম্ভাবনা নিয়ে আছে। এই প্রথম মার্চকে নিজের শরীর দিয়ে একটু একটু অনুভব করছে হেনরী। এই প্রথম মার্চ অনুভব করছে, পুরুষের স্পর্শ কী অসহ্য সুখের, যেখানে কোন বিবেচনা শক্তি সক্রিয় থাকে না। হেনরী নীচু হ'য়ে মার্চের গলায়-কণ্ঠায় নিজের গাল ও চিবুক ঘষতে থাকে।

"না, না, না···আর নয়", হিষ্টিরিয়া রোগীর মতন জ্বর জ্বর মার্চ প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। হেনরীর সোহাগ তবু থামে না, "কথা

দাও, তুমি আমার হবে। তুমি আমার রাণী হবে। তুমি—তুমি—"

"বুঝেছি। তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি।"—বিব্রত মার্চ চাপা গলায় বলে।

"তুমি আমায় বিশ্বাস করো তো?"—হেনরীর জিজ্ঞাসা। নিরুত্তর মার্চের ঠোঁট কাঁপে, কোনক্রমে বলে, "আমি নিজেই জানি না, কি আমার বিশ্বাস বা অবিশ্বাস।"

হেনরী ওকে আরো ঘনিষ্ঠতায় আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে।

আর ঠিক তখনই বেনফোর্ডের কড়া চিৎকার ভেসে এলো, "কি হচ্ছে ওখানে? মার্চ, এত সময় লাগছে তোর কাঠগুলি নিয়ে আসতে!"

"আসছি।"—মার্চ জবাব দেয়।

"বাপরে! আমার মনে হলো, তুই বুঝি ঐ অন্ধকার ঘরে হারিয়েই গেলি!"—বেনফোর্ডের উক্তিতে অস্থির শ্লেষ ও জিজ্ঞাসা।

মার্চ যখন কাঠের বোঝাটা নিয়ে বেরিয়ে এলো, তখন তার চেহারায় ঝড়ের স্মৃতি। মাথায় ফার্ম-হ্যাটটা থাকলেও এলোমেলো রাশি রাশি চুল চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দৃষ্টি উদভ্রান্ত। দুটো গাল টকটকে। গলা, চিবুক জ্বলছে। সবচেয়ে মারাত্মক—ঠোঁটের কাঁপুনি কিছুতেই থামছে না।

মার্চের পিছন পিছন হেনরী। দিব্যি স্বাভাবিক, সেই কৌতুক।

হেনরীর দিকে চেয়ে বেনফোর্ড কর্কশ ও তীব্র স্বরে বলে, "কি করছিলে তোমরা এতক্ষণ ঐ ভূতুড়ে ঘরটার মধ্যে ঢুকে?"

হেনরী মুচকি হেসে বললো, "ইঁদুরের উৎপাৎ কমাবার জন্য ঘরের গর্তগুলি বন্ধ করছিলুম।"

দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো বেনফোর্ড, "বাজে কথা। হাতকাটা জামা পরে আমি তোমায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।"

হেনরী ঘাবড়াবার পাত্র নয়, "তা সম্ভব। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঠ কাটছিলাম তো।"

চা-এর টেবিলে বসেও বেনফোর্ডের থমথমানি কাটছে না। আর মার্চ সেই যে তার রাঙা মুখ নীচু করে বসে আছে, আর চোখ তুলছে না। দুঃসাহসী হেনরী কিন্তু এরই মধ্যে চায়ের কাপে চুমুক দেবার অছিলায় বার কয়েক মার্চের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে।

বেনফোর্ড বিরক্তি মাখানো দৃষ্টিতে দেখলো, হেনরী এখনো হাতকাটা জামাটা পরে আছে। বললো, "তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না?"

হেনরীর মুখে চিরায়ত হাসি, "বাইরের তুলনায় এ জায়গাটা কিন্তু আশাতীত গরম।"

বেনফোর্ড ভ্রূকুটি করে।

বুঝতে পেরে সহাস্য হেনরী বললো, "আসলে আমি কোট পরে চায়ের টেবিলে আসিনি বলে আপনি রেগে যাচ্ছেন।"

বেনফোর্ডের কঠিন প্রত্যুত্তর, "হ্যাঁ, এটা একটা সৌজন্যগত প্রশ্ন।"

"যাই কোটটা গায়ে চাপিয়ে আসি"—চেয়ার ছেড়ে উঠবার উদ্যোগ করে হেনরী; কিন্তু ঠিক তখনই দু'জনকে চমকে দিয়ে মার্চের কথাগুলি ধ্বনিত হয়, "কোট আনতে যাবেন না। আপনার পোশাক সৌজন্য বিরোধী নয়।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার বসে পড়লো হেনরী।

বেনফোর্ডের দিকে তাকিয়ে হিম স্বরে মার্চ বললো, "সব জিনিসের খুঁত ধরাটা ভালো লক্ষণ নয়।"

বেনফোর্ডের মনে হলো, তার গলায় যেন রুটির টুকরো আটকে গেছে। চশমার ভেতরে তার চোখ দুটো হতচকিত। চতুর যুবক একবার এর দিকে তাকায়, আর একবার ওর দিকে।

বেনফোর্ড মনে মনে হেনরীর ওপর খুব চটেছে। এরই মধ্যে

ছোকরা তাকে গুরুত্ব দেওয়াটা বাহুল্য বিবেচনা করছে। সে আর স্বাভাবিক মমত্বে ওর ধারালো চোখ-মুখের দিকে তাকাতে পারছে না।

অন্যদিনের মতন হেনরী আজ বন ও গ্রাম ঘুরতে গেল না। বেনফোর্ডের শেলফ্ থেকে ক্যাপ্টেন মেইন-এর একখানা বই তুলে নিয়ে হাঁটু ছড়িয়ে বসলো পড়তে। তার লম্বা লম্বা বাদামী চুলগুলিই একত্রিত হয়ে টুপির মতন, পা ছড়িয়ে বসে যেন এক বিশালদেহী দেবশিশু।···পড়ছে, পাতা ওল্টাচ্ছে এবং কখনো কখনো সকৌতুকে জরীপ করে নিচ্ছে বেনফোর্ডকে।

বেনফোর্ডের নিজস্ব ছিমছাম ঘর। টার্কিশ কম্বল পাতা খাটে ও সোফায়। ফায়ার প্লেসের চারদিকে রঙিন টালি বসানো। একটি ঝকঝকে ডালা-খোলা পিয়ানো। দেয়ালে মার্চের হাতে আঁকা রাজহাঁস এবং জল-লিলি।

কপাট বন্ধ। যুবতী রাত। পাইনের আলাপ ভেসে আসে। অদ্ভুত সুন্দর সময়। কিন্তু বেনফোর্ডের ভেতর কোন প্রশান্তি নেই,—সে আর কোনক্রমেই বিশ্বাস করতে পারছে না ঐ হঠাৎ উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা ছোকরাটিকে। কেমন খাঁকী রং প্যাণ্টটা অসভ্যের মতন গুটিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে। অশ্লীলতার অসামান্য কুহক! কিছু দুর্জ্ঞেয় রহস্য কি নেই? বিশেষতঃ মার্চের যখন অমন আবেদনময় চেহারা, যখন গভীর আয়ত চোখে অত অবাক···খুব ভুল হয়ে গেছে হেনরীকে এভাবে শিকড় গাড়তে দেওয়াটা।

মার্চও এ ঘরেই, নীরবে কল্পনা ও বাসনার সুতো ছাড়তে থাকে, যদিও বর্তমানে সে নতমুখী না হয়ে মুগ্ধতা ও কামনা নিয়ে দেখছে হেনরীর অনায়াস ভঙ্গিমা।

বেনফোর্ড কিছু বোঝে না। সেও একখানা বই চোখের সামনে মেলে ধরে কেবল কতগুলি অস্পষ্ট হরফ ছাড়া আর কিছু দেখতে

বা বুঝতে না পেরে দু' হাতে চোখের পাতা ডলতে ডলতে হা-পিত্যেশ করে, "মার্চ, আমার চোখ একেবারে গেছে।"

হেনরী মুখ তুলে তাকালো, কিছু বললো না।

নিজ নিজ দূরত্বে তারা ভাসমান দ্বীপ।

"পড়তে অসুবিধে হচ্ছে তোর।"—মার্চের প্রত্যুত্তর অন্যমনস্ক।

বেনফোর্ড কিন্তু খেয়াল করে, মার্চের ঠোঁটে এক চিলতে মধুর স্বপ্নালু হাসি। দুই চোখে দুটি বিন্দু সুদূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রকৃতই মার্চ এখানে নেই। দেখছে সেই শেয়ালটাকে—ঘাস ও খোড়োচাল সমেত সবকিছু টপকে মুখোমুখি। কানে বাজছে সম্মোহনী সঙ্গীত।

"কি ভাবছিস?"—তেতো গলায় বেনফোর্ড প্রশ্ন করে।

"বাতাসে একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে না?"—মার্চ বললো।

বেনফোর্ড চোখ ঘুরিয়ে দেখলো কেবল পুরনো চিহ্নগুলি। আরো বিরক্ত হলো সে, "কারবারের কথা ভাব। দিন-কে-দিন খরচ বেড়েই চলেছে।"

"খরচ করবি না।"—মার্চের উক্তি প্রায় অর্থহীন।···

দুই বান্ধবীর মুখোমুখি প্রলাপ শুনতে শুনতে হেনরী বেমক্কা হেসে উঠলো, "খুব খরচ বেড়ে গেছে বুঝি?"

"হুম্", বেনফোর্ড জানালো, "গ্রীষ্মের তুলনায় শীতে আমাদের খরচ অনেক বেড়ে যায়।"

হেনরী হাসতে থাকে, "এই প্রথম আমি আপনাদের আর্থিক দুশ্চিন্তার কথা জানতে পারলাম।"

বেনফোর্ড ক্ষোভের সঙ্গে বললো, "এই সাবেকী ফার্মটার সঙ্গে যুক্ত থাকলে বুঝতে পারতে, শীত মানেই আমাদের দুঃসময়।"

"মনে হচ্ছে, আপনি ক্লান্ত।"—হেনরী বললো।

"সত্যি, কিছুই আর ভালো লাগছে না—বেনফোর্ড দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

"কেন?"—হেনরী গালে হাত রাখে।

"সময়ের দোষ, পরিবেশের দোষ।"—অসতর্ক, মোহময় বিরক্তি বেনফোর্ডের গলায়।

হেনরী গম্ভীর হয়ে যায়, "আমার কাছে কিন্তু আপনাদের সঙ্গ ও পরিবেশ আদৌ নিরানন্দ মনে হয়নি।"

"শুনে খুশি হলাম!"—বেনফোর্ড সপ্রতিভ সাজার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

বেনফোর্ড আবার বইয়ের পাতায়। পড়তে পারছে না। মাত্র তিরিশেই তার চুলের অধিকাংশ ধূসর।

তুলনায় মার্চ অনেক তাজা, যৌন ও যৌবন-সম্ভবা—হেনরী তুলনা করে। সুন্দরীর দৃষ্টি অলীক জগতে। গাল দুটো আপেলের মতন লাল ও টসটসে, ত্বক অতি মসৃণ এবং তীক্ষ্ণ নাশা। কান পেতে কি যেন শুনছে, চোখ মেলে কি বুঝি দেখছে, যা জাগতিক নয়। যেন দু'খানা অতিকায় মালা লটকে আছে ওর দুই স্তনে।··· একটা যাদুকর শেয়াল, যে বিচিত্র সুরে তাকে গান শোনাচ্ছে, হাতছানি দিচ্ছে।

হেনরীর প্রবল বাসনা, মার্চের পাশে গিয়ে বসে তার সর্বাঙ্গে আঙ্গুল বোলাতে থাকবে। স্থির চোখে সে যেন মার্চকে আত্মসাৎ করতে থাকে।

আর তখনই, অবচেতন মনের কামড়ে চাপা আর্তনাদ করে উঠলো মার্চ, "ঐ-ঐ তো সে!"

চমকে বেনফোর্ড তার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

"কাকে দেখলি তুই?"

"কিছু নয়; এমনি বলে উঠলাম।"

"অদ্ভুত তো। যা বলবি, সচেতনভাবে বলবি।"—বেনফোর্ড বিরক্তিতে ফেটে পড়ে।

"আপন মনে কিছু একটা বলবার অধিকারও নিশ্চয় আমার

আছে।"—মার্চ বেনফোর্ডের বিরক্তিতে আদৌ প্রভাবিত নয়। অবশ্য প্রকাশ্যে সে স্বপ্নের শেয়ালের কথাও জানাবে না। রাত ন'টা নাগাদ সে ঢুলু ঢুলু চোখে রান্নাঘর থেকে খাবারের ট্রে-টা নিয়ে এলো। রুটি, চিজ এবং চা। বেনফোর্ড চা-এর বদলে দুধ খেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাই তুলে সে বললো, "আমি শুতে যাচ্ছি মার্চ। শরীর ভেঙ্গে আসছে। তুই কি এখন আসবি?"

মাচ বললো, "রান্নাঘরে ট্রে-টা রেখে আসছি।"

"বেশী দেরী করিস না", ক্লান্ত স্বরে বেনফোর্ড উচ্চারণ করে, "গুড নাইট হেনরী। যাবার আগে আগুনটা নিভিয়ে যেও।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মিস বেনফোর্ড"—চনমনে হেনরী হাত তোলে।

টলতে টলতে বেনফোর্ড তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মোমবাতির লালচে আলো হাতে নিয়ে মার্চ রান্নাঘরে। হেনরীর দৃষ্টি মার্চের গমন-প্রত্যাগমন পথে।

মার্চ ফিরে এসে হেনরীকে বললো, "আগুনটা সময় মতন নিভিয়ে দিও।" তার দুই হাত এবারও জানুর ওপর, একটি হাঁটু একটু শিথিল, অন্যটি ঋজু, এখনো মাথাটা সলজ্জ, হেলানো—এখনো নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়।

হেনরীর দু' চোখে শিকারীর চাকচিক্য, "এই, আমার পাশে এসে কিছুক্ষণ বসো।"

"না, আমাকে যেতে হবে। জিল (বেনফোর্ড) আমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

হেনরী—"সন্ধ্যার সময় হঠাৎ তুমি অমন লাফিয়ে উঠলে কেন?"

মার্চ [অবাক স্বর]—"লাফালামটা কখন?"

হেনরী—"তুমি তখন আচমকা চেঁচিয়ে উঠলে না?"

মার্চ [মুখ নীচু করে]—"ও! আমার তখন মনে হচ্ছিলো, তুমি যেন একটি শেয়াল!"

"শেয়াল! আমাকে তোমার শেয়াল মনে হলো!"—বিস্ময়ে বিড় বিড় করে হেনরী।

বিষণ্ণ মার্চ বলতে থাকে, "গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় আমি বন্দুক হাতে টহল দিতে দিতে এগিয়ে গিয়েছিলাম ঝোপ-ঝাড় অব্দি। এখন ঐ বড় বড় ঘাস ভেদ ক'রে হঠাৎ একটা শেয়াল মুখোমুখি হলো আমার। শেয়ালটা আমার প্রায় পায়ের কাছে। সোজাসুজি তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে। এখন ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছি না—তবে এটা বুঝতে পারছি—ঐ শেয়াল আমাকে সম্মোহিত করেছিল।"

আরো মাথা নীচু করে যেন হাহাশ্বাস ত্যাগ করে মার্চ।

"এবং তুমি তাকে গুলি করেছিলে?"—হেনরী জানতে চায়।

"না, পারিনি। আমার দিকে চেয়ে কৌতুকের হাসি হেসে সে তুলকি চালে মিলিয়ে গেল।"

"কৌতুকের হাসি!" হেনরীর হাসি রীতিমতন ধারালো, "শেয়াল তোমাকে খুব ঘাবড়ে দিয়েছে!"

"না, সে আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়নি; কিন্তু প্রভাবিত করেছে।"

"এবং এখন তোমার মনে হলো, আমিই সেই শেয়াল।"

"হ্যাঁ। কিন্তু কেন যে এমন মনে হলো, বলতে পারবো না।"

"বোধহয়, তোমার ধারণা, আমিও এই ফার্মে মুরগী চুরি করতে ঢুকেছি।"—দমকা হাসিতে ফেটে পড়ে হেনরী। মার্চের কালো গভীর দুই চোখ ছলছল করতে থাকে।

"জীবনে এই প্রথম", নাটকীয় স্বরে হেনরী বলতে থাকে, "আমাকে একটি শেয়ালের সঙ্গে তুলনা করা হলো! এটা কি একটু সামাজিকতার বাইরে হয়ে যাচ্ছে না?...যাক, তুমি এসে আমার পাশে বসো।"

"না", মার্চের এক জবাব, "জিল আমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছো তো?"

"এ কথার কোন জবাব আমি দেবো না।"

"দেবে না?" হেনরীর সমস্ত অভিব্যক্তিতে টইটুম্বুর কামনা, "কারণটা কি? আমাকে শেয়াল বলে মনে হচ্ছে বলে? শেয়াল!"

আবার সশব্দ হাসি!

"তোমার এ ধারণা আমি ভেঙ্গে দেবো", হেনরী যেন হাতছানি দিতে থাকে, "এসো, আমার কাছে এসো, সামান্য সময়।"

ল্যাম্পটার ফিতে নামিয়ে দিয়ে অন্ধকারের প্রতিশ্রুতি টেনে আনলো হেনরী। প্রায় অন্ধকার ঘরে তার ফিসফিসানি শোনা যায়, "শুধু একটু সময়ের জন্য। মাত্র মুহূর্তখানেক। প্লিজ।"

দু' কাঁধ ধরে বুকের কাছাকাছি টেনে আনে যুবতীকে। কিন্তু লুকানো মুখ খুঁজে পায় না।

"...আমি জানি, তুমি আমাকে শেয়াল ভাবোনি। ভাবতে পারো না। তাই না?"...ঠোঁট ও গালের নাগাল না পেয়ে ঘাড়ে ও গলায় চুম্বনের ঝড়। কিন্তু হাত দুটো যখন দুর্দমনীয়, নারীর স্তনযুগল তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে থাকে।...

"আমার কথার জবাব দেবে না? রাণী, উত্তর দাও"—মার্চের মুখখানাকে খুঁজতে খুঁজতে হেনরী ওর কানের কাছে মন্ত্র পড়তে থাকে। তারপর যে মুহূর্তে অঞ্জলি পেতে মার্চের অপূর্ব মুখাবয়ব গ্রহণ করেছে, আশ মিটিয়ে ঠোঁট জিভ টেনে নেবে বলে ঠিক করেছে, মুহূর্তে বিপত্তি ঘটালো বেনফোর্ডের তীক্ষ্ণ আওয়াজ, "মার্চ, তুই কি এ বাড়িতে আছিস? ব্যাপারটা কি বলতো?"

মার্চ, যদিও তার শরীরে অসহ্য সুখ ও যন্ত্রণার লাভাস্রোত, নিজেকে মুক্ত করতে প্রায় কেঁদে ফেলে, "এখন আমাকে ছেড়ে দাও লক্ষীটি। ও নেমে এলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে!...আমি কথা দিচ্ছি, তুমি যা চাও, তাই হবে। এখন যা চাইছো. তাও দেবো। এখনকার মতন রেহাই দাও।..."

প্রতিশ্রুতি পেয়ে মার্চকে ছেড়ে দিলো হেনরী। ঠোঁটে, বুকে, ঘাড়ে, গলায় যন্ত্রণার চিহ্ন নিয়ে মার্চ দ্রুত ছুটে পালায়।···

পরদিন ব্রেকফাস্টের টেবিলে তারা তিনজন আবার একত্রিত, প্রায় মুখোমুখি। হেনরী বেনফোর্ডের সামনে এবং মার্চ পাউরুটিতে জেলি মাখাচ্ছে। সেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ছুটে-পালানো যুবতী এখনো বুঝি আতঙ্কে নীল। হেনরী গম্ভীর স্বরে বেনফোর্ডকে বললো, "আমি আপনাকে একটা কথা জানাতে চাই।"

বেনফোর্ড জিজ্ঞাসু, "কি ব্যাপারে ?"

হেনরী মার্চের দিকে তাকিয়ে বলে, "কথাটা তা হলে আমিই বলে ফেলি, কি বলো ?"

মার্চের মুখ আরো নীলবর্ণ হয়। চোখ না তুলেই বললো, "আশা করি, হেনরীর কথা শুনবার পর তুই এ নিয়ে পাড়া মাৎ ক'রে চেল্লাচেল্লি করবি না। আমি কেচ্ছাবৃত্তিকে ঘেন্না করি।"

প্রতিটি শব্দ কঠিন। দৃকপাত নেই। তবু গলা কাঁপছে। এবং রুটিতে জেলি মাখাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে মার্চের।

"আমি যে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না"—বিরক্তি, হতাশা ও অপমানে বেনফোর্ডের চোখ দুটো ঠিকরে বের হয়ে আসে। বড় রুগ্ন সে, গলার ওপর জিল জিল কাঁপছে মোটা শিরা, সুছাঁদ বাদামী চুলে ধূসরতা নামছে।

"আপনার কি সন্দেহ ?"—হেনরী তবুও মস্করা করে।

"আমি কি করে জানবো।"—বেনফোর্ডের যথারীতি চড়া গলা।

"অনুমানও করতে পারেন না ?"

"না।"

"নেলী এবং আমি বিয়ে করতে চলেছি।"

বেনফোর্ডের হাত থেকে খাবারের ছুরিটা খসে পড়ে। মুহূর্তে চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত, শূন্যতায় রক্তাভ—"ঠিক বলছো ?"

"আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাই না, মার্চ?"

মার্চ ফিসফিসিয়ে ওঠে, "তোমার প্রস্তাব—"। বেনফোর্ড দুর্বল শরবিদ্ধ পাখি যেন। মার্চের দিকে চেয়ে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়, "আমি এটা কখনো বিশ্বাস করতে পারি না, নেলী। একেবারে অসম্ভব!"

তার কান্নাভেজা গলায় বিক্ষোভের আগুন ফার্মের ঝোপড়ার দরজায় ঘা মারতে থাকে। "কেন? এতে অস্বাভাবিকতার কি আছে?"—হেনরী প্রতিরোধের চেষ্টা করে। বেনফোর্ড ওর দিকে এমন দৃষ্টিতে মুখ তুলে চাইল যেন হেনরী একটা মানুষই নয়, যাদুঘরের কোন অদ্ভুতদর্শন জীব। "কারণ", হেনরীকে ঘৃণার সঙ্গে বেনফোর্ড বলতে থাকে, "মার্চ কখনো এমন বোকার মতন নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে না।"

"এটা কি নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া?" হেনরী বিস্মিত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে চশমার আড়ালে বেনফোর্ডের দুই চোখ ঝলসে ওঠে, "যদি না ইতিমধ্যেই তুমি ওর বারোটা বাজিয়ে না দিয়ে থাকো!" বেনফোর্ড তার দুই হাতের গুটি কয়েক আঙ্গুল দিয়ে এমন একটি কুৎসিৎ ইঙ্গিত করলো যে হেনরাও লজ্জায়-অপমানে লাল হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ সে বেনফোর্ডের মুখের দিকেই তাকাতে পারে না।

"তেমন কিছু আমার দ্বারা ঘটেনি।"—কোনক্রমে সে উচ্চারণ করে।

"হয়তো তাই। তবে আমি একেবারে সন্দেহমুক্ত নই।"

এই ধরণের কটু বদখত আক্রমণে হেনরী একেবারে থম মেরে যায়।

মাত্র একবারই সে মুখ খোলে, "এমন জঘন্য উক্তির প্রতিবাদ করাও সম্ভব নয়।"

"যাই হোক", মার্চ প্রথম মন্তব্য করলো, "এ নিয়ে কথা কাটাকাটি বৃথা। দয়া করে নিজের নিজের মাথা ঠাণ্ডা রেখো।"—বলেই

রান্নাঘরে চলে গেল সে। হেনরী চেয়ারে পাথরের মূর্তি। এমন কি মার্চ ফিরে এসে তার দিকে চেয়ে আছে বুঝতে পেরেও সে মুখ তুললো না। লাল মুখ, বাদামী চুল, দু'খানা বলিষ্ঠ হাত হাঁটুর ওপর—সে তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি ভুলে গেছে।

রাত অব্দি চললো এমন ঠাণ্ডা লড়াই। কারুর মুখে রা নেই। বেনফোর্ডের দুই চোখ লাল, ফুলো ফুলো। বোঝা যায়, সারাটা দিন সে আড়ালে কেঁদেছে। তার ব্যবহার ক্রমশঃ ম্রিয়মান। থেকে থেকে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে হেনরীর মুখের দিকে তাকায়—ছেলেটা কিছু বলুক! বলছে না! যত রাগ-অপমান যেন ওরই! মার্চের বিয়ে হয়ে গেলে আমার যে কত বড় সর্বনাশ!

এই থমথমে পরিবেশে সবচেয়ে স্বাভাবিক ও উৎফুল্ল মনে হচ্ছে কিন্তু মার্চকে। একমাত্র যেন তারই মেজাজ শরীফ। দু' পাশে দু'জন অঘোরে ধুঁকছে, আর তার ঠোঁটের ওপর মৃদু হাসির বিস্তার। চিকিড় মিকিড় রোদ, রক্তাভ সন্ধ্যা এবং মহীয়সী রাত—পরিস্থিতিটা মার্চের কাছে বিলকুল উপভোগ্য।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে যুবক ওদের স্বর শুনতে পাচ্ছিলো। কিন্তু উৎকর্ণ হয়েও বুঝতে পারছিল না ঠিক।...শান্ত কুয়াশাচ্ছন্ন রাত। তবু পাইনের মাথায় বৃহৎ কিছু নক্ষত্র জীবন্ত। শেয়ালের ডাক। কুকুরের প্রতিবাদ। যুবতীদের নিভৃতঃ আলাপন তাকে আকর্ষণ করছে। সে বিছানা ছেড়ে দরজার কাছে দাঁড়ালো। এখনো অনুধাবনযোগ্য নয়। কপাট খুলে শব্দহীন সতর্কতায় সে প্যাসেজে চলে এলো। পায়ের তলায় শির শির ঠাণ্ডা। দেয়াল ধরে ধরে এক পা-এক পা এগুতে এগুতে অবশেষে যুবতীদের শয়নকক্ষের সামনে। শ্বাসরুদ্ধ উৎকর্ণতায় সে উবু হয়ে পড়ে।—

বেনফোর্ড বলছে, "সোজা কথায় আমি এটা বরদাস্ত করতে পারছি না। আগামী একমাসের মধ্যে আমার মৃত্যু হওয়া উচিত। আর হেনরীও বোধহয় তাই চায়।...না, না, নেলী, ঐ ছোকরাকে বিয়ে করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না। এই একই বাড়িতে তুই ওর সঙ্গে শুয়ে আছিস—এ আমি সহ্য করতে পারবো না। ছিঃ ছিঃ, আমি ওর পোশাকের গন্ধ, গায়ের গন্ধ সহ্য করতে পারি না। যখন আমার সামনে লাল মুখটা গোঁজ ক'রে বসে ছিল, আমি মুখে খাবার তুলতে পারছিলাম না।"

মার্চের চাপা স্বর, "আর তো মাত্র দু'দিন আছে সে।"

"তাই যেন হয়। আর যেন এখানে ফিরে না আসে।...মিসেস বার্জেস আমাকে বলেছেন, ছোকরা বরাবর শয়তান। বুড়ো দাদুকে জ্বালিয়ে মেরেছে। দুনিয়াতে চেনে কেবল একটা জিনিস—বন্দুক। ওকে বিয়ে করা মানে জীবনটাকে বরবাদ করে দেওয়া, বুঝলি? বুঝতে পারি না, কিভাবে ও এরই মধ্যে নিজেকে তোর প্রভু বলে ঘোষণা করতে পারলো!"

"সে আমার প্রভু নয়।"—মার্চ বললো।

"কিন্তু সে নিজেকে তাই মনে করে। সে চায় তোকে বিছানায় টেনে নিয়ে গিয়ে এই ফার্মটাও অধিকার করে নেবে।...ইস্, কী ভুল না করেছি ওটাকে এখানে মাথা গুঁজতে দিয়ে। আমরা যদি তখন ঠাঁই না দিতাম, লালমুখো শয়তানটাকে কেউ পাত্তাই দিতো না। সোজা ফিরে যেতে হতো সেই কানাডাতেই।"

"বেশ, তুই ওকে স্পষ্ট ক'রে বলে দে, বেইলি ফার্মে সে যেন আর ফিরে না আসে।"

"বলে দেবো। আমি ওকে ঠিকই রুখবার চেষ্টা করবো। কিন্তু তুই যে মজেছিস, নেলী। খুব হুঁশিয়ার! একবার তোকে নষ্ট করে ফেললে করার কিছুই থাকবে না। সত্যি, তোর জন্য দুঃখ হয়।"

"আমার কিন্তু মনে হয় না, সে খুব একটা বাজে লোক।"—হঠাৎ মার্চ বলে ওঠে।

"তার কারণ, সে তোর বোধবুদ্ধিকে ভোঁতা করে দিয়েছে। সাবধান, নেলী।"

"তোকে আঘাত দেবার মতন কিছু সে করবে না।"

"করবে না! ভুল-ভুল! এখনই আমি মুহূর্তের জন্য স্বস্তি পাচ্ছি না, সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে—"

বেনফোর্ড ফোঁপাতে থাকে।

হেনরী অভিভূত হয়ে শোনে, বেনফোর্ডের কান্না এবং আহত বান্ধবীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মার্চের আশ্চর্য সুন্দর সব কথাগুলি। হেনরী টের পায়, মার্চ বেনফোর্ডের গায়ে-মাথায় হাত বোলাচ্ছে এবং মা যেমন অভিমানী শিশুকে প্রবোধ দেয়, তেমনি গভীর স্নেহের সঙ্গে উচ্চারণ করে যাচ্ছে একটির পর একটি শব্দ।...

বিছানায় ফিরে এসেও ঘুম আর হলো না। আকাশে নক্ষত্রদের উপস্থিতি থাকতে থাকতেই পোশাক পরে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। ওখানে গিয়ে বুট পরলো, গায়ে ওভারকোট চাপালো এবং বন্দুকটা তুলে নিল কাঁধে। ফার্ম থেকে বেরিয়ে যাবার কোন পরিকল্পনা তার ছিল না। তবু বন্দুকটা হাতে নিয়ে ডিসেম্বরের ভয়ঙ্কর শীতার্ত কুয়াশামগ্ন রাতে সে খোলা আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়ালো। বাতাসে চাঞ্চল্য নেই, উজ্জ্বল নক্ষত্ররাই কেবল জীবন্ত, পাইনের মাথাগুলি আকাশের বুক ছুঁয়ে আছে। একমাত্র প্রকৃতিই তার বর্তমান কৌতূহলোদ্দীপক কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছে। কাঁটা ঝোপ ও বেড়া বরাবর আত্যন্তিক সর্তকতায় ও শব্দহীনতায় সে হাঁটতে থাকে, দৃষ্টিতে শিকারীর তীক্ষ্ণতা—অন্ধকারের রাজারাজড়াদের মধ্যে বিশেষ একজনকে সে খুঁজছে। বিশেষ একজন। আবার সেই সঙ্গে তার মনে একটা ধারণাও কাজ

করছে : এই মধ্যযামে গুলির শব্দ ক্লান্ত যুবতীদের আমি ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবো না।

ওক গাছের সারি যখন তার ছ'পাশে সারবদ্ধ হতে চাইছে, হঠাৎ কাছে-দূরের কুকুরের পাল চিৎকার জুড়ে দিল। তখনই হেনরীর মাথায় বিদ্যুৎ ঝলকায়। ইংল্যাণ্ডের কোথাও কোন পরিবারই বৃহৎ নয় এবং ইংরেজ কুকুররা খুব সতর্ক প্রহরায়—অতএব, শেয়ালটা আর পালাতে পারবে না। হুঁ, এই সেই শেয়াল, যেটা তার পথে কাঁটা হয়ে আছে।

নিঃসন্দেহে সে এবার মুখোমুখি হবে সেই শত্রুর! পা টেনে টেনে ধারালো ঘাস অতিক্রম করছে···খোঁয়াড়ের পশ্চিম প্রান্তসীমায় সে হাঁটু মুড়ে বসলো।

শেয়ালটা এই পথেই আসবে, সে সুনিশ্চিত—আজ তার সব খেলা সাঙ্গ। বহু-বহুক্ষণ একভাবে বন্দুক হাঁটুর ওপর রেখে সে চিত্রবৎ, চোখ পলকহীন, সমস্ত একাগ্রতা নিয়ে কামনা করেছে শেয়ালটাকে। হঠাৎ মোরগ-মুরগীরা আওয়াজ তুললো। সে অবিচল, যেহেতু জানে, এই চাঞ্চল্য মুরগীদের প্রহর-ঘোষণার, শেয়ালের আবির্ভাবে নয়। সে আরো পরে আসবে। ঢিমে বাতাসে মুরগীদের তপ্ত, রুগ্ন ও সমৃদ্ধ ঘ্রাণ। এবং তখন—

একটি ছায়া! খোঁয়াড়ের জীর্ণ পথে গুটি কয়েক উজ্জ্বল নক্ষত্রের কল্যাণে একটি অনিশ্চিত ছায়াপাত। হেনরীর সামগ্রিক চেতনা ও অভিজ্ঞতা সনাক্ত করে—ঐ ছায়া সেই শেয়ালটার।

মাটিতে বুক চেপে হেনরী সরীসৃপের মতন খানিকটা এগিয়ে গেল। বুকের সঙ্গে বন্দুকের বাট, সে স্থির নিশ্চিত, কী ঘটতে যাচ্ছে! শেয়াল, যেন মুরগীর টাটকা রক্তের খোয়াব দেখতে দেখতে নির্দিষ্ট দরজায় নাক গুঁজে দিলো, অভ্যস্ত কায়দায় চাড় দিতে থাকলো এবং ঠিক তখনই রাত্রির যাবতীয় মর্যাদা ও গাম্ভীর্য চূর্ণ ক'রে গর্জে উঠলো হেনরীর বন্দুক।

হেনরী আরামে হাঁ ক'রে বাতাস নেয়। চারপেয়ে জন্তুটা লাফিয়ে উঠেছিল হাত কয়েক, তারপরই সব শেষ। শাদা লোমে-ঢাকা পেটটা দেখা যাচ্ছে। সে উঠে দাঁড়ায়, পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় নিথর জন্তুটার দিকে।

প্রবল চাঞ্চল্যে চারদিকটা ঝাঁকুনি খেল। টার্কি পাখিদের তড়পানি, পাতিহাঁসদের আর্তনাদ, কুকুরগুলির তারস্বর, পাখিদের কিচির-মিচির··· কেবল শেয়ালটা কাৎ হ'য়ে শুয়ে আছে হেনরীর পায়ের কাছে। হেনরী একবার নীচু হ'য়ে গন্ধ শুঁকলো—হুঁ, বিচিত্র ঝাঁজালো গন্ধ বটে, কিন্তু এর সঙ্গে আমার সাদৃশ্যটা কোথায় ?···

ঐ উঁচুতে ফার্মের একটা জানালা খুলে গেল, সেখানে গলা বের করে মার্চ জিজ্ঞেস করে, "কে ওখানে ?"

"আমি", জোর গলায় হেনরী জবাব দেয়, শেয়ালটাকে নিকেশ করলাম।"

"ও গুডনেস্, তুমি আমাদের মৃত্যুভয় পাইয়ে দিয়েছিলে !"

"আমি দুঃখিত।"

"বিছানা ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলে কেন ?"

"শেয়ালটার উপস্থিতি টের পেয়েছিলাম।"

"তুমি তাকে গুলি ক'রে মেরেছো ?"

"নিশ্চয়। এই তো পড়ে আছে লাশটা। ত্যাখো।

পকেট থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করে মৃত জন্তুটার ওপর আলো ফেললো হেনরী। মার্চের চিনতে ভুল হয় না, সেই রহস্যময় জীবটা, এখন যার শাদা পেটটাই কেবল দেখা যাচ্ছে। মার্চ স্তম্ভিত।

"সুন্দর দেখতে", সোল্লাসে হেনরী জানালো, "তুমি ওর চামড়াটা কাজে লাগাতে পারবে।"

"আমি শেয়ালের চামড়া গায়ে চড়াতে চাই না ; কেউ আর আমার কাছে তাহলে আসবে না।"

"বেশ।"—হেনরী আলো নিভিয়ে দেয়।

"আশা করি, তুমি এবার ঘুমোতে যাবে।"—মার্চের কথা ভেসে আসে।

"তাই করবো। ক'টা বাজে?"

"জিলি, এখন রাত ক'টা?"—মুখ ফিরিয়ে বেনফোর্ডকে জিজ্ঞেস করে মার্চ। রাত এখনো মধ্যযৌবনা—মাত্র পৌনে একটা!

সেই রাত্রে মার্চ তার দ্বিতীয় স্বপ্ন দেখলো। সে মৃত বেনফোর্ডের শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়ে হাহাকার করছে। চারদিকে কেউ নেই। তাকেই নিজের হাতে কফিনবদ্ধ করতে হবে বান্ধবীর হিম দেহটাকে। কফিনের বাক্সটা সেই সব কাঠ দিয়েই তৈরি করেছে, যেগুলিকে অন্ধকার ঘর থেকে কুড়িয়ে আনতে গিয়ে সে প্রথম হেনরীর নাগালের মধ্যে চলে গিয়েছিল। আর বেনফোর্ডের তনুকে আচ্ছাদিত করতে গিয়ে ইতি উতি খুঁজতে খুঁজতে সে পেয়ে গেল শেয়ালের চামড়া। শেয়ালের চামড়ায় মুড়ে দিয়ে বেনফোর্ডকে কফিনের ভেতর শুইয়ে দিলো সে। তারপর গভীর নিঃসঙ্গতায় হু হু কাঁদতে থাকে মার্চ।···

ভোর হতেই মার্চ ও বেনফোর্ডের প্রথম কাজ হলো, শেয়ালটাকে দেখতে যাওয়া। ঝুলিয়ে দেওয়া লাশ, ঈষৎ রক্তাভ শাদা লোম জেল্লাময়, চোখ দুটো বুঝি এখনো সমঝদারের।

"হতভাগ্য", আবেগের জোয়ারে ভাসছে বেনফোর্ড, "আমাদের খোঁয়াড়ে হানা দেবার অভ্যাস না থাকলে আমি নিশ্চয় ওর অপমৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করতাম।"

মোহিত মার্চের মুখে রা নেই। মৃত শেয়ালটাকে উল্টে-পাল্টে দেখছে, শেয়ালের ঝুলন্ত মাথাটা তার দু' হাতে কিছুক্ষণ।

হেনরীকে এগিয়ে আসতে দেখে বেনফোর্ড স্থান ত্যাগ করে। মার্চ কিন্তু শেয়ালটাকে নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে, হৃদয়তন্ত্রীতে হাজারো অনুরণন।

দেখতে ভারী সুন্দর ছিল, তাই না?"—পাশে দাঁড়িয়ে হেনরী বললো। মার্চ দেখছে, মৃত শেয়ালও বুঝি স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ। আপন মনে বললো, "সত্যি তাই। না, জানি, এ যাবৎ কত মুরগী ও মেরেছে!"

"অনেক, অনেক", হেনরী বললো, "তোমার কি মনে হয়, গ্রীষ্মের সেই সন্ধ্যায় তুমি একেই দেখেছিলে?"

মার্চের নিস্প্রভ স্বর, "এ রকমই দেখতে।"

হেনরী মুগ্ধ দৃষ্টিতে মার্চের দিকে চেয়ে থাকে এবং মার্চ শেয়ালটার দিকে। মার্চের গভীর কালো চোখ আকর্ষণ করে, দীর্ঘ শরীরের ভারী নিতম্ব এবং ভরাট স্তন হেনরীর দীর্ঘশ্বাসকে দীর্ঘতর করে; সে যেন অনেকটা ঠেস দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টাতেই মার্চের জানুতে নিজের হাঁটু ঠেসে ধরে। হকচকিয়ে ওঠে মার্চ, দূরত্বে সরে যায়।...

দিনের অনেকটা সময় হেনরী ব্যয় করলো সযত্নে শেয়ালের চামড়াটা ছাড়িয়ে দিতে। তাকে খুব রাগী ও তেজী দেখাচ্ছিলো। বহমান ও বেগবান রক্ত ওঠা-নামা করছে মুখে। সন্ধ্যায় তিনজন জড়ো হলো ডাইনিং রুমে, যেহেতু নিজের ইনট্যুইশনের বারণে বেনফোর্ড আর হেনরীকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকতে নারাজ। তিনজনের কারুর মধ্যেই আর সেই উচ্ছ্বাসপ্রবণতা নেই। থমথমে বিহ্বলতা। এক খণ্ড মস্ত কাঠ ফায়ারপ্লেসে দপ্ দপ্ জ্বলছে। বেনফোর্ড চিঠি লেখার সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে, মার্চ সেলাই করছে এবং হেনরী মাথা গোঁজ ক'রে ভাবছে-ভাবছে। চিঠি লিখতে লিখতে বেনফোর্ড সময় সময় মুখ তুলে তাকায়, চোখ দুটোকে বিরাম দেয়। হঠাৎ বলে উঠলো, "হেনরী, তুমি কোন ট্রেনে ফিরে যাবে?"

হেনরী জ্বালাভরা চোখে তাকায়, "সকালের ট্রেনে।"

"আটটা দশ না, এগারোটা কুড়ি ?"

"সম্ভবত এগারোটা কুড়ি।"

"আগামী পরশু ?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ", মৃদু শব্দের সঙ্গে খামের মুখ বন্ধ করতে থাকে বেনফোর্ড তারপর আরো আক্রমণাত্মক হলো তার জিজ্ঞাসা, "তোমার মতলবখানা কি, জানতে পারি কি ?"

"মতলব !"—হেনরী প্রতিধ্বনি করে। মুখে-চোখে রক্তাভ উত্তাপ।

"আমি বলতে চাইছি, নেলীকে বিয়ে করতে আবার তুমি ফিরে আসছো তো ?"

"বিয়ে", হেনরী কঠিনভাবে উচ্চারণ করে, "এখনো ভেবে উঠিনি।"

"সেকি !" বেনফোর্ড শ্লেষ ফুটিয়ে বলে, "শুক্রবার চলে যাচ্ছো। অথচ, এমন একটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে ঝুলিয়ে রেখে যাবে ? তাজ্জব !"

"চিঠিতেও তো জানিয়ে দিতে পারি।"

"হুঁ, তা পারো। তবে আমার কাছেও প্রশ্নটার গুরুত্ব খুব বেশী হওয়ায় তোমার সব সিদ্ধান্তগুলি আমার খুব তাড়াতাড়িই জানা দরকার। মার্চের বিয়ে হ'য়ে যাবার পর আমাকে অন্য পার্টনার খুঁজে নিতে হবে এবং কোন রকম দেরী না করেই।"

হেনরী ঠোঁট কামড়ায়, "বিয়ের পর মার্চ কি এখানে থাকতে পারবে না ?"

"অসম্ভব, অবাস্তব। ফার্মে জায়গার অভাব ঘটবে, অর্থেরও টানাটানি থাকতে পারে।"

"ধন্যবাদ। বিয়ের পর আমিও এখানে বসবাসের কথা চিন্তা করতে পারি না।"

"এটাই আমি জানতে চাইছিলাম। কিন্তু নেলীর কি হবে ?

বিয়ের পর সে কতদিন আমার ঘাড়ে বসে থাকবে?"—বাতিকগ্রস্ত মানুষের মতন ঘুরে-ফিরে বেনফোর্ড একই ইঙ্গিত করে যাচ্ছে। হেনরীর দুই চোখে আগুন, যদিও বেনফোর্ডের ভ্রূক্ষেপ নেই এবং মার্চ যেন সংগোপনে অনাবিল হাসি হাসছে।

হেনরী বললো, "আমি বলতে পারি না।"

"অদ্ভুত তো", বেনফোর্ড প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, "একজন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবার আগে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে রাখোনি? আর তা যদি না করে থাকো, তবে সবটাই তোমার ভাঁওতাবাজি।"

"ভাঁওতা হতে যাবে কেন? আমি কানাডায় ফিরে যাচ্ছি।"

"সঙ্গে কি মার্চকে নিয়ে যাবে?"

"নিশ্চয়।"

"ও নেলী, শুনলি তো?"—বেনফোর্ড চোখ ঘুরিয়ে মার্চকে সাক্ষী মানে। মার্চ, যে এতক্ষণ মাথা নিচু ক'রে সেলাই করছিল, মুখ তুলে তাকায়। সূক্ষ্ম হাসির রেখায় উদ্ভাসিত। ঠোঁট ভেঙ্গে বললো, "এই প্রথম জানলাম, আমাকে নাকি কানাডায় যেতে হবে।"

"যাই হোক, এখন জানলে তো? আমি তোমাকে কানাডায় নিয়ে যাবো।"—হেনরীর অস্থির গলা।

"জানা রইলো।"—মার্চ নিরুত্তাপ, আবার সেলাই-এ মন দিয়েছে। বেশ শীত পড়ে গেছে।

বেনফোর্ড তার কোটটাকে একহাতে আঁকড়ে ধরে মার্চকে প্রশ্ন করে, "তুই কি কানাডায় যাবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত নেলী?"

তবুও মার্চের কোন চাঞ্চল্য নেই, শিথিল ধ্বনি তুললো মাত্র, "এটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। এই মুহূর্তে একজন সৈনিকের স্ত্রী হিসেবে কানাডায় গিয়ে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে খাবি খেতে চাই না।"

হেনরী চমকে মার্চের দিকে তাকায়, "তুমি কি তবে এখানে অপেক্ষা করবে এবং আমি কানাডায় গিয়ে সব বন্দোবস্ত সেরে ফিরে আসবো?"

"অনেকটা সেই রকমই।"—অস্পষ্টতার ঘেরাটোপ থেকে মার্চ বেরিয়ে এলো না।

ঠিক কথা। বিয়ের প্রস্তাব আপাততঃ মূলতুবি রইলো, উৎসাহিত হেনরী বললো, "হুটমুট কিছু করে বসাটা এক ধরণের হঠকারিতা। আমি বরং এখন কানাডায় যাই, একটি সুস্থ নিবাস খুঁজে বের করি, তারপর তোমায় নিয়ে সেখানে পাকাপাকিভাবে ঘর বাঁধবো।"

"না, এটা একটা ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত প্রস্তাব!"—আর্তনাদ করে উঠলো বেনফোর্ড।

হেনরী কিন্তু জ্বলজ্বল চোখে চেয়ে আছে মার্চের দিকেই, "তোমার কি অভিমত?"

"আমি এখন কোন মন্তব্য করতে পারছি না", মার্চ বললো, "আমাকে ভাবতে হবে।"

"কেন?"—যুবক ঝুঁকে পড়ে।

"কেন?" মার্চের ঠোঁটে বাঁকা হাসি, "এখনো আমার সামনে হাজারটা প্রশ্ন ঝুলছে!"

হেনরীর দৃষ্টি আরো ধারালো হয়ে ওঠে, মার্চের মুখের দিকে ঠায় চেয়ে থাকে। তার মনে হলো, আবার মার্চ তার বান্ধবীর কক্ষিগত হতে চলেছে! দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, "ঠিক আছে। আমি তো আর জোর করে কিছু করতে পারি না।"

রাতে বিছানায় যাবার আগে বেনফোর্ড মার্চের কানের কাছে মুখ নিয়ে অন্তরঙ্গস্বরে বসলো, "গরম জলের বোতলটা আনবি আমার জন্য। কেমন?"

মার্চ ঘাড় কাৎ করে, "আনবো।"

দুই যুবতী সিঁড়ি বেয়ে উপরের ঘরে উঠতে থাকে। উঠতে উঠতে হেনরীর দিকে ফিরে মৃদু হাসির সঙ্গে মার্চ বললো,

"গুডনাইট, হেনরী। আমি আর নামছি না। তুমি আগুনটা নিভিয়ে দিও।"

পরদিন থমথমে মুখ নিয়ে হেনরী খুব অস্থির। গনগনে রাগে পুড়ছে যেন সে। পরাজয়ের আশঙ্কা। সে চায়, একটু সামলে-সুমলে কানাডায় গিয়ে সে মার্চকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। এবং সে এটাও জানে যে, মার্চ নিজেও এ নিয়ে প্রতিরোধের কোন প্রাচীর তুলবে না। কিন্তু যত বিপত্তি ঐ বেনফোর্ডকে নিয়ে—নানান কায়দায় মার্চের মনে সে ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমি মার্চকে এমন তীব্রভাবে চাইছি কেন? এই ফার্মটার ওপর আমার তো আর তেমন কোন লোভ নেই, তবে?—নিজেকে প্রশ্নগুলি করেও হেনরী কোন সদুত্তর পায় না। দিশেহারা হেনরী বুঝে উঠতে পারছে না, এখন তার কী করণীয়? তবে হাল ছেড়ে দেবারও পাত্র সে নয়। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, বেনফোর্ডের কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে মার্চকে।

সন্ধ্যা নাগাদ উত্তেজনা আবার তুঙ্গে। সারাটা দিন বেনফোর্ড এবং হেনরী পরস্পরকে এড়িয়ে গেছে। আদতে ১১-২০ মিনিটের ট্রেনে ছোট্ট শহরটায় বেনফোর্ড গিয়েছিল কিছু কেনাকাটা সারতে। ফিরে এলো ৪-২৫ মিনিটের ট্রেনে। তখনই ঝুপ্ করে নেমে এসেছে অন্ধকার। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে হেনরী দেখছে, বেনফোর্ড ফিরে আসছে। হাতে বোঝা নিয়ে টালমাটাল। পিচ্ছিল বনজ পথে ওর ছোট্ট শরীরটা যে কোন মুহূর্তে আছড়ে পড়তে পারে। নিজেকে পাতার আড়ালে লুকিয়ে রেখে দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে হেনরী, তার জ্বলন্ত দৃষ্টি বিপর্যয় কামনা করে বেনফোর্ডের: শালী, নোংরা মনের স্বার্থপর মেয়েছেলে! তুমি আমার ইয়ে করবে! শাস্তি তোমায় পেতেই হবে!···

এগিয়ে আসতে গিয়ে বেনফোর্ড যতবার বেতসলতার মতন প্রায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, ততবারই সোল্লাসে হেনরীর দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রক্তে তার সূচীমুখ প্রতিশোধস্পৃহা,—হঠাৎ মেঘোৎক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে চলার পথ আরো দুর্গম হয়ে উঠুক, যেখানে আছড়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে যাক মেয়েমানুষটার স্কার্ট, ঐ পলকা শরীরের যা কিছু গোপনীয়তা হাঁ হ'য়ে থাকুক হেনরীর ঘৃণাময় দৃষ্টির সামনে অথবা, হাড়-গোড় ভেঙ্গে কাতরাতে থাক, চশমাটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসুক দুই চোখে রাজ্যের অন্ধত্ব এবং তখন ক্ষোভে ভ্রষ্টাচারে চতুঃসীমা ছুঁয়ে হা-হা অট্টহাসি হাসবে হেনরী—বেনফোর্ডের সার্বিক সর্বনাশের স্বপ্ন দেখতে থাকে নারীপ্রেমে জর্জরিত যুবক সৈনিক। কিন্তু তখনই—

তখনই নিরেট বাস্তব ও শাশ্বত হয়ে দেখা দিলো মার্চ, শীতের বাতাস ও প্রতিরোধকে দু' হাতে সরিয়ে দিয়ে বড় বড় পা ফেলে অনায়াসে ছুটে গেল বেনফোর্ডের দিকে। যেন কত লঘুভার, এমন দক্ষতায় বেনফোর্ডের হাত থেকে প্রতিটি বোঝা সে নিজের ঘাড়ে তুলে নিলো। হাল্কা হয়ে যাওয়া বেনফোর্ডের হাতে তখন কেবল একগুচ্ছ হলুদ চন্দ্রমল্লিকা, কতগুলি হলুদ আঁকিবুকি যেন।

হতাশ, বিরক্ত, ক্ষুব্ধ হেনরীর কানে এসে বাজছে ওদের স্বরক্ষেপ। মার্চের কথাগুলি নিচু পর্দায়, আর বেনফোর্ড কেবল বাচাল নয়, জংলা! অথচ, কোন আলেয়া-কারণে ওদের মিতালিটা বড় গাঢ়! অসহ্য!···নিষ্ক্রিয় কুটিল বনপথ মাড়িয়ে ওরা হাঁটছে, সমস্তটা ওজন মার্চের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বকবক করেই চলেছে বেহায়া বেনফোর্ড, হেনরীর চোখের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে ছায়া হ'য়ে গেল দুটি মূর্তি···বিরাজ করছে বনের মহিমা, যেখানে কিছু পদচিহ্ন হেনরীর কাছে যেন কলঙ্কের জায়গা। সবকিছুই তার পরিপন্থী মনে হওয়াতে একথাবা সবুজ পাতা হাতের পাতায় ডলতে থাকে, কটু গন্ধ ওঠে··· ফার্মের এক্তিয়ারের মধ্যে দাঁড়াতেই চোখে এলো, রান্নাঘরে আলো

জ্বলছে। একটানা অন্ধকারের মধ্যে পূত-পরিষ্কার লালচক্ষু অর্থাৎ নিরাপদে নির্বিবাদে আনন্দে তারা ফিরে এসেছে। ঘৃণায়, ঈর্ষায় বেনফোর্ডকে অভিশাপ দিচ্ছে হেনরী, সেই সঙ্গে জ্যান্ত ও বৃহৎ একটি সম্ভাবনা তুলতে তুলতে তার বুক ছুঁয়ে দূরে চলে যায়।

বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলেও হেনরীর চোখ পাথর হয়ে যায়নি, সব সময় মার্চকে অনুসরণ ক'রে যাচ্ছে একই প্রত্যাশায়—বেনফোর্ডের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ও কখন চূড়ান্ত সমর্পণের অঙ্গীকার দেবে! আশা করছে, রাতে বেনফোর্ড শুয়ে পড়বার পর মার্চ নিশ্চয় চুপি চুপি নিরিবিলিতে কিছুক্ষণের জন্য তার কাছে এসে দাঁড়াবে। তখন হেনরী মার্চের গার্হস্থ্য শরীরে অলৌকিক সম্পদের ঘ্রাণ নেবে বলে ঘন চুলে নাক ঘষবে, মসৃণ ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে এক সময় তার পাতলা ঠোঁটে নিজেকে ভেজাবে, দুটি স্তন এবং তাদের বৃন্তকে সোহাগ জানাবে, কী নরম আর পুরিপুষ্ট ওরা। যদি সম্ভব হয়, বেনফোর্ডকে অভিশাপ দিতে দিতে মার্চের জঙ্ঘার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সে। বেনফোর্ড!—কী কুৎসিৎ কাঠ কাঠ চেহারা! ধর্ষণেরও অযোগ্য!

কামনায় ও রাগে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে হেনরী।

জর্জরিত হেনরী খাবারের ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ায় বেনফোর্ডের মুখোমুখি বসে থাকা মার্চের অভিনব পোশাক দেখে। জিজ্ঞাসা না করে পারে না, "এরকম একটা পোশাক পরে আছো?"

মার্চ শান্ত হাসি হাসে, "খারাপ লাগছে দেখতে?"

"আমি তোমাকে কখনো এই বেশে দেখিনি।"

"সারাটা দিন কাজের মধ্যে থাকতে হয় তো তাই সময় সময় এমন স্বল্প আচ্ছাদনে নিজেকে একটু খোলামেলা করে রাখি।"

"তুমি সুন্দরী, তাই সুন্দর পোশাকই তোমার পরে থাকা

উচিত।"—হেনরীর স্বর মার্চকে স্পর্শ করে, সে রাঙা হয়ে ওঠে। হেনরী আসন নিয়েও একদৃষ্টিতে মার্চের দিকে চেয়ে থাকে। ছু'খানা অনাবৃত নিটোল হাত তার বুকের ভেতর শিরশিরে অনুভূতি জাগায়।

বেনফোর্ড পরিষ্কার অনুভব করতে পারে, শিকারীর ভেতর লোভ ও কামনা ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছে এবং এর মুখোমুখি মার্চের লজ্জা একেবারে অসহনীয়!

"নিশ্চয় খুব খারাপ দেখাচ্ছে আমাকে।"—বলেই চা-এর কেটলিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায় মার্চ। সঙ্গে সঙ্গে হেনরীর দৃষ্টির সামনে জাতুঘরের চমক; মিনিস্কার্ট পরেছে মার্চ, এতক্ষণ বসে থাকায় বোঝা যায়নি। এখন ছু'খানি অতুলনীয় কাণ্ড জানুঅব্দি, প্রবৃত্তি জাগে, সংযোগে উদগ্রীব যে হবে না, সে পুরুষ নামের অযোগ্য!

হেনরীর লোভাতুর ছুটি চোখ এবং মার্চের নির্লোম জানুদ্বয়ের স্বৈরিণী ইঙ্গিত, সর্বোপরি নিরেট নীরবতা—বেনফোর্ডের সারা মুখময় কী যন্ত্রণার ছাপ ফেলে যাচ্ছে! সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, "ঈশ্বরের দোহাই, তোরা এমন চুপ করে থাকিস না। কথা বল! মনে হয় যেন, কবরখানায় বসে আছি!"

কবরখানা অর্থাৎ কফিন! মার্চের টিকলো নাকে কী যেন চিক চিক করে ওঠে, "কবরখানা! হুঁ, ঐ অব্দি যাবার পরই আমার স্বপ্নটা ভেঙ্গে গিয়েছিল।"

সে চকিতে দেখতে পেয়েছে, কফিনের মধ্যে শুয়ে আছে নিথর বেনফোর্ড, ভাষাহীন চোখ ছুটো স্থির হয়ে আছে।

"তুই কবরখানা নয়, বিয়ের স্বপ্ন দেখছিলি।"—বেনফোর্ড তীব্র ও মরিয়া।

"হয়তো তাই।"—মার্চের পাতলা ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে।

"কার বিয়ে?"—আবার জয়ের নেশায় ঝুঁকে পড়ে হেনরী।

"তা মনে নেই।"—রহস্যময়ী মার্চ পদ্ম-জলের মতনই।

প্রহরে প্রহরে মোরগের ডাক। মার্চের অস্বস্তি কমে না,

যেহেতু সে অনুভব করতে পারছে, হেনরীর দুই চোখ তার সর্বাঙ্গ লেহন করে চলেছে মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে পোকা খোঁজার মতন। খাবারের ট্রে-টা নিয়ে এলো সে। তিনজনের পক্ষে একত্রিত হয়ে এই তাদের শেষ নৈশাহার। কাল এমন সময় হেনরী থাকবে না। এই ফার্মের জীবনধারা কি তাৎপর্যশূন্য হয়ে পড়বে না? বেনফোর্ড ভাবে না? কোথায় হারিয়ে গেল তার সেই অপরিসীম মমতাময় দৃষ্টি ও ব্যবহার?···আর হেনরী প্রতি মুহূর্তে চায়, বেনফোর্ডটা শুতে চলে যাক এবং মার্চ মাথা নীচু করে নীরবে এসে দাঁড়াক তার সামনে! কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। খাবারের পাট চুকে যাবার পরও একখানা বই কোলে নিয়ে ঠায় বসে আছে বেনফোর্ড, উঠবার কোন লক্ষণ নেই। গভীর নীরবতা। এক সময় মার্চই বেনফোর্ডকে জিজ্ঞেস করে, "ক'টা বাজে?"

"দশটা বেজে পাঁচ"—কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখলো বেনফোর্ড। আবার মায়াময় স্তব্ধতা।

"কখন শুতে যাবি?"—কিছুক্ষণ পর চোখের পাতায় ঠাণ্ডা আমেজ এলে মার্চই আবার জিজ্ঞেস করে।

"যখন তোর সময় হবে।"—ভ্রূ কুঁচকে কঠিন স্বরে জবাব দেয় বেনফোর্ড।

"তাহলে এখন ওঠা যাক।"—গরম জলের বোতলটা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে মার্চ। কিন্তু বেনফোর্ড নিথর, একইভাবে চেয়ারে বসে থাকে। আবার সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা নেমে এসে মার্চ তাগাদা দেয়, "কৈ, আয়।"

"আর এক মিনিট।"—মুখ না তুলে বেনফোর্ড বলে। কিন্তু মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়, সে পাথরের প্রতিমূর্তি হয়ে থাকে। আবার সিঁড়ি পথে ভেসে ওঠে প্রতীক্ষারত মার্চ। ঠিক তখনই হেনরী, যার চোখ দুটো এতক্ষণ ফুলকির মতন জ্বলছিল, বেমক্কা বলে ওঠে, "আমার মনে হয়, মদ্দা শেয়ালটাকে খতম করবার পর

মাদীটা রোজ রাত ঘনালেই খোঁয়াড়ের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। চলো, মার্চ, আমরা দু'জনে একটু ঘুরে দেখে আসি।"

"আমি!"—প্রস্তাবের আকস্মিকতায় প্রায় বাকরুদ্ধ অবস্থা মার্চের।

"না", গর্জে উঠলো বেনফোর্ড, "বুকে কফ বসে গেলে সব পিরীত ঘুচে যাবে। তুই যাবি না, মার্চ!"

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ তেজে দাবড়ে উঠলো হেনরী, "আলবৎ যাবে! মাত্র মিনিট কয়েকের জন্য। ওর ঠাণ্ডা যাতে না লাগে তার জন্য গরম কম্বল একটা নিয়ে যাচ্ছি।" মার্চের দিকে ফিরে মোলায়েম গলায় বললো, "নেমে এসো। চলো আমার সঙ্গে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য।"—যেন যাদুদণ্ড হাতে মার্চকে শূন্য থেকে নামিয়ে আনছে হেনরী। দু'ধরণের স্বরগ্রাম—বেনফোর্ডের প্রতি তর্জন-গর্জন এবং মার্চের প্রতি গভীর মমতাময়।

"চলো, যাই।"—মন্ত্রমুগ্ধের মতন নেমে আসতে থাকে মার্চ, হেনরীর পাশে এসে দাঁড়ায়।

"তুই যাবি!"—আহত বেনফোর্ড দুই হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

"জিলি!"—মার্চ ওর দিকে কয়েক পা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই হেনরী চেপে ধরে, প্রতিরোধ্য আকর্ষণে টেনে আনে বাইরে।

ঘরে হু হু কাঁদছে বেনফোর্ড। একজোড়া মানুষ-মানুষী সেই বিয়োগান্ত দৃশ্যের সাক্ষী তথা কুশীলব। মার্চ আর একবার বান্ধবীর দিকে যাবার চেষ্টা করেও পারে না, যেহেতু ততক্ষণে হেনরী তাকে সযত্নে বুকের কাছে টেনে এনে গরম কম্বলে গা ঢেকে দিচ্ছে।

বাইরে সাদাকালো অঙ্কনে সংবদ্ধ রাত্রি। ওপরে সংখ্যাতীত নক্ষত্রের গালিচা। মার্চকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে হেনরী তাকে এই ফার্মের নির্জনতম স্থানটিতে নিয়ে গেল, যেতে যেতে চাপা স্বরে বলতে থাকে, "জিলিকে কাঁদতে দাও। কারণ, আজ হোক, কাল হোক, প্রত্যাশাভঙ্গের বেদনা তাকে ভোগ করতেই হবে! এখনকার অশ্রুপাত ওর উপকারেই লাগবে।"

মার্চ ভেজা ভেজা স্বরে বললো, "আমাকে ওর কাছে যেতে দাও। ওর মন তোলপাড় করছে!"

হেনরী ক্ষোভের সঙ্গে বললো, "আমাদের তিনজনের হৃদয়ই তোলপাড় করছে। জিলির, তোমার, আমার!"

"তোমারও?"—মার্চ অবাক চোখে তাকায়।

"নিশ্চয়। হাত দিয়ে দেখো।" মার্চের একখানা হাত টেনে এনে হেনরী তার বুকের বাঁ দিকে চেপে ধরে।

যুবকের বিশাল বুকের স্পন্দন, যা কিনা উত্তাপে টগবগে এবং এবং করুণাধারার মতন প্রবহমান, অনুভব করতে করতে অভিভূত হ'য়ে পড়ে মার্চ। তার আঙ্গুলগুলি বিচরণ করতে থাকে এই লোমশ বুকের ওপর। আহ্, বুক তো নয়, প্রকৃতির চালচিত্র! ভুলে গেল মার্চ তার ক্রন্দসী বান্ধবী জিলির কথা! ক্ষণিকের জন্য হলেও ভারি পুলকে সে প্রায় সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে।

ফার্মের বাগানে দু'জনে জড়াজড়ি করে এগিয়ে চলেছে। সহচরীর শরীরকে পরিমাপ করতে করতে রাজার মতন হাঁটছে হেনরী। একাধারে একটি লম্বা টুল-বাক্স পড়েছিল, সেখানেই মার্চকে স্থাপিত করলো সে, তারপর এমনভাবে ঝুঁকে পড়লো ওর শরীরের ওপর যেন মার্চ তাকে ছাড়া আর কিছুই এই দুনিয়ায় দেখতে না পায়—শুধু সে, প্রেমে-দাম্ভিকতায় ভীষণ জীবন্ত পুরুষ! খুবই আনন্দ ও আত্মপ্রসাদের সঙ্গে মার্চকে দেখছে আর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যাচ্ছে হেনরী। এই তো সেই নারী, যার শরীরের রিণ্ রিণ্ মিষ্টি বাজনা পুরুষকে উন্মত্ত করে তোলে, এই তো সেই নারী, যার প্রেরণায় আহাম্মক পুরুষও রাষ্ট্র-বিপ্লবের নায়ক হয়ে ওঠে, এই সেই নারী, যার জন্য সর্বনাশের আগুন দিকে দিকে জ্বালিয়ে বেড়ায় পুরুষ! সেই চুল, সেই নাক, সেই ত্বক, সেই স্তন, সেই নিতম্ব, সেই···। নিবিষ্ট আবেগে এখানে-সেখানে হেনরী হাত বোলাচ্ছে, আবেশে চোখ বন্ধ করে মার্চ। হেনরীর মাথার ওপর টুপটাপ শিশির বিন্দু, প্রকৃতির আর কোন চাঞ্চল্য নেই।

তখন তরুণ স্বপ্নের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বললো "কথা দাও, আমার স্ত্রী হিসেবে তুমি কানাডায় যাবে।"

"সেটা কি আমাদের পক্ষে বোকামি হয়ে যাবে না?"

"বোকামি হবে কেন, রাণী? আমি সেখানে ভালো মাইনের চাকুরি পাবো। সুন্দর ছবির মতন দেশ। ছিমছাম আমাদের ঘর-সংসার। তুমি সেখানে রাণীর মতন সুখী হবে।"

এত ফিরিস্তি শুনবার পরও যুবতী ঢোঁক গিলে বলে, "আমার বড় ভয় করে!"

"কোন ভয় নেই। আমার ওপর নির্ভর করো। ঠকবে না।"

"আরো অনেক ভালো মেয়ে তুমি পাবে।"

"হাঁ, দুনিয়ায় অনেক মেয়ে আছে এবং তাদের অনেকেই সুন্দরী। হয়তো তাদের কারুর কারুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো যায়, ফুর্তিও করা যায়, কিন্তু জীবনের সঙ্গে বেঁধে রাখা যায় না।"

"একথা বলছো কেন?"

"কারণ, আমি স্বার্থপর। আমি নিজের কথা ভাবতে জানি।··· বিশ্বাস করো, তুমিই আমার জীবনে প্রথম নারী, যার সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হবো, তৃপ্ত হবো। আমি তোমাকে চিনেছি, নেলী।"

"আমি কিন্তু ভেবে উঠতে পারছি না।"

"কেন? তুমি কি সারাটা জীবন ঐ মিস্ বেনফোর্ডের মতন একজন মহিলার সঙ্গে কাটিয়ে দেবে? এর চেয়ে শূন্যতা, এর চেয়ে অর্থহীনতা একজন নারীর জীবনে আর কি হতে পারে? বিশেষতঃ তুমি—তুমি যে কত অসাধারণ!"

"না—না···"

"ভেবে দেখো, সময় বয়ে যাবে। তোমার এই অপরূপা যৌবনও চিরস্থায়ী নয়। এখানে, এই অর্থহীনতার মধ্যে একদিন তুমি বুড়িয়ে যাবে। তোমার চুলে পাক ধরবে, এমন মসৃণ ত্বক খসখসে হয়ে

যাবে, এমন ভরাট স্তন শিথিল ও থলথলে হয়ে পড়বে, এই নিতম্বে সাড়া দেবার মতন শক্তি আর থাকবে না।"

"না", প্রপাতের শব্দে আর্তনাদ করে ওঠে তরুণী, "আমি ভাবতে পারি না!"

"ভাবতে হবে প্রত্যেকের জীবনেই সেই ঊষর মুহূর্তগুলি ঘনিয়ে আসে। সময় কারুর জন্য অপেক্ষা করে না। তাই বিপরীত ছবিটার কথা চিন্তা করো। আমি একজন বৃদ্ধ সুখী মানুষ। আর তুমি আমার বৃদ্ধা গৃহিণী। মাখনের মতন নরম মন নিয়ে আমাদের সংসার। বার্ধক্য সত্বেও আমরা তো একজোড়া দম্পতি, পুরুষ ও নারী, চিরকাল বর্ণময়।"

"না", মার্চ হেনরীর চুল মুঠিতে খামচে ধরে, "আমি তোমাকেও বুড়ো ভাবতে পারছি না। লক্ষ্মীটি, তুমি চুপ করো।"

অর্থাৎ কিনা, হেনরী এখন অনায়াসে ভাবতে পারে, মার্চ তার নিজস্ব হয়ে গেছে, বেনফোর্ডের সাধ্য নেই ছিনিয়ে নেয়। তার কঠিন বুকের নিচে মার্চের শরীরের সব ভাঁজ নিষ্পেষিত হচ্ছিলো এবং মার্চ তখন কথা দিলো, "আমি তোমায় বিয়ে করবো। বিয়ের পর কানাডায় গিয়ে ঘর বাঁধবো।"

"কথা দিলে কিন্তু।"

"হুঁ।"

গভীর আশ্লেষে তারা চুম্বনবদ্ধ হয়। মার্চের ঠোঁট জোড়া উত্তাপে পুড়তে থাকে, সমস্ত শরীর জুড়ে আনন্দ ও আলস্য। হেনরীর ওপর গভীর নির্ভরতা তাকে সুখী করেছে।

বেনফোর্ড তখনো বসে আছে, দুই চোখ লাল এবং ফুলোফুলো। মার্চ এবং হেনরী যখন হাত ধরাধরি ক'রে ঘরে ঢুকলো, সে বিষাক্ত দৃষ্টি মেলে ওদের দেখতে থাকে। তার চোখের সামনে হেনরী প্রকাণ্ড দৈত্য এবং মার্চ তার কুক্ষীগত।

"অনেকটা সময় কাটিয়ে এলে।" বেনফোর্ড উচ্চারণ করে।

"হুঁ, খুবই অকিঞ্চিৎকর সময়ে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম।" দৃঢ় স্বরে হেনরী বললো।

"সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে!"

"হ্যাঁ, বিয়ে আমরা করবোই। বিয়ের পর মার্চ আমার সঙ্গে কানাডাতেও যাবে।"

বেনফোর্ড রক্তাক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো, মার্চের সুচারু গঠন দেহে শিহরণ এবং সে হেনরীর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মধুর হাসি হাসছে, যে হাসির অর্থ অন্ততঃ কোন নারীর বুঝতে অসুবিধে হবে না। নেলী অনুমতি পেলে হয়তো আজ রাত থেকেই ঐ ছোকরার সঙ্গে শুয়ে পড়তে রাজি আছে!

বিধ্বস্ত বেনফোর্ডের সঙ্গে মার্চ যখন শোবার ঘরে উঠে যাচ্ছে, হেনরী তাকে শেষবারের মতন স্মরণ করিয়ে দেয়, "নেলী, আমাদের শপথের কথা মনে রেখো।"

"রাখবো।"

তবু ছন্দপতন ঘটলো। মার্চের যেন কিছুতেই হুঁশ থাকে না। পরদিন সকালে মার্চ যদিও হেনরীর সঙ্গে গিয়ে শহরের ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের খাতায় নাম লিখিয়ে এলো, যদিও হেনরীকে বিদায় জানাতে স্টেশন অব্দি গেল, তবু কোথায় যেন দ্বিধা ও বিষণ্ণতা যাবতীয় আবেগে ও পুলকে ঢেকে রাখছে। ট্রেন ছেড়ে দিল ঠিক যেন মামুলি প্রথার অবসানের মতন। মুখ বের করে হেনরী দেখছে, মার্চ তাকিয়ে আছে, হাতটা একবার উপরে তুলে আবার নামিয়ে আনলো। দপ্‌দপিয়ে ট্রেনটা যত গতি পায়, মার্চের মন থেকে হেনরী ততই দ্রুততার সঙ্গে মুছে যেতে থাকে। এ বুঝি একটা স্বপ্নমাত্র, যার স্মৃতিস্বরূপ কেবল হেনরীর সেই রক্তাভ কঠিন মুখাবয়ব জীবন্ত হয়ে আছে।...

সলেসবেরির মিলিটারী ক্যাম্পে ঠিক ন'দিন বাদে হেনরী একখানা চিঠি পেলো। মার্চ লিখেছে ঃ

প্রিয় হেনরী,

যা আমার মনে গেঁথেই ছিল, ব্যক্ত করতে পারিনি, এখন জানাচ্ছি তোমার ও আমার পারিবারিক বন্ধন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। তুমি চলে যাবার পর বুঝতে পারলাম, আমি কী বোকা। তোমার ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিতি আমাকে অন্ধ করে রেখেছিল মাত্র। যা অবাস্তব, তোমার প্রভাবে সেটাই বাস্তব বলে মনে করেছি। এই ভুল যখন দীর্ঘস্থায়ী হয়, তখন আমরা নীরবে শহীদ হই। তুমি চলে যাবার পর আমি নিজে ভেবেছি, জিলির সঙ্গে ক্রমাগত আলোচনা করেছি এবং এইভাবেই প্রকৃত সত্যকে বড় নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটন করেছি। এক অর্থে বলা যায়, আমি তোমার প্রতিও অবিচার করে ফেলেছি। অবিচার বলছি এই জন্য যে, তোমাকে যখন আমি অন্তর দিয়ে ভালোবাসি না, তখন বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়াটা ভীষণ অনুচিত কাজ হয়েছে। মস্তিষ্ককে সূক্ষ্মভাবে কাজ করতে না দেবার জন্য আমি নিজেকেই দায়ী করছি। জানি, লোকেরা এই প্রেম সম্পর্কে নানা রকম সুন্দর সুন্দর মনোগ্রাহী কথা বলে থাকে, যা বাস্তবতার কষ্টিপাথরে গ্রাহ্য হয় না। এই জাতীয় ভাবাবেগ কখনো নিখুঁত ফলশ্রুতি প্রসব করে না। অভিজ্ঞতার স্তরে পৌঁছে গিয়ে সহজ কথাটা তাই এখন সহজভাবেই তোমাকে বলতে চাই। তোমাকে বিয়ে করবার মতন কোন সঙ্গত কারণ আমার দৃষ্টির সামনে নেই। ভেবে দেখো, তুমি কে? তুমি তো আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবক এবং আমার ধারণা, তুমি কোনদিনই এই অপরিচয়ের গণ্ডীটাকে অতিক্রম করতে পারতে না। উচিত ছিল, তোমার প্রতি নৈর্ব্যক্তিক ভাবলেশহীন হয়ে থাকা।

আর জিলির কথা যখন ভাবি, সে আমার কাছে অনেক বেশী বিশ্বাসী ও বাস্তব হ'য়ে ওঠে। তার প্রতি তাৎক্ষণিক মোহে যে

ব্যবহার করেছি, তা অমানবিক ও অন্যায়। আমি তাকে চিনি, ভীষণ ভালোবাসি এবং তাকে আঘাত দিয়ে আমি পাশব আচরণ করেছি। এ যাবৎ আমাদের জীবন একই খাতে প্রবাহিত এবং চিরটা কাল যদি এই ধারাতেই বয়ে চলে, সেটাই হবে স্বাভাবিক পরিণতি। যতদিন বেঁচে থাকবো, এই সম্পর্ক অটুট থাকবে। জানি না, কতকাল আমি অথবা, বেনফোর্ড বেঁচে থাকবো ?

···প্রেম—এই শব্দটার তাৎপর্য খুঁজে পাই বেনফোর্ডের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, যেখানে তুমি অবান্তর ও অর্থহীন। তদুপরি কানাডা যাবার প্রশ্ন। ভাবতেও এখন ভয়ে কেঁপে উঠি। কি বিচিত্র প্রস্তাবে আমি সায় দিচ্ছিলাম। অবিলম্বে পাগলাগারদে ঠাঁই হতো আর কি ! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অকালে শেষবেলার অন্ধকার নেমে আসবার আগেই জিলি আমাকে আমার ভুল ধরিয়ে দিতে পেরেছে। একদা সন্ধ্যায় বন্দুক চালাতে গিয়ে আমি প্রায় নিজেকেই খুন করে ফেলতাম ; হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এসে জিলি আমার প্রাণ রক্ষা করে। তার ভালোবাসা এবং শাসনের মাধ্যমে আমি দ্বিতীয়বার বিরাট বিপর্যয় এড়াতে পারলুম।···আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি আমাকে ভুলে যাও। এ ছাড়া আর কি বা বলবার থাকতে পারে আমার ?···তুমি যে শেয়ালটাকে মেরেছিলে, তার চামড়াটা এখন ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠেছে। তোমার বর্তমান ঠিকানাটা নির্ভুল কিনা, জানাবে ; তা হলে এই ঠিকানায় চামড়াটা পাঠিয়ে দেবো।···জিলি তোমাকে তার শুভেচ্ছা জানিয়েছে। খ্রীসমাসের দিন ওর বাবা ও মা এখানে এসেছেন। এখনো আমাদের সঙ্গেই আছেন। ইতি—

বিনীতা—

এলেন মার্চ।

চিঠি তো নয়, যেন বিষ। যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে ওঠে হেনরী। জুতো পালিশ করছিল, তীরের মতন উঠে দাঁড়ালো। দাঁতে দাঁত

পিষতে থাকে। এখন নিঃশব্দে সে একটা খুনও করে বসতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মার্চের ওপর তার কোন বিদ্বেষ নেই। সমস্ত অসন্তোষের কেন্দ্রবিন্দু বেনফোর্ড। আধ বোতল মদ গলায় ঢেলে চারদিকে অদ্ভুতভাবে চাইল—মাগীটা আমার পথের কাঁটা, অসাধারণ মেয়ে মার্চকে পেতে হলে ওটাকে সরাতেই হবে!···

তা বুকের মধ্যে যতই আছাড়ি-পিছাড়ি চলুক, প্রকাশ্যে হেনরী হুঁশিয়ার ও চতুর। যেহেতু সে জানে তার মাথার ওপর রয়েছে একটি সংবদ্ধ সমাজ এবং আইনের বেড়াজাল। আইনের পথ ধরেই সে ক্যাপ্টেনের খোঁজে বের হলো। ছুটির দরকার, অথচ ছুটি তার একদিনেরও পাওনা নেই। খুঁজতে খুঁজতে ক্যান্টিনে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা। সেলাম ঠুকে হেনরী বললো "স্যার, আমাকে একদিনের ছুটি দিতে হবে।"

"ও, না-না। তোমার কোন ছুটি পাওনা হয়নি।"

"জানি। তবু আপনাকে দয়া করতে হবে। ভীষণ দরকার।"

হেনরীর আওয়াজে এমন কিছু ছিল, ক্যাপ্টেনকে যা বিচলিত করে। জিজ্ঞেস করলেন, "যাবে কোথায়?"

"ব্লুবারি"

ক্যাপ্টেন রসিক, "নারী সম্পর্কিত?"

"হ্যাঁ। একজন মহিলার সঙ্গে আমার কিছু বোঝাপড়ার দরকার।"

ক্যাপ্টেনের ঠোঁটে হাসি, "উত্তম। বাড়তি সুবিধে পেলে। কিন্তু সাবধান, ঝামেলা পাকাবে না।"

"ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন। নিশ্চিন্ত থাকুন।"

একটা বাইসাইকেল যোগাড় হলো। কিন্তু কাজটা অসম্ভব না হলেও দুরূহ। যতই ঝাঁজালো যুবক হোক, ষাট মাইল পথ সাইকেলে পাড়ি দিয়ে বেইলি ফার্মে হাজির হওয়া খুবই কষ্ট সাধ্য। তা ছাড়া এই দীর্ঘ রাস্তা প্রকৃতই দুর্গম, কখনো পাথুরে, কখনো গাছ-পালার ছাদনাতলায় অন্ধকারে প্রায় অস্পষ্ট, কোথাও বরফ,

কোথাও প্যাচ প্যাচে কাদা। খাকী পোশাক হেনরা সাইকেলের পিঠে চেপে মুহূর্তে সাঁ সাঁ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেছে, যেন সে এখন ওয়ার-ফ্রন্টে, নির্দিষ্ট মাইলষ্টোন পার হলেই বিজয় করায়ত্ত হবে। প্যাডেল ঘুরছে-ঘুরছে-ঘুরছে···যান্ত্রিক শব্দে আমোদ বেইলি ফার্ম-বেইলি ফার্ম-বেইলি···।

বেইলি ফার্মের ওপর দিয়ে আজ সকাল থেকেই এলোমেলো বাতাসের ঝাপটা। পাইন-ওক-ফারের খল খল হাসি। ফার্মের যেখানে শেষ, সেখানে একটা ঝোঁপ এবং ঝোঁপ পার হলেই গুটি কয়েক মূল্যবান ফার গাছ, যাদের একটি মৃত এবং ব্যবহারযোগ্য। গত সাতদিন ধরে মার্চ ঐ মরা গাছটার গোড়ায় কুড়োল মারছে এবং প্রতিবার শুনতে পাচ্ছে অদ্ভুত একটা প্রতিবাদ। এখনো সে আঘাত করে চলেছে। কাজটা প্রায় হয়ে এসেছে। ফার্ম থেকে বেরিয়ে এলো বেনফোর্ড। শীত, গায়ে কোট মাথায় টুপি না থাকায় চুলগুলি কপালের ওপর নাচছে।

"গাছটা কাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না রে!"—বেনফোর্ড বললো।

"কেন?"—পরিশ্রান্ত মার্চ বড় বড় চোখ মেলে তাকায়।

"মুরগীর চালাটার ওপর গিয়ে পড়তে পারে।···"

"না, অতদূর যাবে না।"

"আমার ভয় করছে।"

তখনই বেনফোর্ডের বাবা এগিয়ে এলেন। বয়স অনুপাতে স্বচ্ছল মানুষটি রুগ্ন, শরীরে কোন দীপ্তি নেই, কানে কম শোনেন, মস্করা করতে ভালোবাসেন।

বেনফোর্ড তাঁকে বললো, "বাবা, গাছটা কি চালার ওপর আছড়ে পড়তে পারে না?"

বৃদ্ধ আন্দাজ ক'রে নিয়ে বললেন, "না, না, বড় জোর বেড়াটার ওপর পড়তে পারে।"

সঙ্গে সঙ্গে মার্চ বললো, "বেড়াটা আমরা ঠিক করে নিতে পারবো। এত বড় গাছ! অনেকদিন আমাদের আর কাঠের সমস্যা থাকবে না।"

সেই বিশাল গাছটার একদিকে একটি ডোবা, অন্যদিকে আরো কিছু বিপুল গাছের জড়াজড়ি, সামনে কাঁটা-ঝোপ ও বেড়ার নিসর্গ, তারপর মুরগী-নিবাস। গাছটা কোন দিকে হেলবে? তার পতন কোন বিমূর্ত চিত্রের জন্ম দেবে?

বেনফোর্ডের মা বেরিয়ে এলেন, বলিরেখাগুলি লাল ত্বকে যেন ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, চিঁ চিঁ গলায় বললেন, "গাছটা কোন বিপদ ঘটাবে না তো?"

বেনফোর্ডের বাবা সরস গলায় বললেন, "সেটাই তো আমরা হিসেব কষে বের করছি।"

মার্চ কুড়োল হাতে যেন স্বর্গ ও নরকের মধ্যবর্তী স্থানে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।...

হঠাৎ দূরে একটি কালো বিন্দু ফুটে ওঠে সবুজের বুকে চলমান ফুটকির রূপারোপ। সাইকেল ছুটিয়ে কে যেন ছুটে আসছে এই দিকেই। মার্চের প্রশান্তি আর অপ্রসন্নতা। পলক পড়ে না।

"নিশ্চয় আমাদের ছেলে জ্যাক!" সোল্লাসে বেনফোর্ডের বাবা লাফিয়ে উঠলেন।

"না, না, না" তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেনফোর্ড ঘন ঘন মাথা নাড়ে।

ঘাড় কাৎ করে দেখছে মার্চ, বুঝি তার দিব্যচক্ষু উন্মীলন হবে।...দেখতে দেখতে চোখের সামনে ফুটে উঠলো সাইকেল আরোহীর খাঁকী পোশাক, মুহূর্ত কয়েক বাদেই হেনরী উড়ে এসে থামলো তার নির্দিষ্ট স্থান বেইলি ফার্মের দরজায়।

"আশ্চর্য!" বেনফোর্ডের দেহকূপ রি রি করে ওঠে, "এ যে হেনরী!"

"কে?" বৃদ্ধের কৌতূহল চাগিয়ে ওঠে, "কে? কি নাম

বলছো? কে এই যুবা? হুঁ, হুঁ, বুঝেছি, নির্ঘাৎ নেলীর টানে এসে হাজির হয়েছে। বাঃ বাঃ!"

খ্যাক্ খ্যাক্ ক'রে হাসতে থাকেন।

হেনরী ইতিমধ্যে চারদিকটা দেখে নিয়েছে। হৃৎপিণ্ডের শব্দ এখনো শুনতে পাচ্ছে। ঘামে জবজবে, বুক অব্দি কাদায় কাদাময়, মাথায় কাকের বাসা, লাল টকটকে মুখ এবং দপ্‌দপে চোখ রক্তপাত-হীন অমানুষিক যুদ্ধ চালাবার পর এটাই তার চেহারা।

"তোমরা সকলেই আছো দেখছি।" দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তার মৃদু স্বর ধ্বনিত হয়। কুড়োল হাতে মার্চ, একটা গাছ চূড়ান্ত পতনের অপেক্ষায়, যার একধারে পুকুর, অন্যধারে কিছু গাছ, সামনে ফার্ম··· পরিস্থিতিটা প্রণিধানযোগ্য।

"আমরা কিন্তু এ সময় তোমাকে আশা করিনি"—অবিশ্বাসী লোকটির প্রতি বেনফোফোর্ডের ধারাবাহিক বিরক্তি।

"জানি।" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো হেনরী মার্চের দিকে তাকিয়ে; মার্চ বিহ্বল, দু' চোখে অবিশ্রান্ত স্বপ্নধারা এবং অদ্ভুত একটা আকর্ষণ; সে চেয়েই থাকে, চেয়েই আছে পরিশ্রান্ত হেনরীর দিকে।

"আমি কিন্তু এখনো এর পরিচয় পেলাম না।" বেনফোর্ডের বাবা উশখুশ করছেন।

বেনফোর্ড তেতো গলায় পরিচয় করিয়ে দেয়।

"সলেসবেরি থেকে সাইকেল ছুটিয়ে এলে! খুব বাহাদুর ছোকরা বলতে হবে!"

"হ্যাঁ, সাইকেলেই এলাম।"

"হুঁম, অনেকটা পথ। কতক্ষণ লাগলো? নিশ্চয় কয়েক ঘণ্টার মামলা।"

"প্রায় ঘণ্টা চারেক।"

"চার ঘণ্টা! আরে ব্বাস! আমারো তাই অনুমান! তা বাপু, ফিরবে কখন?"

"আগামীকাল সন্ধ্যা অব্দি এখানেই আছি।"

"আগামীকাল সন্ধ্যা অব্দি! তার মানে, আজ রাতে তুমি এখানেই থাকছো! মেয়েরা কিন্তু তোমাকে আশা করেনি। তাই না?"

বৃদ্ধের দুই চোখে কৌতুক নাচে। মার্চ এবং বেনফোর্ডের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসেন।

হেনরীর কণ্ঠায় আটকে আছে অনেক কিছু, চারদিকে চোখ বোলায়, বিশেষত মার্চের মুখ আমি কি এতই অপাংক্তেয়?

"তুমি কি করছিলে?" মার্চকে সে জিজ্ঞেস করে, "গাছটাকে কেটে নামিয়ে দিতে চাইছো?"

—"হ্যাঁ", জবাব কিন্তু দিলো বেনফোর্ড, "সাতদিন ধরে চেষ্টা চলছে!"

"মার্চ একাই নিশ্চয় চেষ্টাটা চালাচ্ছে। যে কোন মহিলার পক্ষে রীতি মতন গুরুতর ও শ্রমসাধ্য কাজ।"

"নেলী", বেনফোর্ড বিরক্তিতে যেন প্রায় ফেটে পড়ে, "চুপ ক'রে আছিস কেন? কিছু বল।"

"আমি?" স্বপ্নোত্থিত মার্চ যেন হেঁটে হেঁটে বহুদূর পার হ'য়ে এলো, "আমি কি বলবো?"

বেনফোর্ডের বাবা হেসে ওঠেন, "স্বপ্ন দেখছে বেচারি। প্রেমে পড়বার পরিষ্কার লক্ষণ।"

হেনরী মার্চের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলো, আশ্চর্য নরম অন্তরঙ্গ স্বরে বললো, "কুড়োলটা আমাকে দাও নেলী, শেষ কাজটা আমাকেই করতে দাও।"

"তুমি!"

"যদি তোমার আপত্তি না থাকে।"

"আমরা তো তবে উপকৃত হবো।"

"কিন্তু গাছটা কোনদিকে হেলবে?" বেনফোর্ডের অবিরল অস্থিরতা, "ওটা কি আমাদের শেডটাকে জখম করবে না?"

"না বোধহয়", হেনরী সতর্কতার সঙ্গে বললো, "অবশ্য দৈবাৎ এদিক ওদিকও হয়ে যেতে পারে।"

বেনফোর্ড সরে গিয়ে পুকুরপাড়ে দাঁড়ালো এবং তাতেই বিপত্তির সূচনা। বেনফোর্ডকে দেখতে পেয়ে চারটে পাতিহাঁস তরন্তরিয়ে উঠে আসে তার দিকে।

"হাঁসগুলিকে তাড়িয়ে দিন।" চেঁচিয়ে বলে হেনরী।

বেনফোর্ড ওদের তাড়াবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। খাবারের লোভে ওরা ঘিরে ফেলে বেনফোর্ডকে।

দমকা বাতাসে বেনফোর্ডের চুল এসে তার চোখ ঢেকে ফেলছে বার বার।

হাঁসগুলির তাড়নাতেই ঝোপটার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো বেনফোর্ড। একটা অপার্থিব পাথর খণ্ডের মতন কুড়োল-হাতে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। সে আর দুনিয়ার কিছু দেখতে পাচ্ছে না, দু'কানে ছিপি দিয়ে আছে। কেবল ঐ বেনফোর্ড! আহ্, প্রায় নাগালের মধ্যে! খুবই উপভোগ্য নির্জন এই সব মুহূর্তগুলি। সে এখন জাত শিকারী, থমথমে আকাশের দিকে চেয়ে আছে,— ঠিক সময়ে কুয়াশার মতন মেঘ ভেদ ক'রে উড়ন্ত পাখিকে পেড়ে আনবে মাটির বুকে। অবিকল সেই বাক্যহীন নিষ্ঠুর সাধনা।

"মিস বেনফোর্ড, সাবধান!"—হুঁশয়ার করে দেয় হেনরী। কঠিন অনুত্তেজক স্বর তীরের মতন বিঁধলো বেনফোর্ডের বুকে। ভুল বুঝলো সে, থুঁতনি উঁচু ক'রে শ্লেষাত্মক স্বরে পাল্টা বললো, "কেন? কুড়োল দিয়ে কাটবে নাকি আমাকে?"

দাঁতে দাঁত চাপ খায় হেনরীর। আরো নির্জনতা, আরো শীত, আরো বাতাস, প্রতিটি গাছ মাথা উঁচু ক'রে প্রহর গোনে। সে কোনক্রমে বললো, "কুড়োল নয়, গাছটা তো ভেঙ্গে পড়তে পারে মাথার ওপর।"

স্বচ্ছন্দে ঠোঁট ওল্টালো বেনফোর্ড, "থাক, আমাকে আর ভয় দেখাতে হবে না তোমার। আমি জানি, আমি নিরাপদ।"

আর কথা হলো না।

গাছের গোড়ায় শেষ আঘাতটা যেন বেখেয়ালেই সারলো হেনরী। তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত পেশী ঐ অন্তিম আঘাতের পিছনে। বিপুল গাম্ভীর্য নিয়ে অতিকায় গাছটা মাটির দিকে নামছে।

কেউ খেয়াল করছে না, কেবল দেখছে সে—হেনরী। বর্ণময়, প্রবল উত্তেজক কয়েক মুহূর্ত। কেউ অনুভব করলো না, কেবল করলো সে—হেনরী।

এমন কি, বেনফোর্ড যখন তার অন্তিম আর্তনাদ করে উঠলো, তখনো কেউ শুনতে পেলো না, শুনলো কেবল সে—হেনরী!···

হেনরীর চিৎকারে সম্বিৎ এলো সকলের। হেনরীর পিছন পিছন দাপিয়ে এলো মার্চ, তারপর বেনফোর্ডের মা ও বাবা। হেনরীর দৃষ্টিতে আর সেই চাকচিক্য নেই, পরিবর্তে গভীর প্রশান্তি ও অবসাদ, যেহেতু তার হিসেব মিলে গেছে—ভূ-লুণ্ঠিত গাছের চাপে ঢাকা পড়ে আছে বেনফোর্ড, কেবল ওর ছোট্ট পা দু'খানি বেরিয়ে আছে। শীতার্ত শুকনো ঠোঁট চেটে হেনরী বললো, "সম্ভবতঃ মিস বেনফোর্ড প্রাণ হারিয়েছেন।"

থর থর করে কাঁপছে মার্চ, টাটকা রক্তের মাতলা গন্ধ এসে লাগলো নাকে, ডুকরে কেঁদে উঠলো, "জিলি, খুন হয়েছে!!"

বাকি দুই বুড়ো-বুড়ির অবিশ্রান্ত বিলাপ আর বিলাপ! হঠাৎ বাতাস পড়ে এলো। ভীষণ পরিশ্রান্ত হেনরীই ডাল-পালা-কাণ্ড ইত্যাদি সরিয়ে দৃষ্টির সামনে টেনে আনলো বেনফোর্ডের রক্তাক্ত থেতলানো দেহটাকে। অনায়াসে, প্রায় নিঃশব্দে প্রাণ হারিয়েছে সে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মার্চ। এত করুণ কান্না যুগান্তের সঞ্চয়। ক্রমশঃ ভূষি আঁধার ঘনিয়ে এলো। হেনরী তার কাঁধে হাত রেখে বললো, "প্লিজ, আর কেঁদো না, লক্ষ্মীটি। এসো আমার কাছে এসো।"

হাঁ, সে আসবেই।

এখন তুমি যা বলবে, সে তা-ই শুনবে। তুমি ছাড়া তার তো আর কোন অবলম্বন রইলো না। তোমার আশা পূরণে আর তো কোন প্রতিবন্ধক নেই।

বিয়েও হ'য়ে গেল হেনরীর সঙ্গে মার্চের। আরো দশ দিনের বাড়তি ছুটি মিললো। মার্চ এখন তার। অথচ, মার্চকে নাগাল পাবার মতন কোন জাদু আর তার সেই। কী যেন হারিয়ে গেল, কী এক অতল ব্যবধান অন্ধকার ক'রে দিলো দু'জনের মধ্যকার স্থানটা।

মার্চকে যখনই সে কামনা করে, পায়; শরীর দিয়ে শরীরকে উপভোগ করে; সে যা যা বলে, মার্চ নীরবে ঠিক তেমনটিই করে যায়। তবু মার্চ তার সীমার বাইরে, অনেক দূর নক্ষত্রের মতন অস্পষ্ট তার স্ত্রী। সব সময় ও বুঝি জলের তলায় ডুবে আছে, কিছুতেই তাকে আর উদ্ধার করতে পারছে না, পারবে না হেনরী।

...কি ভাবছে মার্চ? অথবা সে হয়তো নিজেকেই দায়ী করছে বান্ধবীর মৃত্যুর জন্য। জিলি, জিলি—তার কল্যাণের জন্য সে কী পরিশ্রমই না করেছে! জীবনের যে উদ্দেশ্য, যে সুখ, যে সম্ভাবনার কথা সে এতদিন ভেবে এসেছে—আজকের জীবনের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্যই নেই। জিলি মারা গেছে—এই নিষ্ঠুর সত্যটাকে সময় সময় অলীক মনে হয়।...

তার এত দুঃখী হবার কি কারণ থাকতে পারে? জিলির যদি আজ কোন পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেত, তা'হলেও কি পরিস্থিতিটা এই রকমই হতো না? মন মানে না। সুখ বড় দূরের জিনিস। হেনরী বৃথাই আশা করেছিল, মার্চ তার জীবনে অনেক কিছু কিছু নিয়ে আসবে। আনবে সুখ—তার নিজের জন্য, তামাম দুনিয়ার জন্য।...

হেনরী তাকে প্রায়ই কানাডায় নিয়ে যাবার কথা বলে। সেখানে

নাকি সংসার অনেক সুন্দর হবে। তারা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবে। জীবন হবে ঠিক একটি সুখ স্বপ্নের মতন।

কিন্তু মার্চের শূন্যতা ঘোচে না, নীরব হাহাকার আরো বৃদ্ধি পায়।

তবে একটা কথা ঠিক, নেলী হেনরীকে কখনো ত্যাগ করবে না, যেহেতু এই দুনিয়ায় হেনরী ছাড়া তার আর কোন অবলম্বন নেই। আবার হেনরীকে সুখী করবার মতন সচেতন মনও তার নেই।

কী মনস্তাপ, হেনরীও ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়ছে। কিছুতেই প্রাণ চাঞ্চল্য জাগাতে পারছে না সে মার্চের ভেতর। দিনগুলি ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়···কী পাপ!

মার্চ শ্রান্ত শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়তে চায়; কিন্তু ঘুম তাকে তালাক দিয়েছে। সে বোঝে, তাকে জেগে থাকতে হবে। সে জানে। তবু ঘুম আসে এবং ঘুমের মধ্যে সে জেগে থাকে।···

একদা হেনরী নামক এই যুবকটি আশা করেছিল, বেইলি ফার্মের পরিশ্রমী স্বাস্থ্যবতী যুবতী মার্চ নিজস্ব স্বভাবজাত দক্ষতায় চমৎকার পারিবারিক দায়িত্ব বহন করে চলবে। এখন সে দেখছে, মার্চ নিজেই একটি বোঝা হয়ে চেপে আছে তার বুকের ওপর। কখনোই সেই সত্তা উদ্ধার হলো না। তবু কেবল প্রতীক্ষা, আর প্রতীক্ষা···হয়তো সারাটা জীবন ধরে হেনরী প্রত্যাশা করে থাকবে।

"চলো, আমরা কানাডায় যাই। সেখানে হয়তো তুমি সুখী হবে।"

"যেখানে নিয়ে যাবে, যাবো।"

তারা যাবে। যৌথভাবেই যাবে। কিন্তু যুক্ত হতে পারবে না।

মার্চ জানে।

হেনরীও টের পায়।